ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

# আনন্দবাজার পত্রিকা



সৃজিতের কোন ছবিতে থাকছেন কৌশানী?
আনন্দ প্লাস



এ বাঘ কি জ়িনতের বিপরীতমুখী!
ছাড়া পেল মৈপীঠের এক বাঘ ৫



মহাকুম্ভ মেলায় পুণ্যার্থীদের ঢল
আশা বাণিজ্যেরও ৬



নিশেষের লড়াইয়ে মুগ্ধ জোকোভিচ
অস্ট্রেলীয় ওপেন খেলা

epaper.anandabazar.com | কলকাতা ৩০ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ শহর সংস্করণ ৫.০০ টাকা | ১২ পাতা | XXCL

## এক নজরে

### ধস টাকার দাম, শেয়ার বাজারে

টাকার দাম সোমবার নজিরবিহীন তলানি তো ছুঁলই, সেই সঙ্গে দেখল প্রায় দু'বছরের মধ্যে এক দিনে সব থেকে বড় পতন। একলপ্তে ৬৬ পয়সা বেড়ে ডলার এই প্রথম পৌঁছে গেল ৮৬.৭০ টাকায়। এ মাসেই তা ৮৭ টাকা পেরিয়ে যাবে কি না, সেই প্রশ্নে উদ্বেগ বাড়ছে দেশ জুড়ে। শেয়ার বাজারও হুড়মুড়িয়ে পড়েছে এ দিন। সেনসেক্স নেমেছে হাজার পয়েন্টের বেশি। বহু দিন পরে নেমে গিয়েছে ৭৬ হাজারের ঘরে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, বিদেশি লগ্নি-সংস্থাগুলির লগ্নি প্রত্যাহার টেনে নামাচ্ছে শেয়ার ও টাকাকে। ব্যবসা

### স্যালাইন মামলা

মেদিনীপুর মেডিক্যালে স্যালাইন নিয়ে প্রসূতি-মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই এবং ইডি তদন্তের আর্জি জানিয়ে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার একটি মামলা দায়ের করেছেন বিজয় সিঙ্ঘল নামে এক ব্যক্তি। অন্য মামলার আবেদনকারী বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায় নামে এক চিকিৎসক এবং আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। এ দিন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। আদালতের খবর, আগামী বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হতে পারে।

### নেই সুশান্ত

শেষ পর্যন্ত সিপিএমের জেলা কমিটিতে জায়গা হল না প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিএমে দীপক সরকার জমানার পুরো অবসান হল না। খড়্গপুরে জেলা সম্মেলন থেকে জেলা সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্ব পেলেন বিজয় পাল। তিনি দীপক-সুশান্তদের অনুগামী বলেই দলের অন্দরে পরিচিত। পৃঃ ৫

### আজ আবহাওয়া

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াস

প্রধানত পরিষ্কার আকাশ। সকালে কুয়াশা।

| গত কাল |
|---|
| সর্বোচ্চ ২৫.৩° (+০.৫) |
| সর্বনিম্ন ১৪.২° (+০.৪) |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯% এবং ৫৩% |
| বৃষ্টিপাত: হয়নি |



# 'দাগি অক্সিটোসিন' নিয়ে কথাই হয়নি

সোমা মুখোপাধ্যায়

১৮ বছরের কম বয়সি প্রসূতিদের মধ্যে ১৮ শতাংশ এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রসূতিদের মধ্যে ১২ শতাংশ কিডনি বিকল হয়ে মারা যাচ্ছেন। সুস্থ মা সুস্থ সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, কিন্তু তার পরেই আচমকা একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যু হচ্ছে তাঁর। শুধু মেদিনীপুর মেডিক্যালে নয়, অন্যত্রও। কেন এমন হচ্ছে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ হওয়া অক্সিটোসিনকেই অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন সরকারি স্ত্রী-রোগ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। গত মাসে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের কাছে সময় চেয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, তাঁদের সময় দেওয়া হয়নি।

সোমবার তদন্ত কমিটি স্যালাইনের পাশাপাশি অক্সিটোসিনকেও দায়ী করায় তাঁদের অভিযোগ, "অনিচ্ছাকৃত নয়, প্রত্যেকটি মৃত্যুকে আমরা তো তা হলে ইচ্ছাকৃতই বলব। এই অবহেলা তো ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোরই নামান্তর।" কলকাতার এক মেডিক্যাল কলেজের এক প্রবীণ স্ত্রী-রোগ চিকিৎসকও বলেন, "গর্ভাবস্থা বা প্রসব কোনও অসুখ নয়। ন'মাস যে মা সুস্থ থাকলেন, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে তাঁর হঠাৎই মুমূর্ষু হয়ে পড়ার পিছনে অনেক বড় অনিয়ম, বড় অবহেলা দায়ী।"

> ন'মাস যে মা সুস্থ থাকলেন, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে তাঁর হঠাৎই মুমূর্ষু হয়ে পড়ার পিছনে অনেক বড় অনিয়ম, বড় অবহেলা দায়ী।
>
> **কলকাতার এক মেডিক্যাল কলেজের এক প্রবীণ স্ত্রী-রোগ চিকিৎসক**

স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম অবশ্য বলেন, "মাতৃমৃত্যু আমাদের কাছে সব সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা নিয়মিত এ নিয়ে বৈঠক করি। কোন ডাক্তারেরা কবে কথা বলতে চেয়েছেন, সেটা আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। দরকার হলে ওঁরা স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা বা স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন।"

এ দিন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সরবরাহ হওয়া অক্সিটোসিন নিয়ে বার বার সমস্যা হওয়ায় এখন একাধিক হাসপাতাল তা ব্যবহার করে না। রোগীর পরিবারকে বাইরের দোকান থেকে অন্য সংস্থার অক্সিটোসিন নিয়ে আসতে বলা হয়। এর মধ্যে জেলার একাধিক হাসপাতালের পাশাপাশি রয়েছে কলকাতার দু'টি নামী মেডিক্যাল কলেজও।

প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ ঠেকাতে অক্সিটোসিন অত্যন্ত জরুরি ওষুধ। সিজ়ারের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রসূতিকে

এর পর পৃঃ ৫

# গাফিলতি, তদন্তে সিআইডি




স্যালাইন-কাণ্ডে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ। বিধাননগরে সোমবার। ছবি: *বিশ্বনাথ বণিক*

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও চার জনের অসুস্থতার ঘটনায় তদন্ত করবে সিআইডি। সোমবার এমনই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। গত শুক্রবার ওই হাসপাতালের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তৎপরতার সঙ্গে ১৩ সদস্যের বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল স্বাস্থ্য দফতর। শনিবার সেই কমিটি হাসপাতালে গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সোমবার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে ওই প্রসূতিদের চিকিৎসায় গাফিলতির ছাপ দেখা যাচ্ছে বলেও এ দিন জানান রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

সূত্রের খবর, মেডিক্যাল ও প্রশাসনিক— এই দু'টি ভাগে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যসচিব ঘটনায় গাফিলতির বিষয়টি উল্লেখ করেন। এবং তা সবিস্তারে খতিয়ে দেখার জন্য সিআইডিকে তদন্ত ভার দেওয়া হয়েছে বলেও জানান। পাঁচ প্রসূতির অস্ত্রোপচার হয়েছিল ৮ এবং ৯ জানুয়ারি। মুখ্যসচিব বলেন, "প্রসূতি বিভাগে যাঁরা সে সময় কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরা অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তবে তাঁরা সকলেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি)। তাই এটা বিধি অনুযায়ী হয়েছে, বলা যায় না।" তিনি আরও বলেন, "সিনিয়র চিকিৎসকদের অধীনেই কাজ করতে হয় ওই চিকিৎসক-পড়ুয়াদের। বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে তদন্ত করানো হচ্ছে।"

যদিও বিষয়টির দায় এখন সরকার চিকিৎসক-পড়ুয়াদের উপরে চাপিয়ে নিম্নমানের ওষুধ ব্যবহারের বিষয়টিকে 'ধামাচাপা' দিতে চাইছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের। তাঁদের দাবি, তৃতীয় বর্ষের পিজিটিরা অস্ত্রোপচার করতেই পারেন। বরং গত বছর থেকেই রাজ্যে সরকারি স্তরে প্রসূতি মৃত্যুর নেপথ্যে 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেট' স্যাল্যাইন এবং 'অক্সিটোসিন' ইঞ্জেকশন— এই দুই ওষুধের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্ত্রী রোগ চিকিৎসকদের অনেকে। কিন্তু আদৌ কি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর? এক সিনিয়র চিকিৎসকের কথায়, "গুণগতমানে খামতি মিলেছিল বলেই তো 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-কে উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে মজুত ওই সংস্থার স্যালাইন এবং অন্য ওষুধ বাতিল ঘোষণা করা হল না কেন?"

মুখ্যসচিব এ দিন জানিয়েছেন, আগেও সংশ্লিষ্ট উৎপাদক সংস্থার উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৭ জানুয়ারিও পুনরায় নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। কেন এই পদক্ষেপ? মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিব জানান, এটি নিয়মমাফিক পদক্ষেপ। আগে সেই সংস্থার কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হয়েছিল। ৭ তারিখ তাই ফের উৎপাদন বন্ধ রাখার কথা

এর পর পৃঃ ৫

### প্রশ্ন যেখানে

- প্রসূতি মামনি রুইদাসের মৃত্যুর পরে চার দিন কেটে গেলেও ময়না তদন্তের রিপোর্ট তদন্ত কমিটির হাতে আসেনি কেন?
- পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের 'আরএল' স্যালাইনের উৎপাদন ও সরবরাহ নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য। তার পরেও কার নির্দেশে পাঁচ প্রসূতিকে ওই স্যালাইন দেওয়া হল?
- নিষেধাজ্ঞার পরে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে মজুত স্যালাইন ও ওষুধ বাতিলের নির্দেশিকা জারি হয়নি কেন?
- অস্ত্রোপচারের আগে 'অক্সিটোসিন' ইঞ্জেকশন প্রয়োগে কোনও ত্রুটি থেকে গিয়েছিল কি?
- ডিসেম্বরেই ভিডিয়ো বৈঠকে ভর্ৎসনার মুখে পড়েও কেন পরিস্থিতি বদলায়নি মেদিনীপুর মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগে?
- অস্ত্রোপচারের আগে 'আরএল' এবং 'অক্সিটোসিন' ইঞ্জেকশনের পরে দু'-তিন জন প্রসূতির শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়। তখন অস্ত্রোপচারে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় কি?
- ব্যাচ নম্বর উল্লেখ করে 'আরএল' ব্যবহারে আপত্তি নেই বলে কেন প্রসূতিদের পরিজনদের থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছিল?
- এমনিতেই 'আরএল'-এর কয়েকটি নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও আসেনি। মেদিনীপুর মেডিক্যাল থেকে সংগৃহীত নমুনার রিপোর্ট আসতে কত দিন সময় লাগবে?



# ঢাকার দূতকে জবাবি তলব দিল্লির, গুলি কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি ও কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি:** সাম্প্রতিক অতীতে দক্ষিণ এশিয়ায় বার বার 'শঠে শাঠ্যং' রণনীতি নিতে দেখা গিয়েছে নয়াদিল্লিকে। আজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেও সেই পথে হাঁটতে দেখা গেল তাদের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বিতর্কের মাঝে রবিবার ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে পাঠিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূস সরকার। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডেপুটি হাই কমিশনার নুরুল ইসলামকে তলব করল দিল্লি। এর মধ্যেই সোমবার ভোরে কোচবিহার সীমান্তে কাঁটাতার কেটে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ে গুলি চালিয়েছে বিএসএফ। হামলায় এক জওয়ান আহত হয়েছেন।

ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাঁটাতারবিহীন রয়ে গিয়েছে এখনও। প্রায় ৫৩৮ কিলোমিটার এলাকায় কোনও কাঁটাতার নেই। সম্প্রতি ঢাকা দাবি করেছে, সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে বিএসএফ কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করেছে। অন্য দিকে মালদহের শুকদেবপুর, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে কাঁটাতার বসানোর সময় বিজিবির বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে আজ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্তাকে তলব করে সীমান্ত কাঁটাতার বসানো নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাঁটাতার-সহ সীমান্তের সমস্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি সরকার এবং দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে যা যা প্রোটোকল রয়েছে, ভারত বরাবর তা মেনে চলে। অপরাধমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করতে ভারত তার দায়বদ্ধতার কথা ফের বাংলাদেশকে মনে করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান, জঙ্গিদের আনাগোনার মতো যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলির সমাধান করতে নয়াদিল্লি বদ্ধপরিকর। সীমান্তকে নিরাপদ রাখতে কাঁটাতার ও যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা, প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত আশা করে, এই প্রতিটি বিষয়কে বাংলাদেশ বাস্তবায়িত করবে। সীমান্তে অপরাধ রুখতে যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

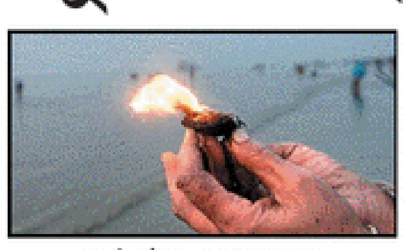
> ঢাকায় পটপরিবর্তনের সময় থেকেই আমি বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলছি। সামরিক সহযোগিতা আগের মতোই চলছে।
>
> **উপেন্দ্র দ্বিবেদী**
> সেনাপ্রধান

এর আগে, রবিবার ঢাকা ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা এর আগে জানিয়েছিলেন, তিন বিঘা করিডর, লালমনির হাট,

এর পর পৃঃ ৭



# টুকরো ছবি জুড়েই মায়া-কোলাজ মেলার



## সাগর সঙ্গমে

সম্রাট মুখোপাধ্যায়
● গঙ্গাসাগর

"মরদ? ক্যায়া হোগা মরদসে? হাম চার সহেলি হি আয়ে হ্যায়। কাফি হ্যায়।"

আকাশ ফর্সা হচ্ছে সবে। দিগন্তরেখায় লেপ্টে আছে সেঁকা টোম্যাটো রঙা ভোরের সূর্য। সাগরতটে স্নানের তোড়জোড় পুণ্যলোভাতুর আটি থেকে আশির। তবে, ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডায় চার দিকে আলসেমি ছড়িয়ে আছে ঝরা পাতার মতো। তারই মধ্যে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন রাজস্থানের বারমের সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দা বীণাদেবী চৌহান। এক দিকে হরিনাম, অন্য দিকে অনুপ জালোটার মীরার ভজন। মাঝের চিলতে পরিসরে বসে খঞ্জনি বাজাচ্ছেন হাড় জিরজিরে চেহারার এক প্রবীণ সাধু। তাঁরই সামনে বসে রাজস্থানের চার বান্ধবী। তাঁদের সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই শুনে আগন্তুক প্রশ্নকর্তার চোখে সামান্য বিস্ময় খেলে গিয়েছিল হয়তো। যা লক্ষ করেছিলেন তিনি। তাতেই ছিটকে এল কথাটা।

'চাক দ্য পেট্রিয়ার্কি'র মতো স্লোগান লেখা কোনও পোস্টার হয়তো এ তল্লাটের হাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে দোল খাবে না। তবু এ-ও কি কম পাওনা! বীণাদেবীর কথার খেই ধরেই পাশ থেকে বান্ধবী অহল্যা মিষ্টি করে হাসেন। সুপুরি জাতীয় কিছু একটা মুখে পুরে বলেন, "লুগাই (স্ত্রী) নহি, সির্ফ সহেলি।"

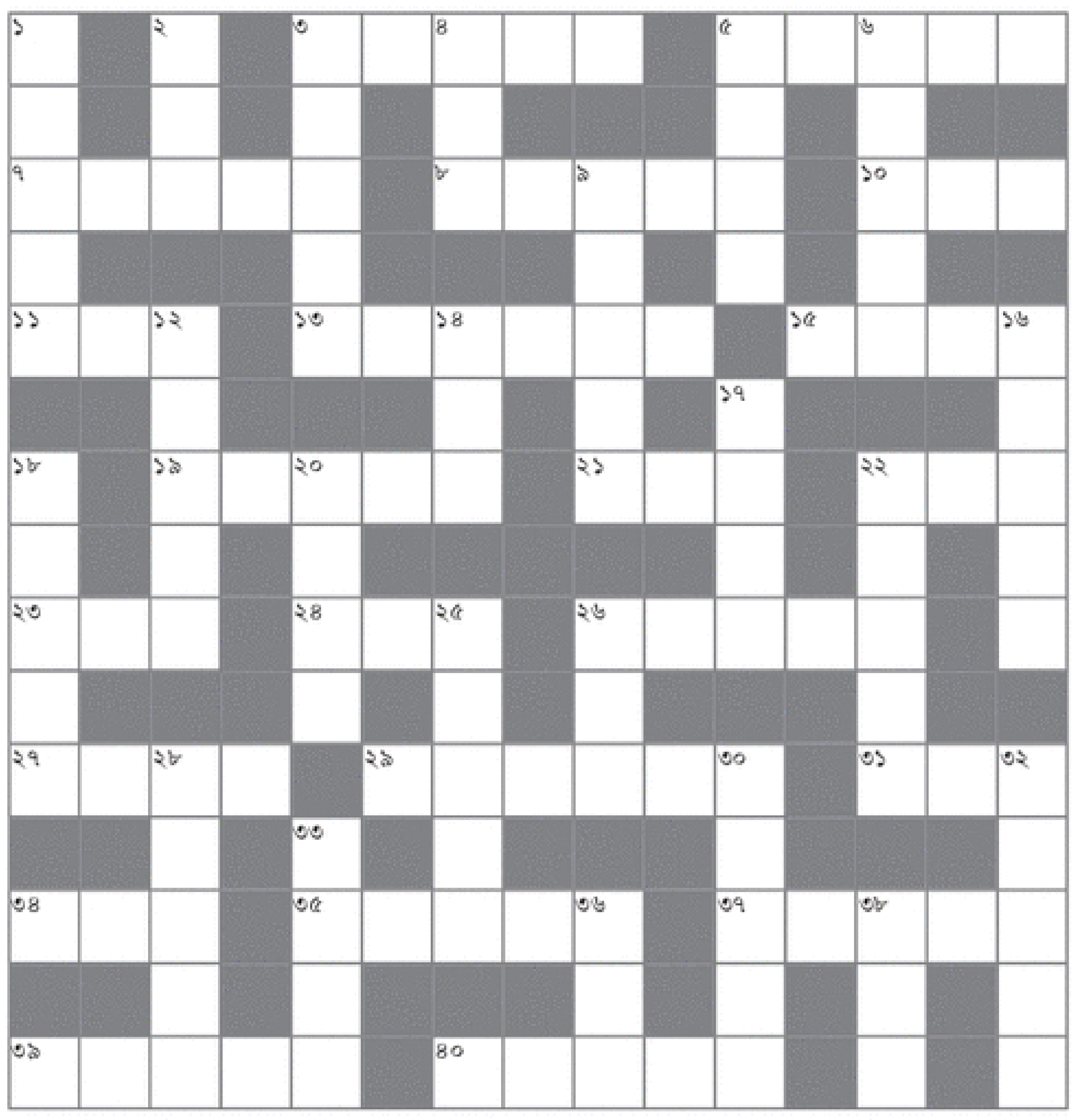
বেলা একটু বাড়তে স্নানের ভিড়ও বাড়ে। সৈকতের এক প্রান্তে পরপর খুপরি ঘর, পোশাক পরিবর্তনের। কিন্তু অধিকাংশ পুণ্যার্থীই সে দিকে ঘেঁষছেন না বিশেষ। সৈকতের উপরেই সেরে ফেলছেন কাজ। পুণ্যার্থীদের তাঁবুতে নাকি জায়গা থাকা সত্ত্বেও সেখানে তাঁদের ঢুকতে দিচ্ছিলেন না এক দল লোক। তাঁরা কারা, তা অবশ্য জানা গেল না। তবে, সে খবর মেলা কর্তৃপক্ষের কানে যেতেই ঘোষণা হল, এমন কিছু ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। যদিও শাহি স্নানের আগের দিনও ভিড়ের বহর অন্যান্য

এর পর পৃঃ ৬



মকর সংক্রান্তির আগে সাগর পারে যজ্ঞ। ছবি: *সুদীপ ঘোষ*

## আনন্দবাজার পত্রিকা শব্দছক ৮৫৯১



### পাশাপাশি

৩ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস।
৫ উঁচু বংশে জন্মের জন্য অহঙ্কার।
৭ নোনাজলযুক্ত সমুদ্র।
৮ ইঙ্গুদী গাছ।
১০ পলা, কিশলয়।
১১ শ্রীরামচন্দ্র।
১৩ এই জন্ম এবং পরবর্তী অন্যান্য জন্ম।
১৫ মাসিক বেতন।
১৯ কথা কাটাকাটি।
২১ সুন্দর, সঙ্গীতের রাগ।
২২ নৈবেদ্যর থালায় থাকে।
২৩ কৌতুক।
২৪ পিতৃপরিচয়ে পরশুরাম।
২৬ পদচ্যুত, বরখাস্ত।
২৭ বৈষ্ণবদের কপালে আঁকা তিলক।
২৯ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র নাটক।
৩১ থেকে, তাসখেলায় রঙের সাহেব বিবি।
৩৪ লজ্জা।
৩৫ হাতের অলঙ্কার।
৩৭ সাপ্তাহিক ছুটির দিন।
৩৯ শাকসব্জি।
৪০ যন্ত্রপাতি।

### উপর-নীচে

১ সুন্দর চোখের উপমা।
২ পুরোহিতের প্রাপ্য।
৩ রাজার রাজা।
৪ বালি।
৫ গ্রীষ্মের ফল।
৬ বাড়ি তৈরির শুরুতে এটা স্থাপন করতে হয়।
৯ সর্বত্র সমান ব্যবধান-বিশিষ্ট।
১২ ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল।
১৪ জল দেয় যে, মেঘ।
১৬ হাতের সাহায্যে চুরি করার দক্ষতা।
১৭ এদিকে ওদিকে।
১৮ মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি।
২০ অতি দারিদ্রের আহার।
২২ মিথ্যা বড়াই।
২৫ দেবদারু।
২৬ বৃত্তাকার অঞ্চল, বালা।
২৮ দক্ষ লেখক।
৩০ 'পূজারিনি' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্র নাটক।
৩২ বিপদের সূচনা।
৩৩ চলচ্চিত্রায়িত রবীন্দ্র গল্প।
৩৬ রসজ্ঞ ব্যক্তি।
৩৮ রন্ধনে-ভোজনে ব্যবহৃত দ্রব্য।

### সমাধান ৮৫৯০

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শৈ | ত্য | প্র | বা | হ | ■ | অ | রো | ধী | ■ | পা | দ | পূ | র | ক |
| শ | ■ | শ | ■ | ং | ■ | ব | ■ | র | ■ | র | ■ | র্বো | ■ | বি |
| ব | ■ | ং | ■ | স | ং | জ্ঞা | ■ | ল | হ | মা | ■ | ল্লি | ■ | ক |
| স্মৃ | ■ | স | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | লি | ■ | র্থি | ■ | খি | ■ | ঙ্ক |
| তি | ল | ক | ছা | প | ■ | অ | মি | ত | বা | ক | ■ | ত | রু | ণ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ল | ■ | ষ্ট | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| প | ট্ট | না | য় | ক | ■ | না | ম | বি | হী | ন | ■ | বি | ক্ষি | প্ত |
| ■ | ■ | ক | ■ | পি | ■ | য়ি | ■ | র | ■ | লি | ■ | দ | ■ | ■ |
| মা | রী | চ | ■ | তা | লি | কা | ভু | ক্তি | ■ | নী | হা | র | বি | ন্দু |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ক | ■ | রু | ■ | ■ | ■ | ■ |
| লো | লু | প | ■ | রা | জ | কু | মা | র | ■ | হ | ত | গৌ | র | ব |
| ক | ■ | র্ণ | ■ | য় | ■ | ল | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | র | ■ | হু |
| দ | ■ | কু | ■ | বা | দা | ম | ■ | আ | দ | তে | ■ | চ | ■ | জা |
| র | ■ | টি | ■ | ঘি | ■ | জা | ■ | বা | ■ | জু | ■ | ন্দ্রি | ■ | তি |
| দি | ন | র | জ | নী | ■ | নো | টি | স | ■ | গু | ণ | কা | র | ক |

## দিনপঞ্জিকা

**দৃকসিদ্ধ:** ৩০ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারি। প্রতিপদ তিথি রাত্রি ৩-২২ পর্যন্ত। পুনর্বসু নক্ষত্র দিবা ১০-১৭ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-৪৩ গতে ৯-০৪ মধ্যে পুনঃ ১-০৬ গতে ২-২৬ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-০৬ মধ্যে ও ৭-৪৯ গতে ১১-২৪ মধ্যে। রাত্রি ৭-৪৭ গতে ৮-৪০ মধ্যে পুনঃ ৯-৩৩ গতে ১২-১২ মধ্যে ও ১-৫৮ গতে ৩-৪৩ মধ্যে পুনঃ ৫-৩০ গতে উদয়াবধি। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ৭-৪৭ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ২৯ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারি। প্রতিপদ তিথি রাত্রি ৩-৪০ পর্যন্ত। পুনর্বসু নক্ষত্র দিবা ১০-৫৪ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-৪৪ গতে ৯-০৫ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-০৭ মধ্যে ও ৭-৫০ গতে ১১-২৪ মধ্যে। রাত্রি ৭-৪৬ গতে ৮-৩৯ মধ্যে ও ৯-৩২ গতে ১২-১২ মধ্যে ও ১-৫৮ গতে ৩-৪৪ মধ্যে ও ৫-৩১ গতে ৬-২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ৭-৪৬ মধ্যে।

**পৌষ সংক্রান্তি তথা মকর সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বণ, শ্রীশ্রীবাস্তু পূজা ও গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নান। ১৩ রজব।**

## আজকের দিনটি

মেষ: কর্মসূত্রে দূর সফরের সুযোগ মিলতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বীর কলকাঠি সত্ত্বেও ব্যবসায় জটিলতার মোকাবিলা করে অগ্রগতি অব্যাহত। চলাফেরায় মুনশিয়ানার সুবাদে বাড়তি উপার্জনের দিশা দেখাতে পারে। বৃষ: মানসিক অস্থিরতায় উদ্বেগ বাড়তে পারে। ন্যায্য প্রাপ্তিতে বিলম্বের সম্ভাবনা। ভাগ্যোদয়ের আশায় স্থানান্তরে যাওয়ার সুযোগে সাফল্যের ইঙ্গিত। মিথুন: বহু দূরে বসবাসকারী প্রিয়জনের সংবাদ না-পাওয়ায় দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনাকে বিব্রত করতে পারবে না। কর্কট: বুদ্ধিবলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা। নতুন উদ্যমে কর্ম পরিকল্পনায় সাফল্যের যোগ। ভাইবোনের দেখাশোনা ও দায়িত্ব পালন নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে মতবিরোধে মানসিক যন্ত্রণা। সিংহ: কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের জেরে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা হোঁচট খেতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। কোনও উচ্চাভিলাষী মহিলার খেদোক্তি আপনাকে সহ্য করতে হতে পারে। কন্যা: কর্মস্থল হোক বা সামাজিক বৃত্তে শত্রুতা নিয়ে বাড়তি সাবধানতা দরকার। স্বজনবর্গের সঙ্গে কোনও বিবাদ না-করে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বিরোধীপক্ষ আপনার মতকে মেনে নিলেও মন থেকে মানবে না। তুলা: উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সঙ্গে মতবিরোধে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি অধরা থাকায় হতাশা বাড়বে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে আয় বাড়তে পারে। শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। বৃশ্চিক: অর্থক্ষতি ও হেনস্থার আশঙ্কা। সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের আগে সব দিক বিচার বিবেচনা করা ও আইনি পর্যালোচনা একান্ত দরকার। স্ত্রীর সহায়তায় পারিবারিক জীবনে উন্নতি। ধনু: ব্যবসায় অগ্রগতি অব্যাহত। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। কোনও অতিথিকে ঘিরে সংসারে অশান্তির আশঙ্কা। মকর: কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতির যোগ এবং সেই সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। কোনও ছলনাময়ী মহিলার ফাঁদে পড়ে অর্থদণ্ড ও বদনাম জুটতে পারে। কুম্ভ: দীর্ঘ টানাপড়েনের পর কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির বাধা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ দেখা যায় না। মীন: সৎসাহস ও দৃঢ় সংকল্প ভাগ্যোদয়ের সহায়ক হতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থেকে বদনাম জুটতে পারে। থাইরয়েড জাতীয় গ্ল্যান্ডের প্রকোপে দুর্ভোগ ও কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। **সঞ্জয়**

## সময়

**জোয়ার:** সকাল ১০টা ৫৩ মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৫ মিনিট। **ভাটা:** দুপুর ২টো ১৫ মিনিট এবং রাত ২টো ৪১ মিনিট। **সূর্য:** উদয় ৬টা ২০ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ১২ মিনিট।

## আজ টিভিতে



**শতরূপা:** জি বাংলা সিনেমা, রাত ৯-৩০।

**জি বাংলা সিনেমা**
**বেলা ২-০০:** স্বার্থপর, **বিকেল ৫-০০:** শত্রু মিত্র, **রাত ৯-৩০:** শতরূপা।

**জলসা মুভিজ**
**বেলা ১-৩০:** জিও পাগলা, **বিকেল ৪-৩০:** রাম লক্ষ্মণ, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** সাত পাকে বাঁধা, **রাত ১০-২০:** শ্রীমান ভূতনাথ।

**কালার্স বাংলা**
**বেলা ২-০০:** নবাব।

**কালার্স বাংলা সিনেমা**
**সকাল ১০-০০:** কালীশঙ্কর, **বেলা ১-০০:** খোকাবাবু, **বিকেল ৪-০০:** শুভদৃষ্টি, **সন্ধ্যা ৭-৩০:** চ্যাম্পিয়ন, **রাত ১০-৩০:** নবাব।

**অ্যান্ড পিকচার্স**
**সকাল ৭-০৭:** রাজি, ১০-২৩: জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান, **বেলা ১-১৫:** হিম্মতওয়্যার, ৩-৫২: খিলাড়ি ৭৮৬, **রাত ১১-৪৫:** শাহ্‌।

রাঁধুনি- পিঠে পুলি উৎসব আকাশ আট বেলা ১-৩০

**জি অ্যাকশন**
**সকাল ৮-২৪:** পার্টনার, **বেলা ১১-২২:** সর্দার গব্বর সিং, ১-৪৮: দবং টু, **বিকেল ৪-১৫:** রাবণরাজ।

**জি সিনেমা**
**সকাল ৯-৫৩:** মেরা বদলা-রিভেঞ্জ, **বেলা ১২-২৬:** সূর্য দ্য সোলজার, **রাত ১০-৪০:** ভাই-মেরা বিগ ব্রাদার্স।

**ডিডি বাংলা**
**সকাল ৭-০০:** সকাল সকাল(শিল্পী-অর্পিতা চক্রবর্তী এবং অর্পণ চক্রবর্তী), ৯-০০: হ্যালো ডাক্তারবাবু, ১০-০০: সপ্তরঙ্গী, **বেলা** ১২-০২: কোয়েস্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো, ১-০২: ছায়াছবির গান, ১-৩৫: আজকের রান্না, ২-৩০: বাংলা ছায়াছবি-থানা থেকে এসেছি, **বিকেল** ৫-৩০: শান্তিনিকেতন থেকে, **সন্ধ্যা ৬-০২:** মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অনুষ্ঠান, ৬-৩০: সরোদ, ৭-৩০: রবীন্দ্রসঙ্গীত, **রাত** ৮-৩০: ছায়াছবির গান, ৯-০৫: ইয়ুথ আড্ডা, ১০-০০: সংবাদ প্রবাহ, ১০-৩০: ক্যামেরা চলছে।

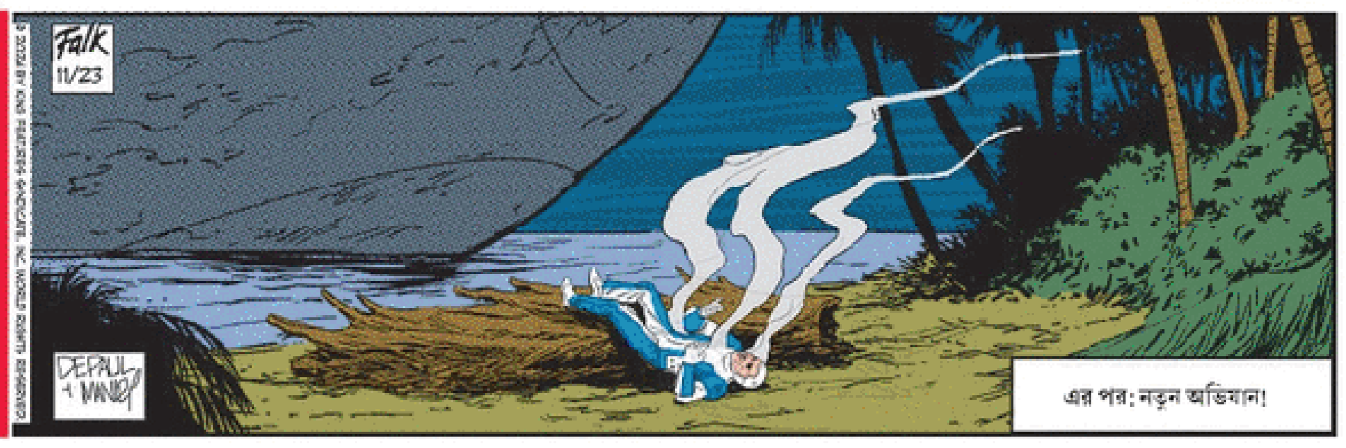


**আকাশ কুসুম:** সান বাংলা, সন্ধ্যা ৭-৩০।

ম্যানড্রেক




অরণ্যদেব




## সিনেমা হল

### বাংলা

**পাটালীগঞ্জের পুতুলখেলা**
সোনালি ২-১৫, পদ্ম ২-১৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৭-৩৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৬-৫০, মিনার ২-৩০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৭-১৫, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৬-৪৫, স্বভূমি ৩-১০, অতীন্দ্র ৫-৪৫, প্রাচী ৫-০০, নজরুলতীর্থ ৫-৩০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৪-৩৫, পিভিআর অবনী ৪-১৫, বিজলি ২-৩০।

**ভাগ্যলক্ষ্মী**
পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-২০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৭-৪৫, জয়ন্তী ৩-৪৫, অতীন্দ্র ৭-১৫, নজরুলতীর্থ ৩-২০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৪-১৫, গ্লোব ৪-২৫, অ্যাক্সিস ৪-৫০, বসুশ্রী ৫-০০, সাউথ সিটি ২-০০, অজন্তা ৪-২৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৭-১০।

**খাদান**
রূপমন্দির ৪-৩০, সোনালি ৪-৫০, পদ্ম ৪-৪০, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৭-৩৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-২০, ৭-৩৫, মিনার ৫-০০, বিনোদিনী ২-২৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৭-১০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ১২-২০, ৭-৩৫, জয়ন্তী ১০-০০, ৬-০০, ৮-৩০, অতীন্দ্র ৫-০০, প্রাচী ২-৩০, নজরুলতীর্থ ৮-০০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৫-১০, গ্লোব ১-৪৫, ৩-৩০, অ্যাক্সিস ৭-১০, মিরজ ৭-৪৫, আরতি সানসিটি বারাসত ১১-০০, ৪-০০, ৮-৪০, পিভিআর অবনী ৪-০৫, বিজলি ৫-০০, বসুশ্রী ৭-১৫, প্রিয়া ২-০০, অ্যাক্রোপলিস ১২-৩৫, সাউথ সিটি ১১-০০, ৭-৩৫, অজন্তা ৬-২০, নবীনা ৫-০০, অশোকা ৪-৩৫, হাইল্যান্ড পার্ক ১-০০, ৪-০৫।

### হিন্দি

**ফতেহ**
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ১০-১৫, ৪-৩০, ১০-৩০, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৪-৪০, ১০-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-১০, ১২-০০, ৮-৩০, ১১-২০, মিরজ ৬-৫০, ১০-১৫, বিনোদিনী ১২-০০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১০-০০, ৪-৪৫, ১০-৩০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ৭-৫৫, ১০-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-০০, ১-৩০, ১০-৫৫, স্বভূমি ৯-০৫, ৪-০০, ১০-৪০, জয়ন্তী ১১-০০, ৩-৫৫, ৯-০০, মিরজ ৯-৩৫, ৩-১০, ৮-৫০, ১১-৩০, অতীন্দ্র ৯-৩০, ২-৩০, ৮-১৫, হিন্দ ৮-১০, মেট্রো ৩-৫৫, নজরুলতীর্থ ১২-১০, ৫-৫০, নিউ এম্পায়ার ১২-৩০, ৬-১০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১০-১৫, ২-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ১১-০০, ১-২৫, ৩-৫০, ৯-১৫, মিরজ ৯-০০, ১১-৪০, ৫-৪৫, ৮-২৫, ১১-০৫, পিভিআর অবনী ১০-০০, ৭-২৫, ১০-৫৫, কোয়েস্ট ১০-০০, ৩-৩০, ৭-৩০, ১০-৫০, ফোরাম ১২-১৫, ৬-৫০, ১০-৫০, অ্যাক্রোপলিস ৯-১৫, ২-৩৫, ১১-০০, মেনকা ৭-০০, সাউথ সিটি ১০-০৫, ৭-৩০, ১০-২৫, অজন্তা ১-১৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৯-০০, ৮-২৫, ১০-৪০।

**গেম চেঞ্জার**
জয়ন্তী ৩-০০, অতীন্দ্র ১১-০০, অ্যাক্সিস ৬-১৫, মিরজ ৯-০০, ১২-১৫, ৬-৪৫, পিভিআর অবনী ৯-১৫, কোয়েস্ট ৯-০০।



এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বাসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও ঘুটিয়াড়িয়া প্লট ১৩১৬ বড়জোড়া, বাঁকুড়া; ভিস্তা প্রিন্ট প্রাঃ লিঃ, পরিবহণ নগর মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; বানজেটিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ, মৌজা: বড়বেড়িয়া, পোঃ জগন্নাথপুর, থানা: বারাসাত, জেলা: ২৪ পরগনা (উঃ) থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক – ঈশানী দত্ত রায়। Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. **Editor: Ishani Datta Ray.** REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.


Amul
বাঙালির সব পার্বণের অমূল্য সঙ্গী
Amulya
Dairy Whitener
Amul Rich
Amul Pure
Amulya
Dairy Whitener
Amul Rich
Amul Pure
Amulya
Dairy Whitener
Amul Rich
Amul Pure
আজ পৌষ সংক্রান্তি, বাংলার নতুন ফসল তোলার উৎসব। আর বাঙালির রসনায় পিঠে পুলির উৎসব।
এই পৌষ পার্বণে অমূল্য'র সাথে, উৎসবের উদ্‌যাপনকে করে তুলুন সুস্বাদু এবং বিশুদ্ধ। ঘন পায়েস থেকে
শুরু করে নরম পিঠেপুলি আর সুস্বাদু পাটিসাপ্টা, হরেক রকম চিরকালীন সব রেসিপি চটপট
বানিয়ে ফেলতে সঙ্গে থাকুক অমূল্য।
শুভ পৌষ সংক্রান্তি।
অমূল্য, ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রীত মিল্ক পাউডার (Nielsen 2024)
1987 থেকে খাঁটি বাঙালিয়ানার নির্ভেজাল স্বাদের সঙ্গী।
অমূল্য প্যাকের সাইজ:
1 kg, 500 g, 200 g, 100 g, ₹10, ₹5,
এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে 10kg এবং 25kg
পাওয়া যাচ্ছে:
Amul
shop.amul.com
Amul Parlours
SMART BAZAAR
blinkit
zepto
bigbasket
SWIGGY instamart
HOME NEEDS IN 10 MINUTES
Flipkart Grocery
amazon
METRO
এবং রিটেল স্টোর্স ও আমূল পার্লারে।

XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

১০৩ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা মঙ্গলবার ৩০ পৌষ ১৪৩১ কলকাতা

# রাজনীতির আশ্রয়

রাজ্যে ‘শিবির সংস্কৃতি’ ক্রমেই ডালপালা ছড়াচ্ছে, তার নিদর্শন ‘সেবাশ্রয়’। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের সংসদ এলাকা ডায়মন্ড হারবারে বারোশো চিকিৎসক এবং কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার আয়োজন করা হয়েছে সম্প্রতি। বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলেছে— তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক কি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, তাঁরই দলের সরকার গ্রামের মানুষের কাছে চিকিৎসা পৌঁছতে পারেনি? বিরোধীরা সেই ব্যাখ্যাই করছেন। সরকার যে বিব্রত, তারও ইঙ্গিত মিলছে। আগামী মাসে কয়েক হাজার সরকারি চিকিৎসকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করবেন, ঘোষণা হয়েছে। এ হয়তো সরকারি তৎপরতার নিদর্শন। কিন্তু তৎপর হওয়াই যথেষ্ট নয়, নীতি যথাযথ হওয়ার দরকার। বছর দুয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘দুয়ারে ডাক্তার’ কর্মসূচির ঘোষণা করেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে স্বাস্থ্য শিবির করতে পাঠানো হয় এসএসকেএম-এর চিকিৎসকদের। প্রশ্ন উঠেছিল, গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে পোক্ত না করে, সাময়িক শিবির করে কী লাভ? শহর থেকে ডাক্তার এনে দু’চার দিনের শিবির করা কার্যত দেখনদারি। এতে মেডিক্যাল কলেজগুলির মানবসম্পদ এবং সরকারি অর্থ, দুটোরই অপব্যয় হয়। কলকাতার ডাক্তারকে গ্রামের শিবিরে পাঠানোর পরিকল্পনা আর এগোয়নি।

এখন সেই একই ধারণা ‘সেবাশ্রয়’ মোড়কে হাজির হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাড়তি প্রশ্ন ওঠে, সাংসদ-আয়োজিত শিবির কি কোনও সরকারি কর্মসূচির অন্তর্গত? তা কি স্বাস্থ্য ভবনের অনুমোদন পেয়েছে? সরকারের কাছে ‘সেবাশ্রয়’ শাঁখের করাত। যদি সরকার তা অনুমোদন না করে, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, সরকারি চিকিৎসক বা সরকারি পরিকাঠামো কী করে ব্যবহার করতে পারে শিবির? তৃণমূল দলের মধ্যে রাজনৈতিক ফাটলও স্পষ্ট হবে। যদি অনুমোদন করে, তা হলে সরকারের মুখরক্ষা কঠিন হবে। সাময়িক স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসাপ্রার্থীদের ভিড় যত বাড়বে, সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার ঘাটতি তত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রশ্ন উঠবে, বিরোধী দলের সাংসদরা গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির করলে সরকার সমান সহায়তা দেবে তো? কেউ বলতে পারেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগের নানা চেষ্টা তো হবেই, স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সে চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? তৃণমূলের সাংসদরা যদি নির্বাচনী প্রচার ব্যয়ের অংশ হিসেবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচে উৎসাহী হন, তাতে গ্রামের মানুষেরই লাভ। সে কথা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে খরচ, তা পূরণ হওয়া চাই। গ্রামের শিবির থেকে কলকাতার হাসপাতালে রোগী রেফার করার চাইতে, কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন কমানোই দরকার। দিনকয়েকের শিবিরে ধুমধাম হয় বেশি। কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নতি, মেডিক্যাল পরীক্ষার যন্ত্র ও কর্মীর ব্যবস্থা, ব্লক স্তরের হাসপাতালগুলিতে নানা ধরনের পরিষেবা ও রোগী সহায়তার ব্যবস্থা, এগুলোতেই কি লাভ বেশি নয়?

নির্বাচনী রাজনীতির বিষয় হওয়া দরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাও। তবে সেই রাজনীতি যেন হয় দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের আশ্রয়। ‘শিবির’ মডেলটি তার পরিপন্থী। স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজনের জন্য শিবির আয়োজন করা যায়, কিন্তু তা নিয়মিত পরিষেবার জায়গা নিতে পারে না। ‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরগুলির জন্য বহু ব্যয় হয়। কিন্তু সেগুলি জনসংযোগের উদ্যোগ হয়েই রয়ে গিয়েছে, সরকারি দফতরগুলির প্রশাসনিক শক্তি, পরিষেবার প্রসার বাড়ায়নি। তেমনই, প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে জেলার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, সব স্তরে চিকিৎসার সরঞ্জাম, চিকিৎসক, চিকিৎসা-কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীর যথেষ্ট জোগানকে জনসমর্থন পাওয়ার ভিত্তি করতে হবে। অসুস্থ রাজনীতিই যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অসুখ, তা গ্রামের মানুষও বোঝেন। চটজলদি কর্মসূচি দিয়ে চিকিৎসা-সঙ্কট ঘুচবে না।

# সরকারের কাজ

একুশ শতকের প্রথম দশক অবধি কলকাতাবাসী নির্দ্বিধায় দাবি করতে পারতেন, অনেক জিনিসে পিছিয়ে থাকলেও গণ পরিবহণের ক্ষেত্রে গোটা দেশে এই শহরের জুড়ি নেই। দাবিটি ভিত্তিহীন ছিল না। এবং, তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল বাস— বেসরকারি, এবং সরকারি বাস। কালেদিনে সেই গর্বটি হাতছাড়া হল তো বটেই, ইদানীং শহরের বাস অন্য শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাসমালিকদের বৈঠকে ডেকে পুলিশকে বোঝাতে হচ্ছে যে, বাসে-বাসে রেষারেষি কী ভাবে মারাত্মক হয়ে উঠছে। তার জন্য বাসকর্মীদের কমিশন প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাবও উঠেছে। অন্য দিকে, শহরের রাস্তায় বাস কমেছে; রাতের দিকে বিভিন্ন রুটে আর বাসের দেখাই মেলে না, তখন খরচসাপেক্ষ অটো বা শেয়ার ট্যাক্সিই ভরসা। এই পরিস্থিতিতে একটি রব উঠেছে— শহরের পথ থেকে সরকারি বাস কার্যত উঠে যাওয়ার ফলেই নাকি এই দুরবস্থা। একদা সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চালানোর জন্য যে বাসগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও আর পথে নামে না। গোড়াতেই একটা কথা স্পষ্ট বলা প্রয়োজন— বাস চালানো সরকারের কাজ নয়। সেই প্রথাটি ছিল সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ভূত— ১৯৯১ সালে ‘সমাজের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো’-র ধারণাটি বিদায় হলেও তার ভূত সমাজের ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নামেনি। কোনও গোত্রের ব্যবসাই সরকারের কাজ হতে পারে না, পরিবহণের ব্যবসাও নয়। অন্য ক্ষেত্রগুলির মতোই এই ক্ষেত্রেও সরকারের একমাত্র কর্তব্য, ক্ষেত্রটিতে যাতে বাধাহীন মসৃণ ভাবে ব্যবসা চলতে পারে, তা নিশ্চিত করা। কলকাতার গণপরিবহণের ক্ষেত্রে সব সরকারই সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। পথের সঙ্কটের মূল কারণ সেটাই, রাজপথে সরকারি বাসের অভাব নয়।

ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রথম কর্তব্য ছিল বাসের যথাযথ ভাড়া নির্ধারণ। এমনিতেই প্রশ্নটি চরিত্রে রাজনৈতিক— এবং, নেতারা তাকে নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিকতর করে তুলেছেন। ফলে, তেলের দাম যতই বাড়ুক, বাস-ট্যাক্সির ভাড়া বাড়তে চায় না। তার ফলে অনেকে পথে গাড়ি নামানো বন্ধ করেছেন, এবং বাকিরা অবৈধ ভাবে বাড়তি ভাড়া তুলছেন। কাটা রুট, বেশি ভাড়া, ট্যাক্সির মিটারে না-চলা— সবই ঘটছে। এবং, বাসভাড়া দু’টাকা না বাড়িয়ে নেতারা যে জনগণের স্বার্থরক্ষার ভান করছেন, সেই সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন বহু টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সরকার গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে চাইলে তাঁদের বাসভাড়া বাবদ প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তরও করতে পারে— সে পদ্ধতি সরকারের বিলক্ষণ জানা— কিন্তু, গোটা পরিবহণ ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেওয়া চলে না। অবস্থাপন্নদের জন্য অধিকতর ভাড়ার কিন্তু আরামদায়ক বাস পথে নামানোর ক্ষেত্রেও আরও উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এবং, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাস চলাচলের জন্য রাস্তার ব্যবস্থা করা। কলকাতায় জনসংখ্যা ও গাড়ির সংখ্যার অনুপাতে রাস্তার পরিমাপ বিসদৃশ রকম কম। ফলে, শহরের প্রাণকেন্দ্রে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ না করলে গণপরিবহণের জন্য যথেষ্ট জায়গা বার করা অসম্ভব। সরকারকে সেই কাজটিও করতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলি করার পর দেখা কর্তব্য যে, প্রত্যেকে নিয়ম মেনে যথাযথ পরিষেবা দিচ্ছেন কি না। অনিয়মের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে। গণপরিবহণ রক্ষার এটাই একমাত্র পথ।

রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনও বদলই চোখে পড়ছে না

# বিশ্বাসটাই যদি না থাকে?




**অব্যবস্থা:** কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিক্ষোভ চলছে, ২৮ সেপ্টেম্বর

## সোমা মুখোপাধ্যায়

মিডিয়ার সঙ্গে এত ওঠাবসা কেন? নিজের ভাল বোঝেন না? ফোন এসেছিল স্বাস্থ্য দফতরের এক শীর্ষ কর্তার কাছ থেকে। মাস তিনেকও হয়নি, হুমকি প্রথার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, শুধু তাঁকে নয়, তাঁর পরিবারকে, তাঁর সন্তানকে কী ভাবে দিনের পর দিন ফোনে, রাস্তায় ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। অপরাধ একটাই, তিনি নিয়ম মেনে শিক্ষকতা করতে চেয়েছেন। পরীক্ষা নিতে চেয়েছেন।

হুমকির সেই খবর আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের সেই মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষিকার দাবি, সেই সময়ে তিনি কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকলেও তখন কিছুই হয়নি। রাজ্য জুড়ে তখন আন্দোলনের ঝড়। মুখ খোলার মাসুল দিতে হবে না ভেবে নিশ্চিন্তই হয়েছিলেন। কিন্তু দিনকয়েক আগে তাঁকে ফোন করেন স্বাস্থ্য দফতরের এক শীর্ষ কর্তা। শিক্ষিকার দাবি, ওই কর্তা তাঁকে বলেন, নিজের ভাল চাইলে তিনি যেন মিডিয়ার সঙ্গে কথা না বলেন। কারণ, “দিনকাল ভাল নয়। কখন কী হয়ে যায়!” রাজ্যের নামী মেডিক্যাল কলেজের ওই প্রবীণ শিক্ষিকার কথায়, “এত আন্দোলনের ফল কী মিলল তা হলে! স্পষ্ট বুঝতে পারছি গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থা জুড়ে আবার ডানা ঝাপটাচ্ছে চিল-শকুনেরা। যেটুকু ভয় ওরা পেয়েছিল, একটু একটু করে সবটাই কেটে গেছে।”

আবার যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরনো কঙ্কাল বেরিয়ে আসছে একটু একটু করে, তার বার্তা রটছে দিকে দিকে। রামপুরহাট, বর্ধমান, সাগর দত্ত, কল্যাণী জে এন এম, এমনকি আর জি করেও ফিরছে পুরনো ত্রাসের চেহারা। কারা উল্টো পথে হেঁটেছে, কারা অন্য সুরে কথা বলেছে, তালিকা তৈরি। এ বার হিসাব বুঝে নেওয়ার পালা। যেমন, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে অভীক-বিরূপাক্ষ লবির যে অনুগামীরা আন্দোলন চলাকালীন আন্দোলনকারী ডাক্তারদের কাছে গিয়ে রীতিমতো কান্নাকাটি করতেন, বলতেন, ‘এই খপ্পর থেকে বেরোতে চাই’, তাঁরাই এখন ‘দেখে নেওয়া’র মুডে ফেরত গেছেন। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া এবং চিকিৎসকদের একাংশ অভিযোগ করছেন, তাঁরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে একাধিক বার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি আবার খারাপ হচ্ছে, তাঁরা পড়াশোনা, কাজ কোনওটাই করতে পারছেন না, কিন্তু প্রতি বারই কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের উপর। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে সাসপেন্ড হওয়া যে ১১ জন পড়ুয়া মুচলেকা দিয়ে ঢুকেছিলেন, তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধেও ফের অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। সব ক্ষেত্রেই কর্তারা জোর দিচ্ছেন প্রমাণের উপরে, লিখিত অভিযোগের উপরে। কোথাওই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্তের কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। অর্থাৎ, ঠেকে শিক্ষা নেয়নি এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। কিংবা জেনেবুঝেই শিক্ষাটা নিতে চায়নি।

শুধু কি হুমকি প্রথা? কোনও কিছু না বদলানোর ছবি তো সর্বত্র। ম্যালেরিয়া পরীক্ষার কিট নিয়ে সরবরাহকারী সংস্থার দুর্নীতি ধরা পড়েছে সম্প্রতি। জানা গেছে, বরাত পাওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যে নমুনা পাঠিয়েছিল তার থেকে তাদের সরবরাহ করা জিনিসের মান সম্পূর্ণ আলাদা। খাস কলকাতা শহরের নামী মেডিক্যাল কলেজে ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময়ে সিরিঞ্জ ভেঙে যাচ্ছে। রোগীদের রক্তারক্তি কাণ্ড। সেলাই করার সময়ে সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। অস্ত্রোপচারের পরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না, সংক্রমণ ছড়াচ্ছে রোগীর। লিভার-কিডনির ওষুধ খাওয়ার পরেও রোগ কমার বদলে বাড়ছে। ডাক্তারদের একাংশ কপাল চাপড়াচ্ছেন, “সবই কি তা হলে আগের মতোই রইল?”

দৃশ্যত তেমন কোনও বদলই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চোখে পড়ছে না। শুধু বদল এসেছে এ বারের স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায়। সেখানে বিপুল কড়াকড়ি। এতটাই কড়াকড়ি যে পড়ুয়ারা ‘রুষ্ট হয়ে’ কোথাও কোথাও ভাঙচুরও চালিয়েছেন। প্রশ্ন হল, এই কড়াকড়ি কত দিন অবধি চলবে? পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা বহু বছর ধরে যুক্ত আছেন, তাঁরাও ঘোরতর সন্দিহান। কেউ কেউ বলছেন, আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ, যাঁরা এ বার স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের শিক্ষা দিতেই এ বারের প্রক্রিয়া এত কঠোর করা হয়েছে। মোদ্দা বিষয় হল, সরকার দুর্নীতি সরিয়ে স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবতে পারে, সেটাই মানতে পারছেন না কেউ।

এখন আবার আগের মতোই চোখ মেললেই দেখা যাচ্ছে, রাত বাড়লেই বিভিন্ন হাসপাতাল চত্বরে নেশার আড্ডা। বহু ওয়ার্ডে কার্যত বিনা চিকিৎসায় রোগী পড়ে থাকছেন। বদলায়নি রেফার রোগ। প্রতি দিন বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে কারণে-অকারণে রোগী রেফার করা হচ্ছে অন্যত্র। যেখানে রেফার করা হচ্ছে সেখানে আদৌ শয্যা খালি আছে কি না, সেটা দেখার দায় কারও নেই। কোনও রোগীকে স্থিতিশীল না করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া যে কার্যত রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ারই শামিল, তা কেউ মনেই করেন না। সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ এ সব থেকে বাঁচতেই ভরসা রেখেছিলেন আন্দোলনে। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, ঘুণ ধরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার অনেক কিছু বদলাবে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু পাবেন। সেই ভরসাই ফের চিড় খাচ্ছে।

কাগজে-কলমে আন্দোলন এখনও জারি আছে। হয়তো আরও কিছু দিন থাকবেও। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সেই আন্দোলনে চিকিৎসককুলের বাইরের মানুষের অংশগ্রহণ এক ধাক্কায় তলানিতে। মিছিলে, সভায় ভিড় কম। রাত জাগার কর্মসূচিতেও জনসমর্থন নিভে এসেছে। রাতের পর রাত যাঁরা সেক্টর ফাইভে দাঁড়িয়ে থাকতেন ধর্না মঞ্চের পাশে, পুজোর দিনগুলোতে সমস্ত আনন্দ ভুলে অনশনরত পড়ুয়াদের জন্য যাঁরা চোখের জল ফেলতেন ধর্মতলায়, তাঁরা আজ কোথায়?

হুইল চেয়ারে চাপিয়ে অশীতিপর মাকে নিয়ে একাধিক দিন ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে হাজির হতে দেখেছিলাম এক যুবককে। পেশাগত কারণেই সেই সময়ে সংগ্রহ করেছিলাম তাঁদের যোগাযোগের নম্বর। এখন কী ভাবছেন তাঁরা, জানতে ফোন করতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা। “আর কোনও আশা বেঁচে নেই। কিছুই বদলাল না। শুধু ওই মেয়েটা অত যন্ত্রণা সহ্য করে চলে গেল, বিচার পেল না...”— কথা শেষ করতে পারেন না তিনি। গলা বুজে আসে কান্নার দমকে। কেন আর কোনও আশা বেঁচে নেই? আর জি কর আন্দোলনের ঠিক পর পরই কয়েকটি উপনির্বাচনে শাসক দলের বিপুল জয় তাঁদের হতাশ করল, না কি সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে না পারায় সন্দীপ ঘোষ-অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন হওয়া, সঞ্জয় রায় ছাড়া অন্য কোনও অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে না পারা, মৃত চিকিৎসক-পড়ুয়ার বাবা-মায়ের আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানো, সব মিলিয়ে তাঁদের তিল তিল করে তৈরি হওয়া বিশ্বাসে ফাটল ধরল?

আন্দোলনরত পড়ুয়াদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেই মনে হয়েছে, তাঁদের ভিতরকার জোরটাও কোথাও যেন কমতে শুরু করেছে। নিজেদের পঠনপাঠন, ডাক্তারি ছেড়ে তাঁরা রাস্তায় পড়ে থাকবেন দিনের পর দিন, সেটা বাস্তবসম্মত নয় অবশ্যই। কিন্তু আর জি করের লড়াইকে আমজনতার লড়াই হিসেবে তুলে ধরার যে স্বপ্ন তাঁরা দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্নের প্রতিও তাঁরা সুবিচার করছেন কি? সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের আচরণ নিয়ে বছরের পর বছর একই অভিযোগ ওঠে। আউটডোরে-ইমার্জেন্সিতে দুর্ব্যবহার, দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করা, চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা, রোগী ও পরিজনের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করা, অভিযোগের শেষ নেই। আর জি কর আন্দোলন কি সেই ছবিতেও কোনও বদল আনতে পেরেছে? রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের ছবি কিন্তু সে কথা বলছে না। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়ার পরেও সাধারণ মানুষকে নস্যাৎ করার সাহস এখনও তাঁরা অনেকেই দেখিয়ে চলেছেন। অহরহ।

মনে পড়ে গেল, আর জি করে কর্মবিরতি চলাকালীন ফেরত যাওয়া এক রোগীর পরিবারের কথা। চিকিৎসা না পেয়ে তাঁদের ফিরতে হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগের একটা শব্দও তাঁদের মুখে শোনা যায়নি। এক তরুণ চিকিৎসকের হাত ধরে রোগীর বৃদ্ধ বাবা বলেছিলেন, “আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও। কিন্তু আবার যখন সব স্বাভাবিক হবে, তখন আমাদের কথা ভুলে যেও না। ধুঁকতে ধুঁকতে তোমাদের কাছে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিও না যেন।” ওই মুহূর্তে সেই তরুণ চিকিৎসক ওই বৃদ্ধের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন।

আন্দোলনের পাঁচ মাস পেরোতে না পেরোতেই সেই হাত আবার আলগা হয়ে গেল কেন, সেই প্রশ্ন কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের নিজের কাছে নিজেদেরই করতে হবে। ওই আন্দোলন যে নেহাৎ হুজুগ ছিল না, সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব অনেকটাই তাঁদের উপরে বর্তায়।

# উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর হতাশার চক্র

## সুগত মারজিৎ

অধিকাংশ মানুষের সাধারণ মানসিকতার পরিসরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা, দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রথম অর্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জয়জয়কার; মধ্যবয়সে এসে কী কী পাওয়া হল না ভেবে হাহাকার। অবশ্য, এই দুই পর্বের মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার ছোটখাটো যুদ্ধ চলতেই থাকে। জীবনে উত্তরণের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা জরুরি; আবার অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমস্যা হল অসফল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অত্যধিক যন্ত্রণা। ফলে, যে মানুষ শুধু যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত, সে এই দু’টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে চলে। সমস্যা হল, তেমন বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী মানুষের সন্ধান অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পাওয়া যায় না। আমাদের মতো মানুষের আজীবন টানাপড়েন এই দুইয়ের মধ্যে।

অর্থনীতির চত্বরে বৈষম্য-তাড়িত মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বহু দিন। বেশ কিছু উচ্চমানের গবেষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে, যাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার— পিছিয়ে পড়া মানুষ— তাঁরা উপরের ধাপে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় শিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ করতে চাইবেন। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে, বেশি রোজগারের দিকে ঠেলে দিতে চাইবে। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বের পরিসরে চর্চিত কিছু সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যদি মানুষের হাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের তেমন রসদ না থাকে, তা হলে তাঁরা শিক্ষায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করলে, রসদের অভাবে পরিবার অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। তার ফলে অপুষ্টি এবং আয়ের উত্তরণ এক সঙ্গে হতে থাকবে। আবার, পড়শিদের আর্থিক সচ্ছলতার মাপকাঠি যদি হয় তাঁরা ক’টা আইফোন কিনছেন, বা বিয়ের আসরে কত খরচ করছেন, তা হলে নিম্নবিত্ত পরিবারের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ তেমন বাড়বে না। এর সঙ্গে জুড়ে থাকবে আর্থিক বৈষম্যের গতিবৃদ্ধিজনিত দুশ্চিন্তা ও হতাশা।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার স্তরে



দারিদ্র নিয়ে যত কথা হয়, তার তুলনায় বৈষম্য নিয়ে আলোচনার পরিসর অনেক কম। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কী ভাবে আর্থিক পরিমাপে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মস্তিষ্কে ঝড় তোলে, কী ভাবে তাঁরা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন, কোন ধরনের সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাব কী রকম— এই কথাগুলো রাষ্ট্রীয় স্তরে বিবেচিতই হয় না। বৈষম্যের সঙ্গে আপাত-সম্পর্কহীন, এমন অনেক সরকারি পদক্ষেপও যে বৈষম্যের কারণে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, সে কথার স্বীকৃতিই নেই।

যেমন, এ দেশে নিম্নবিত্তদের পক্ষে উদ্যোগপতি হওয়া শক্ত। হাতে সম্পদ না থাকলে ব্যাঙ্কে ঋণ মেলে না। সরকার যতই সবাইকে উদ্যোগপতি হওয়ার পরামর্শ দিক, এ দেশের সহজ গল্পটি হল: গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন, এবং সে টাকায় বড়লোকেরা ব্যবসা করেন— ঋণ নেওয়ার সময় নিরাপত্তা হিসাবে জমা রাখার মতো সম্পদ বেশির ভাগ মানুষেরই নেই। তা ছাড়া গণেশ ওল্টালে কোথায় ঠাঁই নেবেন সাধারণ মানুষ? ফলে অনেক সময়ই ঋণের তেমন চাহিদা থাকে না। যদি সরকার সুদ কমায়, তাতেও নিম্নবিত্তদের তেমন লাভ হয় না। কারণ তাঁরা ঋণই পান না, অন্তত ‘সাদা’ সূত্র থেকে। অবশ্যই অসংগঠিত ঋণের একটি চালু বাজার আছে, ‘কালো’ ঋণের। অবশ্যই তা সে যতই কালো হোক, তার জন্যই অনেকে বেঁচে থাকেন। কিন্তু, সে ‘বেঁচে থাকা’ শুধুমাত্র কোনওক্রমে বেঁচে থাকাই— অসংগঠিত ক্ষেত্রের চড়া সুদের হারই কার্যত নিশ্চিত করে যে, সেই ঋণ যাঁদের নিতে হয়, তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ফলে, দারিদ্রের বিষচক্রটি যে লাগাতার ঘুরতেই থাকে, তার পিছনে এই সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় সস্তা ঋণের অভাব, এবং তার পরিবর্তে চড়া সুদে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ঋণ গ্রহণের বাধ্যবাধকতার কথা ভুললে চলবে না।

প্রকট বৈষম্যের একটি দিক হল কম বা শূন্য সম্পদশালী জনসংখ্যার বাহুল্য। সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা নীতি টাকার জোগান বাড়াতে চাইলে তেমন কাজ না-ও হতে পারে, যদি আমেরিকাও তেমন নীতি অনুসরণ করে। টাকাকড়ির পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সরাসরি বৈষম্যজনিত দুর্বল ব্যবসায়িক উদ্যোগের ঋণের চাহিদার ঘাটতির জন্য। বৈষম্য নিয়ে ভ্রুকুঞ্চন শুধু কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রয়োজন নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতির কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজন। নীতিগুলি কেমন কাজ করছে সেটা জানার চেষ্টা করলেই বৈষম্যের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। দুর্ভাগ্য, সে গবেষণার তিলমাত্র হয় না।

সারা জীবন ধরে আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর হতাশার লড়াইয়ের সাক্ষী। নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা ভীষণ ভাবে সামাজিক পরিসরের বৈষম্যের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, তাঁদের সামাজিক কল্যাণ এবং সামাজিক উপেক্ষা থেকে মুক্তি নিশ্চিত ভাবেই প্রয়োজন।

*দু’টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।*
*প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in*
*অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।*

# সম্পাদক সমীপেষু



## অনুদানের অন্য রূপ

অশোক কুমার লাহিড়ী ‘প্রতিশ্রুতির বিপদ’ (২০-১২) প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হিমাচলপ্রদেশ, তেলঙ্গানা আর কর্নাটকের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়, এই রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিরোধী জোট ক্ষমতাসীন। মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে মহিলাদের জন্য ঢালাও অর্থ বিলির প্রকল্পে ভর করে নির্বাচনী বৈতরণি পার করার যে প্রয়াস বিজেপির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে লেখক নিশ্চুপ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের বা আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের জন্য যে আরও বেশি অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে— বাংলার বিজেপি নেতাদের এই ধরনের উক্তিরও উল্লেখ নেই।

লেখক খুব সঙ্গত কারণেই অনিয়ন্ত্রিত সরকারি ব্যয়ের সমালোচনা করেছেন। সমাজের অন্য প্রান্তের মানুষদের প্রতি কিছু ঔদার্যের নমুনাও এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা উচিত। গরিবদের ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব নিয়ে অনেক প্রশ্নই তোলা হয়, পাশাপাশি শিল্পপতি বা প্রতিষ্ঠিত মানুষদের ঋণ মকুবের তথ্য না জানলে সরকারি খয়রাতির চিত্রটা অসম্পূর্ণ থাকে।

ভারতীয় রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে, গত তিন অর্থবর্ষে মোট ৫৮৬৮৯১ কোটি টাকার সম্পদ মুছে ফেলা হয়েছে, যার মধ্যে উদ্ধার করা সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১০৯১৮৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট মুছে ফেলা সম্পদের মাত্র ১৮.৬ শতাংশ। ব্যাঙ্কের এই অনুৎপাদিত সম্পদ অনেক কম দামে দেউলিয়া বিধি বা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনাল সমাধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পপতিদের যে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সেটাও কি এক ধরনের খয়রাতি নয়? অতি ধনিক শ্রেণির (বছরে পাঁচ কোটির বেশি আয়) ট্যাক্স সারচার্জের হার এক ধাক্কায় ৩৭ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে ফেলা হল। একে কি আমরা অনুদানের পর্যায়ে ফেলতে পারি না?

দেশের মাত্র ১ শতাংশ মানুষের কাছে আছে ৪০ শতাংশ সম্পদ আর ১ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ। গত দশ বছরে অবনমনের হার অনেক বেড়েছে। করোনার সময়ে যখন মানুষের আয় নিম্নগামী হয়েছে সেই সময়েও বিত্তশালীদের আয় এবং সম্পদ দুই-ই ঝড়ের গতিতে ঊর্ধ্বগামী। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাই কেবল গরিব মানুষদের দেওয়া সরকারি সাহায্যের সমালোচনা করা ঠিক নয়।

**তড়িৎ দাস**
*কলকাতা-৬*

## বিপদ দেশ জুড়ে

অশোক কুমার লাহিড়ী ‘প্রতিশ্রুতির বিপদ’ প্রবন্ধে বিবিধ রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতারা বহুজন হিতায় কাজ করতে যে সর্বদাই উদ্গ্রীব বলে মন্তব্য করেছেন, সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করা গেল না। রাজনৈতিক দল না বলে, নির্বাচিত সরকার ও মন্ত্রিসভা বলা উপযুক্ত বলে মনে হয়।

সরকারের খয়রাতি প্রকল্পে এমন ভাবে প্রচার করা হয়, যেন সরকার নয়, মানুষ সুবিধা ভোগ করছেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই। সম্ভবত কয়েক দশক আগে তামিলনাড়ু সরকারের দু’টাকা কিলো চাল দেওয়া থেকে এই প্রবণতার শুরু, পরবর্তী সময়ে বেকার ভাতা প্রদান, নগদ হস্তান্তর থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ বা স্কুটার প্রদানেও সেই প্রথাই চলছে। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারলে, অনুদানমূলক প্রকল্পের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা অনস্বীকার্য। দুঃখের বিষয়, চটজলদি জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়টিকেই প্রধান পথ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সর্বত্র। এই অনুদান প্রকল্পগুলি সর্বসাধারণের জন্য নয়, তবুও দেখা যায় রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে কোনও সরকারই এই ধরনের সহায়তা শুধুমাত্র প্রকৃত গরিব মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। আর্থিক ভাবে সবল মানুষ অনুদানের সুযোগ নিচ্ছেন, যেমন আবাস যোজনায় নাম উঠছে দোতলা বাড়ির মালিকেরও। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে খরচের সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে বহু দূর চলে যায়, যা কোষাগারের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মোটেই উচিত নয়। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চরম অবহেলিত হয়।

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও পরিবহণ বা কৃষি ঋণ মকুবের মতো ‘খয়রাতি প্রকল্প’ নিয়ে রাজ্যগুলোকে সম্প্রতি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। তাই এই মুহূর্তেই এই ধরনের সমস্ত খয়রাতি ও অনুদান প্রকল্পে রাশ না টানতে পারলে সমগ্র দেশ জুড়েই সমূহ বিপদ আসন্ন।

**অশোক দাস**
*রিষড়া, হুগলি*

রাজ্যে শিল্প নেই, কলকারখানা নেই, চাকরি নেই। অথচ ঝড়ের গতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল, জীবনদায়ী ওষুধ, জ্বালানির দাম বাড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ধ্বস্ত। শুধু ভোটব্যাঙ্কের লক্ষ্যে ধনী-দরিদ্রদের মিলেমিশে একাকার করে দিয়ে ভোটের বৈতরণি পার হলেই হয় না, আর্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের সুযোগসুবিধা দেওয়াটাও সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এতে সরকারের খরচের পরিমাণটাও কমবে আর উন্নয়নমূলক কাজ করতেও সুবিধা হবে।

**স্বপন আদিত্য কুমার বিশ্বাস**
*অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা*

## চিহ্নিত করুন

অশোক কুমার লাহিড়ীর ‘প্রতিশ্রুতির বিপদ’ প্রবন্ধটি বাস্তবসম্মত। এই জনমোহিনী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিতে হাতে গরম ফলও পেয়েছে কিছু রাজনৈতিক দল। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তার অন্যতম। এই পরিকল্পনা এবং নগদ অর্থ প্রদানের সরাসরি সমালোচনা সাজে না। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে সক্ষম পরিবার, চাকরিজীবী মহিলা এমনকি স্বামীরা সরকারি চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে সুবিধাগুলি নিচ্ছেন। ফলে প্রচুর পরিমাণে টাকা রাজ্যগুলির কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই খোলা বাজার থেকে প্রচুর ঋণ নিতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলির ভ্রুক্ষেপই নেই।

## উপার্জনের পথ

অশোক কুমার লাহিড়ীর ‘প্রতিশ্রুতির বিপদ’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। দারিদ্রসীমার নীচে চিহ্নিত পরিবারগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নে জেলাস্তরে কাজ করেছিলাম। অর্থের জোগান আসত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে। বলা হত আর্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসর পরিবারগুলিকে প্রধানত অর্থকরী কাজকর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপন্ন সামগ্রীকে বাজারে পাঠাতে হবে। কাঁচামালের আমদানি এবং পণ্যকে বাজার-উপযুক্ত করতে সরকারি উদ্যোগ ছিল। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবার শনাক্তকরণের জন্য তাদের বর্তমান অবস্থার তল্লাশি হত। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পরিবারগুলির খরচ করার সূচকের হিসাব ধরে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণ চালু হল। প্রকল্পটির নাম ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইআরডিপি)। আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রকল্পটি গতিশীল ছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পটি জায়গা পেল না।

রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্মার্ট ফোন প্রদান, বিবাহের খরচ দেওয়া ইত্যাদি প্রকল্পগুলি নিয়ে লেখকের মন্তব্য মানতে পারলাম না। এই প্রকল্পগুলি তো ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যও একই পথ অনুসরণ করেছে। তবে এ কথা মানতেই হবে অনুদানের তুলনায় স্বোপার্জন অবশ্যই মানসিক পরিতৃপ্তি আনে। আইআরডিপি-র বাৎসরিক সবলা মেলা আজও রাজ্য সরকারের চেষ্টায় চলছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিল্পীরা তাঁদের সামগ্রী বেচাকেনা করে লাভের মুখ দেখেন। একটাই প্রশ্ন। এখন তো পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা অনেক পরিণত। আইআরডিপি-র কাজকর্মগুলি কি আবার চালু করে মানুষকে স্বনির্ভর করা যায় না?

**সুবীর ভদ্র**
*কলকাতা-১৫১*

**চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা**
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
*যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।*

আনন্দবাজার পত্রিকা

## মোটর গাড়ী ইন্সিওরেন্স

আজকাল এদেশে মোটর গাড়ী, মোটর লরী প্রভৃতির খুব চলন হইয়াছে। অধিকাংশ ধনী ভদ্রলোক, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতিরই মোটর গাড়ী খাছে। তা'ছাড়া বহু কোম্পানী ও ব্যবসায়ী মোটর গাড়ী রাখিয়া ভাড়া দিয়া ব্যবসা করেন। কলিকাতা সহরে ও মফঃস্বল সহরেও মোটর লরী প্রভৃতির আমদানী ইইয়াছে। এই সমস্ত মোটর গাড়ী, লরী ও তাহার টায়ার, চাকা, আলো প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে প্রায়ই কোন না কোন দুর্ঘটনা ও বিপত্তি ঘটে। অনেকে হয়ত জানেন না যে, মোটর গাড়ী বা লরী প্রভৃতির এরূপ দুর্ঘটনা বা বিপত্তি সম্বন্ধে ইনসিওর করিবার ব্যবস্থা আছে এবং কোন কোন কোম্পানী এইরূপ ইন্সিওরের কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে প্রত্যেক মোটর গাড়ী বা লরী প্রভৃতির মালিক বা এজেন্টেরই ইন্সিওর করা উচিত। তাহা হইলে কোনরূপ দুর্ঘটনা বা বিপত্তি হইলে তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। মোটর গাড়ী ইন্সিওরেন্স করিবার জন্য "দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড"ই বিখ্যাত। তাঁহাদের পলিসি সাধারণের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক এবং দাবীর টাকা পাইতে অনাবশ্যক বিলম্ব হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা বৃহস্পতিবার
৩০শে পৌষ ১৩৩২
ইং ১৪ জানুয়ারী, ১৯২৬
৪র্থ বর্ষ ২৫৯শ সংখ্যা

# জ়িনতের উল্টো পথেই কি এই বাঘ!

কিংশুক গুপ্ত

**বেলপাহাড়ি:** পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের দিক থেকে বেলপাহাড়ির জঙ্গলে আসা বাঘটি কি জ়িনতের উল্টো দিকে এগোচ্ছে! ওড়িশার সিমলিপালের বাঘিনি জ়িনতের গলায় ছিল 'রেডিয়ো কলার'। যদিও বেলপাহাড়ির জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো বাঘের গলায় তা নেই। তাকে খুঁজতে ভরসা, পায়ের ছাপ আর জঙ্গলে পাওয়া বিষ্ঠা। বনকর্মীদের একাংশের অনুমান, গত মাসে যে পথে ঝাড়খণ্ড থেকে জ়িনত বেলপাহাড়ির জঙ্গল হয়ে বান্দোয়ানের দিকে যায়, এই বাঘ তার উল্টো দিকে এগোচ্ছে।

রবিবার সকালে বাঁশপাহাড়ি বনাঞ্চলের মনিয়াড়ির জঙ্গলের ধুলোপথে এক প্রাণীর পায়ের ছাপ মিলেছিল। সেগুলি দেখে বনাধিকারিকেরা নিশ্চিত হন, তা পূর্ণবয়স্ক বাঘের পায়ের ছাপ। বিকেলে বগডোবার জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ মেলে। রাতে জুজারধরার কাছে, জঙ্গলে বাঘের বিষ্ঠা পাওয়া যায়। সোমবার সকালে কাঁকড়াঝোরের জঙ্গলেও পায়ের ছাপ মেলায় বনকর্মীদের একাংশের অনুমান, যে পথে জ়িনত বেলপাহাড়ির জঙ্গলে ঢুকেছিল তা অনুসরণ করে বাঘটি হয়তো ঝাড়খণ্ডে যেতে পারে। আবার গতিপথ বদলে ফের বান্দোয়ানের দিকেও যেতে পারে।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের যমুনাগোড়া গ্রামের কাছে রবিবার জমিতে পায়ের ছাপ মিলেছিল। এ দিন একই ধরনের ছাপ মিলেছে কিছুটা দূরে লাউপাল গ্রাম লাগোয়া আলুর খেত ও উদলবনি গ্রাম লাগোয়া ধানজমির আলে। উদলবনির অদূরে গোলকাটা গ্রামেও মাটির রাস্তায় পায়ের ছাপ মিলেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ-পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকারও বলেন, "পায়ের যে ছাপ মিলেছে, তাতে জন্তুটি বাঘ বলে প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে। যদিও ছবি মেলেনি। জন্তুটির অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছি।"

দীর্ঘদিন ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর বনবিভাগে আধিকারিকের দায়িত্ব সামলানো রাজ্যের এক বনকর্তার মতে, "বাঘিনি জ়িনত ওই পথে প্রস্রাব ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকলে, এই বাঘ সে দিকেও আকৃষ্ট হতে পারে।" 'রেডিয়ো কলার' না থাকলে এ ভাবেই বাঘেরগতিপথেরহদিসপানবনকর্মীরা। ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গরম কুলন্দাইভেল জানান, বাঘটিকে সুস্থ অবস্থায় বাগে আনতে একাধিক দল গড়া হয়েছে। তল্লাশি চলছে। ঝাড়গ্রাম-ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল সীমানায় ক্যামেরা (মূলত নাইট ভিশন) বসানো হয়েছে। পাতা হয়েছে খাঁচা। জঙ্গলের কয়েকটি জায়গা ঘিরতে জাল আনা হয়েছে। সুন্দরবনের বিশেষজ্ঞ দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। বাঘের আনাগোনার এলাকায় বাসিন্দাদের জঙ্গলে যেতে নিষেধ করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠে লোকালয়ের কাছে আসা একটি বাঘকে রবিবার রাতে খাঁচাবন্দি করা হয়। তাকে এ দিন কিছুটা দূরে, সুন্দরবনের ধুলিভাসানি জঙ্গলে ছাড়া হয়। কিন্তু এ দিনই ফের অন্য এক বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায় মৈপীঠের গৌড়ের চকে। আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বন দফতর জানিয়েছে, এলাকা জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। নজরদারি চলছে। ভয়ের কারণ নেই।

*সহ-প্রতিবেদন: রথীন্দ্রনাথ মাহাতো, সমীরণ দাস*



■ ছাড়া পাওয়ার পরে সুন্দরবনের ধুলিভাসিনি জঙ্গলে ফিরছে বাঘ। *ছবি: বন দফতরের সৌজন্যে*

# 'দাগি অক্সিটোসিন' নিয়ে কথাই

▶ পৃঃ ১-এর পর

স্যালাইনে মিশিয়ে শিরায় অক্সিটোসিন দেওয়া হয়। স্বাভাবিক প্রসবে পেশিতে দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, "অক্সিটোসিনের মান ঠিক না থাকলে লোহিত কণিকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হিমোগ্লোবিন কমতে পারে, বিলিরুবিন বাড়তে পারে। কিডনি নেক্রোসিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে।" সরকারি স্ত্রী রোগ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের অভিযোগ, কর্নাটকের যে সংস্থা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একচেটিয়া ভাবে অক্সিটোসিন সরবরাহ করে, তাদের মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্র অক্সিটোসিন উৎপাদনের জন্য ওই সংস্থাকেই চিহ্নিত করলেও তাদের মান নিয়ে পরবর্তী সময়ে প্রশ্ন ওঠায়, ২০১৯ সালে দিল্লি হাই কোর্ট রায় দেয়, অন্য সংস্থাও অক্সিটোসিন তৈরি করতে পারবে। তার পর থেকেই একাধিক রাজ্য অন্য সংস্থা থেকে অক্সিটোসিন কিনতে শুরু করে। সেই সব রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার যথেষ্ট কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সেই পথ অনুসরণ করেনি। কেন?

সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, "জানতামই না এমন কোনও রায়ের কথা। আমাদের কাছে উপর থেকে যা নির্দেশ আসে, আমরা সেটাই করি।"

বেসরকারি হাসপাতালের স্ত্রী রোগ চিকিৎসক অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অক্সিটোসিন সংরক্ষণ করার জন্য যে 'কোল্ড চেন' বজায় রাখতে হয়, তা বহু ক্ষেত্রেই হয় না। তাতে অক্সিটোসিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। নষ্ট হয়ে যাওয়া অক্সিটোসিন ব্যবহারের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। তাই অনেক জায়গায় এখন প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ ঠেকাতে কার্বেটোসিন ব্যবহার করা হয়। সরকারি স্তরে এ নিয়ে অবিলম্বে ভাবা দরকার।"

কেন কার্বেটৌসিন নিয়ে ভাবা হয়নি? ডাক্তারদের বক্তব্য, "ভাবার জন্য তো কর্তাদের আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাঁদের সেই সময় কই?" আর প্রশান্তের জবাব, "বিশেষজ্ঞ কমিটি এখনও কিছু জানায়নি। তাই আমাদের কিছুই করার নেই।"

# তদন্তে সিআইডি

▶ পৃঃ ১-এর পর

বলা হয়। মুখ্যসচিব বলেন, "ওষুধের যে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি সবিস্তার পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে যে ওষুধগুলি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।"

মুখ্যসচিব আরও জানান, আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য স্বাস্থ্য দফতরকে আগাম পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে। চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টে যাঁরা দোষী প্রমাণিত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার কথাও স্পষ্ট করেন মুখ্যসচিব। তাঁর সংযোজন, "যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি স্যালাইনের জন্য মারা গিয়েছেন, না অন্য কোনও কারণে— সেটা খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। মুচলেকা লেখানোর বিষয়টিও সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখেছি। সেটিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।"

পশ্চিম মেদিনীপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌমশঙ্কর সারেঙ্গী বলেন, "বিষয়টি শুনেছি। অমুক ব্যাচ নম্বরের স্যালাইন ব্যবহার হচ্ছে, তা জেনেও আমি চিকিৎসায় সম্মতি দিচ্ছি— এমন মুচলেকা যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে বলব ব্যাপারটা গর্হিত হয়েছে।"

রবিবার রাত থেকে এসএসকেএমের আইটিইউতে নাসরিন খাতুন, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে মাম্পি সিংহ ও মিনারা বিবি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিন জনের মধ্যে নাসরিন ও মাম্পি ভেন্টিলেশনে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য ক্রিটিকাল কেয়ার, অ্যানাস্থেশিয়া, স্ত্রী রোগ, মেডিসিন, নেফ্রোলজি বিভাগের পাঁচ চিকিৎসককে নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ক্রিটিকাল কেয়ারের শিক্ষক চিকিৎসক সুগত দাশগুপ্ত। এ দিন স্নায়ু রোগ, হৃদরোগ, পালমোনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, বায়ো কেমিস্ট্রি বিভাগকেও বোর্ডে যুক্ত করা হয়। সব মিলিয়ে ১৩ জনের মেডিক্যাল বোর্ড রয়েছে তিন জনের চিকিৎসার দায়িত্বে। চিকিৎসা শুরুর প্রক্রিয়ায় যাতে ত্রুটি না থাকে, সে জন্য রবিবার সারা রাত হাসপাতালে ছিলেন সুগত ও অন্যরা।

সূত্রের খবর, এ দিনও তিন প্রসূতির শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। সংক্রমণের কারণে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেরই ফুসফুস-কিডনি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। তবে মিনারার কিডনি অন্য দু'জনের তুলনায় সামান্য ভাল। এ দিন তাঁর সামান্য প্রস্রাব হয়েছে।

মৃত প্রসূতি মামনি রুইদাসের সদ্যোজাতকে এ দিন দুপুরে ফের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ওই সদ্যোজাতকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন পরিজনেরা। ওই হাসপাতালের শিশু রোগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক তারাপদ ঘোষ বলেন, "বাচ্চাটির জন্ডিসের লক্ষণ রয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে।" পাঁচ সদ্যোজাতের মধ্যে আরও এক জনকে হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে রাখা রয়েছে।

সূত্রের খবর, তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেটের পাশাপাশি অস্ত্রোপচারের আগে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশন 'অক্সিটোসিন' সঠিক মাত্রায় ও সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এটাও জানানো হয়েছে, সাধারণত যে সময় লাগে, তার থেকে বেশ কিছুটা করে সময় বেশি (প্রায় দেড় থেকে দু'ঘণ্টা) লেগেছিল পাঁচ প্রসূতির অস্ত্রোপচারেই। সে ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের দক্ষতার কোনও খামতি রয়েছে কি না, তা-ও দেখা হচ্ছে। রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচারের আগে 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেট' ব্যবহারের দু'-তিন জন প্রসূতির শারীরিক অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়েছিল। তার পরেও অস্ত্রোপচারে ঠিকমতো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নজরদারি ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রশাসনিক রিপোর্টে মেদিনীপুর মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগের অপারেশন থিয়েটার পরিদর্শনে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত লেগে থাকা, মাছি উড়ে বেড়ানোর মতো অব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, মামনির ময়না তদন্তের রিপোর্ট এবং 'স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল রিসার্চ ল্যাবরেটোরি'-তে পাঠানো স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এলেই সমস্ত স্পষ্ট হবে।

মেদিনীপুরের ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে, আট মাস আগে সরিয়ে রাখতে বলা স্যালাইন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতরের 'রিজার্ভ স্টোর' থেকে ওই হাসপাতালে আনা হয়েছিল। যদিও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায়ের দাবি, "আট মাস আগে 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেট' সরিয়ে রাখার কোনও নির্দেশই আসেনি।" ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ স্টোরের ফার্মাসিস্ট প্রলয়কুমার মণ্ডলও বলেন, "স্বাস্থ্যজেলার বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থকেন্দ্র মিলিয়ে ৫৪,৩৩০ বোতল 'রিঙ্গার্স ল্যাকটেট' এখনও মজুত। তবে গত ১০ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ পাওয়ার পরেই ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর অন্যান্য ওষুধেরও ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে।"

# 'বিনা' স্যালাইনে রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

**রায়গঞ্জ:** একই দিনে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে জোড়া অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্যালাইনের অভাব এবং চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে সোমবার পরিবারের তরফে মেডিক্যালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। এ দিনই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে হুইলচেয়ার না পাওয়ায় এক মহিলা স্বামীকে পিঠে করে দোতলার বহির্বিভাগে নিয়ে যান বলেও দাবি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর প্রতিনিধিরা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করেন।

সূত্রের খবর, এ দিন বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে মারা যান বছর ৫১-র হিরণ্ময় মোহান্ত। তাঁর বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ শহরের শান্তি কলোনিতে। স্যালাইনের অভাব ও চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগে প্রৌঢ়ের পরিবার জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

হিরণ্ময়ের শ্যালক দেবরঞ্জন দাস জানান, রবিবার রাতে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হিরণ্ময়কে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দাবি, ভর্তির পরে রোগীর হাতে স্যালাইন চ্যানেলের ব্যবস্থাও করা হয়। তবে দেবরঞ্জনের অভিযোগ, "ডাক্তার-নার্সদের বার বার স্যালাইনের কথা বললেও দেওয়া হয়নি। ঠিকঠাক চিকিৎসাও হয়নি।" তাঁর সংযোজন, "রাতেই ডাক্তার ভগ্নিপতিকে 'সিসিইউ'-তে 'রেফার' করেন। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে হয়তো উনি মারা যেতেন না।" মৃতের এক আত্মীয় বলেন, "হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত দাবি করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছি।"



■ হুইল চেয়ার নেই। স্বামীকে পিঠে করে দোতলার বহির্বিভাগে নিয়ে যাচ্ছেন সলিতা। ছবি: *গৌর আচার্য*

যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই রোগীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আনা হয় এবং চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। রায়গঞ্জ মেডিক্যালের সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়ের বক্তব্য, সমস্ত ওয়ার্ডেই স্বাস্থ্য দফতর স্বীকৃত স্যালাইন মজুত রয়েছে। তিনি বলেন, "রোগীকে স্যালাইন, ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সিসিইউ-তে জায়গা না থাকায় সময় মতো পাঠানো যায়নি। তবে অভিযোগ ওঠায় তদন্ত শুরু হয়েছে।"

হাসপাতালে চাঞ্চল্য তৈরি হয় হুইলচেয়ার না মেলার অভিযোগেও। দাবি, জরুরি বিভাগে হুইলচেয়ার না পেয়ে স্বামীকে পিঠে তুলে দোতলায় বহির্বিভাগে নিয়ে যান এক মহিলা। রায়গঞ্জের রায়পুরের বাসিন্দা বছর চুয়ান্নর ওই ব্যক্তির নাম পরিতোষ বর্মণ। তাঁর স্ত্রী সলিতা বর্মণ জানান, ঘরের চাল ভেঙে পড়ে দু'পায়ে চোট লাগে পরিতোষের। সলিতা বলেন, "হাসপাতালে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করেও হুইলচেয়ার পাইনি। তখন ওঁকে পিঠে করে দোতলায় নিয়ে গিয়েছি।" সুপারের দাবি, হাসপাতালে পর্যাপ্ত হুইলচেয়ার রয়েছে। তবে বিধায়ক কৃষ্ণকল্যাণীর দাবি, মেডিক্যালে কোথাও হুইলচেয়ারের অভাব থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# 'চক্রান্তের' ইঙ্গিত তৃণমূলের

স্যালাইন-কাণ্ডের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের উদ্দেশে বলেছেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি এবং স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্যালাইন-কাণ্ডের 'দায়' মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপরে চাপাতে চাইছেন। এই সূত্রেই তাঁর আরও দাবি, "স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত।"

যদিও শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। মেদিনীপুরের ঘটনাকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দিয়েও চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, "একটি বিভাগের একটি ইউনিটেরই ক্ষতি হল কী ভাবে, নজর ঘোরাতেই কি স্যালাইনের বিষয়টি আনা হল? সরকার-বিরোধী প্রচারে থাকা হাসপাতালের কোনও পদাধিকারী জড়িত কি না, তা দেখতে হবে!"

স্যালাইন-কাণ্ডকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানকে ঘিরে বিধাননগরে পুলিশের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের বচসা বেধেছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অপসারণ করুন মুখ্যমন্ত্রী, এই দাবিতে প্রতীকী স্যালাইনের বোতল হাতে নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। শুভঙ্করের বক্তব্য, "জাল ওষুধ কত দূর ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ জানে না। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও সেটা পৌঁছে গেলে তিনিও তো আক্রান্ত হবেন। দুর্নীতির জন্য সরকার বুঝতে চাইছে না, সঙ্কট কতটা গভীর।"

কলকাতা-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে এ দিন প্রতিবাদ মিছিল করেছেন সিপিএমের ছাত্র-যুবরা। সেই সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অভিযোগ তুলেছেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই মাফিয়া-রাজ' চলছে। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

## এক নজরে

### ভুয়ো শংসাপত্র

▶▶ আদালতে ভুয়ো ডাক্তারি শংসাপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগে মামলাকারীর বিরুদ্ধে পুলিশকে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, মাসুদ শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে প্রয়োজনে গ্রেফতার করা যাবে। এর আগে মাসুদকে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়েছিল কোর্ট। তা-ও প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন বিচারপতি। মুর্শিদাবাদের সুতির বাসিন্দা মাসুদের অভিযোগ ছিল, সমাজবিরোধীদের হুমকির কথা পুলিশে জানালে উল্টে পুলিশ তাঁকে হেনস্থা করে। কোর্ট ওই অভিযোগের তদন্ত করতেও বলেছিল। এ দিন রাজ্যের কৌঁসুলি জানান, মাসুদের দেওয়া মেডিক্যাল রিপোর্টটি ভুয়ো। তার পরেই বিচারপতির ওই নির্দেশ। তা শুনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

### জামিন বিকাশের

▶▶ শিশু যৌন নির্যাতন (পকসো) মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে জামিন হল কয়লা কেলেঙ্কারিতে অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রের। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহরায়ের বেঞ্চ জানায়, জামিনের শর্ত হিসেবে কালীঘাট থানা এলাকায় ঢুকতে পারবেন না বিকাশ। এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে নভেম্বরে বিকাশকে গ্রেফতার করে কালীঘাট থানা। তাঁর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

### জবাব তলব

▶▶ কোনও কর্মসূচির অনুমতি সংক্রান্ত জবাব দিতে কলকাতা পুলিশ কেন দেরি করছে, সে ব্যাপারে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ৩০ জানুয়ারির মধ্যে নিজের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে রাজ্যকে। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তার জবাব দেবে মামলাকারী পক্ষ। একটি চিকিৎসক সংগঠনের মামলায় এ দিন এই নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট।

# অন্তঃসত্ত্বা পুলিশদের বিকল্প উর্দির নির্দেশিকা

শিবাজী দে সরকার

এ বার থেকে অন্তঃসত্ত্বা এবং সন্তানকে স্তন্যপান করান এমন মহিলা পুলিশকর্মীরা ডিউটির সময়ে সাধারণ উর্দির পরিবর্তে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে পারবেন। শুক্রবার রাজ্য পুলিশ এ ব্যাপারে নির্দেশিকাও জারি করেছে। তাতে কী ধরনের পোশাক পরা যাবে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এত দিন অন্তঃসত্ত্বা এবং সন্তানকে স্তন্যপান করান এমন মহিলা পুলিশকর্মীদের উর্দি পরার ক্ষেত্রে কোনও কোনও জেলায় ছাড় দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় ভাবে কোনও নিয়ম ছিল না। তাই বহু মহিলাকেই শাড়ি বা শার্ট-ট্রাউজ়ার্স পরতে হত। আঁটোসাঁটো উর্দি পরে ডিউটি করতে গিয়ে বহু অন্তঃসত্ত্বা সমস্যায় পড়তেন। সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটি করতে গিয়ে সদ্য মা হওয়া এক পুলিশকর্মীকে বিড়ম্বনার সামনেও পড়তে হয়েছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রের দাবি, মহিলা কর্মীদের এ হেন নানা অসুবিধার কথা জানার পরেই সম্প্রতি পুলিশের শীর্ষকর্তারা উর্দি বদল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। নির্দেশিকা জারি করে তা দ্রুত কার্যকর করতেও নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবন। তবে এই উর্দি বাধ্যতামূলক নয়। কোনও মহিলা পুলিশকর্মী অন্তঃসত্ত্বা বা সন্তানকে স্তন্যপান করানোর সময়কালে সাধারণ পোশাক পরেও চাইলে ডিউটি করতে পারবেন।

পুলিশের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার দ্বাদশ সপ্তাহ থেকে সন্তান জন্ম দেওয়ার এক বছর পর্যন্ত মহিলা পুলিশকর্মীরা সাদা (কমিশনারেট এলাকার জন্য) বা খাকি রঙের (জেলা পুলিশ এলাকা) সালোয়ার-কামিজ় পরতে পারবেন। কামিজ়ের দৈর্ঘ্য হাঁটু পর্যন্ত হতে হবে। দু'পাশে পকেট থাকবে। ওড়নার দৈর্ঘ্য হবে আড়াই মিটার। এ ছাড়া কামিজ়ের কাঁধে ফ্ল্যাপ থাকতে হবে। সালোয়ারের বদলে সোজা (স্ট্রেট) প্যান্টও পরতে পারবেন। পায়ে কালো রঙের পাম্প শু বা জুতো পরা যাবে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অন্তঃসত্ত্বা এবং স্তন্যদাত্রী মহিলা পুলিশকর্মীদের সাধারণ উর্দির বদলে এই বিশেষ উর্দি পরার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি দিয়ে নিজেদের ইউনিট ইনচার্জ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে। তার ভিত্তিতেই তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে।

# জেলা কমিটিতে নেই সুশান্ত, পদে বিজয়ই

নিজস্ব সংবাদদাতা

শেষ পর্যন্ত সিপিএমের জেলা কমিটিতে জায়গা হল না প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিএমে দীপক সরকার জমানার পুরোপুরি অবসান হল না! খড়্গপুরে দলের ২৫তম জেলা সম্মেলন থেকে জেলা সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্ব পেলেন বিজয় পাল। তিনি দীপক-সুশান্তদের অনুগামী বলেই দলের অন্দরে পরিচিত এবং সুশান্তকে 'ছুটি'তে পাঠানোর পরে সিপিএম তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক করেছিল। নানা জল্পনা থাকলেও এ বারের সম্মেলনে প্রবীণ দীপক ও সুশান্ত, দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন।

খড়্গপুরে সোমবার রাতে সিপিএমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন শেষে ৬৮ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। খালি রয়েছে আরও দু'টি স্থান। জেলা সম্পাদকের দৌড়ে একাধিক নাম থাকলেও দলের রাজ্য নেতৃত্ব এ বার আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসা-সূত্র বার করেছেন, আগের বারের মতো ভোটাভুটি হয়নি। সম্মেলনের জবাবি ভাষণে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, এক দিকে আরএসএস-বিজেপি এবং অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে লড়াই জোরালো করতে হবে। সেই সঙ্গে শক্তিশালী করতে হবে দলকে, তার জন্যও দরকার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। পশ্চিম মেদিনীপুরে দলের গোষ্ঠী-বিভাজনের প্রেক্ষিতে সেলিমের বার্তাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্তের বিরুদ্ধে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এক মহিলা। ঘটনা অবশ্য বহু পুরনো। দলীয় তরফে তদন্ত শুরু করে সুশান্তকে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে 'ছুটি' দেওয়া হয়েছিল। জেলা সম্মেলন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা বহাল রাখার পরে তাঁকে জেলা কমিটি থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা এ বার সম্মেলন থেকে পূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন। গত কয়েক দিনে হাওড়া, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের সম্মেলন থেকে ফের জেলা সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে দিলীপ ঘোষ, কিশোর দাস ও আনোয়ারুল হক।

# প্রাথমিক: আজ সাক্ষ্যগ্রহণ

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়ে গিয়েছে। আজ, মঙ্গলবার এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পার্থের জামিনের ক্ষেত্রে যে শর্ত দিয়েছিল তা হল দ্রুত চার্জ গঠন এবং সাক্ষ্যগ্রহণ। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলে তবেই জামিন কার্যকর হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। এই মামলায় তিনি ছাড়াও আরও ২৮ জন ব্যক্তি এবং ২৫টি সংস্থা অভিযুক্তের তালিকায় আছে।

আদালতের খবর, আজ, মঙ্গলবার এবং তার পরে যথাক্রমে ২০ ও ২৭ জানুয়ারি তিন জন সাক্ষীর বয়ান পর্যবেক্ষণ এবং লিপিবদ্ধ করবেন বিচার ভবনের সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চার্জ গঠন হয়ে গিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়াননথিবদ্ধকরতে হবে। ইডি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে যে তিন জনের নাম দেয় তাঁদের বয়ানই আগামী তিনটি শুনানিতে নথিবদ্ধ করা হবে বলে খবর। আজ, মঙ্গলবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে (ইন ক্যামেরা) সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে বলে সূত্রের খবর। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

## এক নজরে

### জ়াকারবার্গের দাবি নস্যাৎ বৈষ্ণবের

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মেটার কর্ণধার মার্ক জ়াকারবার্গের দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। জ়াকারবার্গ দাবি করেছিলেন, ভারত-সহ বেশির ভাগ দেশের ক্ষমতাসীন সরকার ২০২৪ সালের নির্বাচনে হেরেছে। জ়াকারবার্গের এই দাবিকে 'অবাস্তব' ও 'ভুল' বলেছেন তিনি। এ বিষয়ে নিজের এক্স-হ্যান্ডলে বৈষ্ণব লেখেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারত ৬৪ কোটি ভোটার নিয়ে ২০২৪ সালের নির্বাচন পরিচালনা করেছে। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ-র উপরেই ফের আস্থা রেখেছে।' তাঁর সংযোজন, 'জ়াকারবার্গের থেকে এই ধরনের ভুল তথ্য পাওয়া হতাশাজনক। আসুন তথ্যের সত্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখি।'

### মহেন্দ্রের মৃত্যু

শিকারিদের তির গায়ে বিঁধেছিল অনেক বার। ওড়িশার সিমলিপালের জঙ্গলে এক বার মাওবাদীদের গুলি খেয়েছিল সে। তার পরেও অদম্য মহেন্দ্র বছরের পর বছর জঙ্গল রক্ষা করে গিয়েছে, পালন করেছে সুন্দরী নামে বাঘিনির নিরাপত্তার দায়িত্ব। ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে দাঁতালটির। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। বয়সজনিত অসুস্থতা থেকে মৃত্যু বলে মনে করছে বন দফতর। বনকর্মীদের দাবি, মহেন্দ্র ছিল কাঠচোর ও চোরাশিকারিদের প্রতিরোধের প্রতীক।

### কমলা নাম নিয়েও

আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি তাঁর নাম দেন কমলা। তবে সোমবার বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গ ছুঁতে পারলেন না অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। কৈলাসানন্দ গিরি জানিয়েছেন, অহিন্দুদের শিবলিঙ্গ ছুঁতে দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রেও সেই রীতি ভাঙা হয়নি। এর পরেই অবশ্য স্টিভ জোবসের স্ত্রী প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় পৌঁছন। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর থাকার কথা।

### রফতানিতে ভারত

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের ২৫টি শীর্ষ অস্ত্র রফতানিকারক দেশের মধ্যে অন্যতম। সোমবার গুজরাতের গান্ধীনগরে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময়ে এই কথা বলেন তিনি। নির্মলা বলেন, "২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ থেকে ২৫টি অস্ত্র রফতানিকারক দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ভারত।"

### ধৃত ১০ মৎস্যজীবী

ভারত মহাসাগরীয় প্রবাল দ্বীপ দিয়েগো গার্সিয়ার কাছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হল তামিলনাড়ুর ১০ মৎস্যজীবী। তাঁরা প্রত্যেকেই কন্যাকুমারীর থথুর গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার টুনা মাছ ধরার সময় তাঁদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশ নৌবাহিনী। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাউন্ডারি লাইন (আইএমবিএল) অতিক্রম করার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

### গুলিতে মৃত্যু

ঝাড়খণ্ডের বোকারোয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে পিন্টু নায়েক নামে এক সরকারি আধিকারিকের মৃত্যু হল। রবিবার রাতে কাশমার থানা এলাকার মধুকরপুর গ্রামে ওই সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে এই গুলি-হামলা চালানো হয়।



জ়েড-মোড় সুড়ঙ্গের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কাশ্মীরের সোনমার্গে। *পিটিআই*

# সুড়ঙ্গ উদ্বোধনে বার্তা 'দূরত্ব' ঘোচানোর

নিজস্ব সংবাদদাতা

**শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি:** 'দিল্লি থেকে দূরত্ব' (দিল্লি কি দূরী) ঘোচানোর বার্তা দিয়ে কাশ্মীরের সোনমার্গে জ়েড-মোড় সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বললেন, প্রধানমন্ত্রী এ বার জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর দেওয়া তৃতীয় প্রতিশ্রুতিও পালন করুন। কংগ্রেস মনে করিয়ে দিয়েছে, ইউপিএ জমানায় এই সুড়ঙ্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধীও।

আজ সকালে সোনমার্গে জ়েড-মোড় সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। তার পরে সুড়ঙ্গ ধরে যাতায়াতও করেন তিনি। আজ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কাশ্মীর ক্রমশ সুড়ঙ্গ, সেতু ও রোপওয়ের হাব হয়ে উঠছে। জ়েড মোড় ও জোজি লা সুড়ঙ্গের ফলে কার্গিল ও লাদাখের লে-এর বাসিন্দাদের জীবনও সহজ হয়ে উঠবে। তুষারপাত, তুষারধসের মধ্যে এই অঞ্চলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হাসপাতাল।" তাঁর কথায়, "সোনমার্গে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে। এই সুড়ঙ্গের ফলে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। আর সেই সঙ্গে দিল্লি থেকে কাশ্মীরের দূরত্ব (দিল্লি কি দূরী) ঘুচে গিয়েছে।"

জম্মু-কাশ্মীরে ভোট করিয়ে মোদী দিল্লি ও কাশ্মীরের মধ্যে মনের দূরত্বও (দিল কি দূরী) ঘুচিয়ে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন ওমর আবদুল্লা। তাঁর বক্তব্য, "এ বার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে তৃতীয় প্রতিশ্রুতিও পালন করুন মোদী।" মোদী জানান, সেই প্রতিশ্রুতিও পালিত হবে। তবে কত দিনের মধ্যে তা জানাননি তিনি। এরই মধ্যে কংগ্রেস মনে করিয়ে দিয়েছে, জ়েড মোড় সুড়ঙ্গের পরিকল্পনা হয়েছিল ইউপিএ জমানায়। ২০১২ সালে সুড়ঙ্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সড়কমন্ত্রী সি পি জোশী। হাজির ছিলেন রাহুল গান্ধীও।

# কৃষি-নীতির বিরুদ্ধে

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি বিপণন নীতি (এনপিএফএএম) প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল সংযুক্ত কিসান মোর্চা। পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ নানা জেলায় মোর্চার নেতৃত্বে পথে নামেন চাষিরা। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে অমল হালদার, কার্তিক পালদের অভিযোগ, কেন্দ্রের কৃষি আইনেরই একটি 'বিপজ্জনক সংস্করণ' এই নীতি। ফলে কৃষি-ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ এবং দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে। পঞ্জাব সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের এই নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোর্চা নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই পথে হাঁটুক। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

# কেন্দ্র তকমা না দিলেও গঙ্গাসাগর জাতীয় মেলা: পুরীর শঙ্করাচার্য



সাগর সঙ্গমে

সম্রাট মুখোপাধ্যায়
● গঙ্গাসাগর

রাখঢাক করার কোনও চেষ্টাই করলেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে 'মধুর' নয়, স্পষ্ট ভাবেই তা জানিয়ে দিলেন পুরীর গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। সোমবার গঙ্গাসাগরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "মোদীজি, যোগীজি তো পারলে প্রয়াগরাজে আমাকে ঢুকতে দিতেও চাইবেন না। কিন্তু আমাকে দমিয়ে রাখা অত সহজ হবে না। আমি যাবই। শুনুন, ওঁরা কিন্তু আমাকে ভয় পান। আমার সামনে মিউ মিউ করেন।"

এ দিন বাংলাদেশ থেকে মহাকুম্ভ, মোদী-যোগী থেকে আর জি কর বা রাজ্যে জঙ্গিদের গ্রেফতারি— বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় পুরীর শঙ্করাচার্যকে। আর জি করের ঘটনায় কেন এখনও বিচার পাওয়া গেল না, সেই প্রশ্ন ওঠে। যার উত্তরে রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য বলেন, "বিচার প্রক্রিয়াকে স্বাধীন ও স্বচ্ছ ভাবে চলতে দিন। এমন ঘটনা আর যাতে কখনও না ঘটে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন। আর সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা কখনও করবেন না।"

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ও দেশে যা হচ্ছে, তা চূড়ান্ত অরাজকতা এবং অদূরদর্শিতা। বাংলাদেশ সরকারের মাথায় রাখা উচিত, এই একই ঘটনা যদি অন্য কোনও দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সঙ্গে ঘটে, যেখানে তাঁরা সংখ্যাগুরু নন, তা হলে কেমন লাগবে?"

সাগরমেলাকে কেন্দ্রের তরফে এখনও পর্যন্ত জাতীয় মেলার তকমা না দেওয়ার প্রসঙ্গও তোলা হয় শঙ্করাচার্যের সামনে। এ বিষয়ে তাঁর সাফ কথা, "গঙ্গাসাগর অবশ্যই জাতীয় মেলা। না হলে আমি নিজে এখানে আসতাম নাকি? ওরা (কেন্দ্রীয় সরকার) তকমা না দিলেও কিছু আসে-যায় না। ওদের অপেক্ষায় থাকবেন না। গঙ্গাসাগরকে সাধারণ মানুষই জাতীয় মেলা করে তুলেছে।"

এ রাজ্যের সঙ্গে জঙ্গি যোগের প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের মন্তব্য, "দেশের স্বার্থ ও সুরক্ষা সবার উপরে। তা রক্ষা করতে যা যা করার, তা করতেই হবে।"

# 'ক্ষুব্ধ' মমতা, ইস্তফা দিলেন আনওয়ার

সন্দীপন চক্রবর্তী

তৃণমূল কংগ্রেসের কেরল-জট আরও ঘনীভূত হল! সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া পি ভি আনওয়ার কেরলে ফিরেই বিধায়ক-পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পদত্যাগের পরে ওই কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের প্রার্থীকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করে দিলেন। এমনকি, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কাকে প্রার্থী করা উচিত, সেই নামও প্রস্তাব করে দিলেন আনওয়ার! তৃণমূল সূত্রের খবর, গোটা ঘটনাপ্রবাহে 'ক্ষুব্ধ' স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা যে লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত, সেখানকার এক বিধানসভা আসনের বিধায়ককে নিয়ে এমন বিড়ম্বনা 'অবাঞ্ছনীয়' ছিল বলেই তিনি মনে করছেন।

কলকাতায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে দিনতিনেক আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন কেরলের নীলাম্বুর কেন্দ্রের নির্দল বিধায়ক আনওয়ার। নিজের রাজ্যে ফিরে সোমবার কেরল বিধানসভার স্পিকার এ এন শমসীরের সঙ্গে দেখা করে তিনি বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। নির্দল হলেও বামেদের ফ্রন্ট এলডিএফের সমর্থনে ও প্রতীকে বিধানসভায় জয়ী আনওয়ার অন্য দলে যোগ দেওয়ায় তাঁর বিধায়ক-পদ খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে পরিষদীয় সূত্রের মত। সেই পরিস্থিতি এড়াতে তিনি ইস্তফা দিতে পারেন, এমন ইঙ্গিত ছিলই। শেষ পর্যন্ত সেই পথেই হেঁটে আনওয়ার জানিয়েছেন, বিধানসভার উপনির্বাচনে তিনি লড়তে চান না। কংগ্রেসের মলপ্পুরম জেলা সভাপতি ভি এস জয়কে ওই উপনির্বাচনে প্রার্থী করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। সেই সঙ্গেই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা এবং ইউডিএফের চেয়ারম্যান ভি ডি সতীশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় তাঁর উদ্দেশে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন আনওয়ার। তাঁর বক্তব্য, "সেই সময়ে বাম জোটে ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অভিযোগ করছেন, এই কথা তখন মনে হয়েছিল। সতীশন ও তাঁর পরিবারের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"

আনওয়ারের এই কর্মকাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের তরফে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খোলেননি। তবে দলের তরফে জানানো হয়েছে, আনওয়ারই তৃণমূলের কেরল শাখার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, সরাসরি গান্ধী পরিবারের সঙ্গে জড়িত ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্র এলাকার এক বিধায়ককে দলে টেনে যে পথে যাওয়া হয়েছে, তাতে তৃণমূল নেত্রী যথেষ্টই 'অসন্তুষ্ট'।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে কিন্তু গান্ধী পরিবারের সঙ্গে সমীকরণ তার ঊর্ধ্বে বলেই মনে করেন মমতা। সচরাচর দলের নেতা বা জনপ্রতিনিধিদের জন্মদিনে তৃণমূল নেত্রী যে শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠান, এখন আনওয়ারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। দলের একটি সূত্রের ব্যাখ্যা, গোটা বিষয়ে তৃণমূল নেত্রীর অসন্তোষের প্রতিফলনই এর নেপথ্যে থাকতে পারে। তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, "এর পরে নীলাম্বুরে উপনির্বাচন বা সামগ্রিক ভাবে কেরলে দলের কী করণীয়, দলনেত্রীই সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।"

কেরলের বিরোধী দলনেতা সতীশন অবশ্য আনওয়ারের 'ক্ষমা' স্বীকার করেও বলেছেন, "ওঁর সেই সময়ের অভিযোগের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের ভূমিকা ছিল, এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে আনওয়ারের এখনকার বক্তব্যে ইউডিএফের সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়বে না। ওঁকে ফ্রন্টে নেওয়া বা উপনির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করার সিদ্ধান্ত ইউডিএফ-ই নেবে।"

# টুকরো ছবি

পৃঃ ১-এর পর

বারের তুলনায় বেশ কম।

ভেজা বালির উপর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি হাত-পেডালের একটি ট্রাইসাইকেল। তাতে আসীন প্রৌঢ় অরুণ দাস। পাকা দাড়ি আর গেরুয়া বসনে পাক্কা সন্ন্যাসীর মতোই চেহারা তাঁর। এক কালে নাকি বিরাট জটাও ছিল রানাঘাটের একটি মন্দিরের পূজারী, বছর পঞ্চান্নের অকৃতদার এই প্রৌঢ়ের। এখন কেটে ফেলেছেন।

অসুবিধা হয় না?

মৃদু হেসে প্রৌঢ় বলেন, "না না, অসুবিধা তেমন হয় না। এ তো আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এটা চালিয়েই তো রানাঘাট থেকে এখানে এলাম। চার দিন সময় লাগল। এতে চড়ে বহু জায়গায় গিয়েছি। এক বার তো ছ'দিন ধরে চালিয়ে কামাখ্যাতেও পৌঁছে গিয়েছিলাম।"

এর পরে কুম্ভেও যাবেন নাকি?

একটু ভেবে নিয়ে অরুণ বলেন, "ইচ্ছে তো আছে খুবই। দেখি, কী হয়। এটা চালিয়েই চলে যাব ইলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ)। আসলে ওই সমস্ত হাইওয়েতে খুব জোরে গাড়ি চলে তো। তাই একটু বুঝেশুনে চালাতে হয়। সব সময়ে বেরিয়ে পড়া যায় না। ফাঁকা সময় দেখে চালাই। তাতে সময়ও লেগে যায় অনেকটা।" অরুণকে দেখে কি হঠাৎ 'অভিযান'-এর সৌমিত্রের কথা মাথায় খেলে গেল? সেই আত্মবিশ্বাস। সেই বলিষ্ঠ চোয়াল। সেই দৃঢ় চিত্ত।

কথা শেষ হলে বিদায় নেওয়ার পরে পেশাদার খবর-করিয়ে পিছন ফিরে দেখতে পায়, অনন্ত জলরাশির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন প্রৌঢ়। চোখেমুখে ঘোর লাগা এক মৌনতা। সেই জলে তখন খেলে বেড়াচ্ছে শেষ পৌষের এক মায়া-সকাল। বেয়াড়া হাওয়ায় দোল খেতে খেতে টুংটাং শব্দ তুলতে থাকে ট্রাইসাইকেলের পিছনে বাঁধা গেরস্থালির নানা সরঞ্জাম। পেডালে হাত রাখেন প্রৌঢ়। চাকা গড়াতে থাকে আবার।

পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে।

# সিএজি নিয়ে কোর্টে ভর্ৎসনায় অস্বস্তিতে আপ

ভোটে দিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** আবগারি দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না আম আদমি পার্টি নেতৃত্বের। এই দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই জেলে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়াকে। এ বার সেই আবগারি নীতি সংক্রান্ত কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) রিপোর্ট কেন দিল্লি বিধানসভায় সময়ে পেশ করা হয়নি, তা নিয়ে দিল্লি সরকারকে আজ তিরস্কার করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। রিপোর্ট বিধানসভায় জমা না দেওয়ার পিছনে আপ নেতৃত্বের প্রকৃত মনোবাসনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হাই কোর্ট। বিজেপি সূত্রের দাবি, ওই রিপোর্টে যা অভিযোগ রয়েছে, তা প্রমাণ হলে কেজরীওয়ালের দীর্ঘ কারাবাস নিশ্চিত। পাল্টা কৌশলে আজ দিল্লির জাঠ সমাজ কবে ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ পাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়েছেন কেজরীওয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমলাদের আপত্তি সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ আবগারি নীতি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে কেজরীর বিরুদ্ধে। পরে সেই নীতি বাতিল হলেও ত্রুটিপূর্ণ নীতি, স্বজনপোষণ-সহ একগুচ্ছ অভিযোগে প্রথমে জেলে যান অর্থমন্ত্রী মণীশ ও তার পরে মুখ্যমন্ত্রী কেজরী। পরে অবশ্য জামিনে মুক্তি পান দু'জনেই। এ বার সেই আবগারি নীতি সংক্রান্ত সিএজি রিপোর্ট কেন সময়ে বিধানসভায় পেশ করা হয়নি, সে প্রশ্ন তুলল দিল্লি হাই কোর্ট। ওই রিপোর্ট পেশে দেরি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিজেপির সাত বিধায়ক। আজ সেই মামলায় আদালত বলে, দিল্লি সরকারের উচিত ছিল সময়ে রিপোর্ট বিধানসভার স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া। কিন্তু যে ভাবে রিপোট পেশ করা নিয়ে সময় নষ্ট করা হয়েছে, তাতে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, "আপ নেতারা কি নিজেদের সংবিধানের চেয়ে বড় ভাবতে শুরু করেছেন? কোনও নিয়ম যে মানা হয়নি তা দিল্লি হাই কোর্টের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট।"

ভোটের মুখে হাই কোর্টের ভর্ৎসনায় অস্বস্তিতে আপ নেতৃত্ব। আজ পাল্টা রণকৌশলে প্রথমে জাঠেদের সংরক্ষণ দাবি করে সরব হন ও পরে বিকালে নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে প্রচারের অভিমুখ ঘোরানোর কৌশল নেন কেজরী। দিল্লির সত্তরটি আসনের মধ্যে অন্তত কুড়ি থেকে পঁচিশটি আসনে জাঠ সমাজ নির্ণায়ক শক্তি। তাঁদের ভোট নিশ্চিত করতে আজ জাঠেদের ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি কেন কেন্দ্র মেনে নিচ্ছে না, তা নিয়ে সরব হন কেজরী। লক্ষ্য ওবিসি সংরক্ষণের মতো বিষয়টি তুলে ধরে জাঠেদের সমর্থন নিজেদের পক্ষে আনা।

এর সঙ্গেই আজ বিকালে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আপের আহ্বায়ক কেজরী অভিযোগ করেন, তাঁর নয়াদিল্লি কেন্দ্রের ভোটারদের প্রভাবিত করতে বিজেপি প্রার্থী প্রবেশ বর্মা মদ, নগদ অর্থ ছাড়াও বিছানার চাদর, জুতো, সানগ্লাস বিতরণ করছেন। কমিশনের কাছে তিনি অভিযোগ করেন, এ ধরনের খয়রাতি বিতরণের ঘটনা সম্পর্কে জেলাশাসক অবহিত থাকলেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করেন কেজরী।

কমিশনের কাছে এ দিন সার্বিক ভাবে ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়েও সরব হন কেজরী। পাশাপাশি পটপরগঞ্জের আপ প্রার্থী অবধ ওঝা তাঁর নাম উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার ভোটার তালিকার পরিবর্তে দিল্লির পটপরগঞ্জের ভোটার তালিকায় পরিবর্তন করার দাবি করেছিলেন। ওই আবেদন দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকায় তিনি পটপরগঞ্জ কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিতে পারছিলেন না।

আজ কমিশন কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে তদ্বির করেন আপ নেতৃত্ব। পরে কেজরী দাবি করেন, "কমিশন একটি নির্দেশিকা জারি করে ওঝার ভোট গ্রেটার নয়ডার পরিবর্তে পটপরগঞ্জের তালিকায় তোলার অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে অবধ ওঝার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমার প্রশ্নে কোনও অসুবিধা রইল না।"

# মণিপুরে সংঘর্ষ পুরো থামেনি, মানলেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** সেনার উপস্থিতি থাকলেও মণিপুরে কিছু সংঘর্ষের ঘটনা যে ঘটেই চলেছে, তা মেনে নিলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মণিপুর অশান্ত থাকলেও লাদাখ সীমান্তের পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে দাবি করেছেন তিনি। দ্বিবেদীর কথায় স্পষ্ট, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশও জারি রয়েছে।

দেড় বছর ধরে উত্তপ্ত মণিপুর। পরিস্থিতি কিছু দিন ঠিক থাকার পরে আচমকা নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন সেনাপ্রধান। সাংবাদিক বৈঠকে আজ তিনি বলেন, "পরিস্থিতি মোটের উপরে শান্ত হলেও ঘুরে-ফিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলেছে।" আর এই সংঘর্ষ আদিবাসী জাতিসত্তার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে বলেই মনে করেন তিনি। তাই সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উপরে জোর দিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, "আশা করছি নতুন রাজ্যপাল (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভল্লা)-পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করবেন।" মণিপুরে সংঘর্ষ থামাতে না পারার পিছনে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন সেনাপ্রধান দ্বিবেদী।

তবে মায়ানমারের অশান্ত পরিস্থিতি মণিপুরেও অস্থিরতার কারণ হতে পারে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি সেনাপ্রধান। তাঁর কথায়, "মায়ানমার সেনার সঙ্গে বিদ্রোহীদের লড়াই চলছে। ফলে বহু মানুষ প্রাণে বাঁচার তাগিদে মণিপুর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে চলেছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশের সৈন্যরাও কখনও ঢুকে পড়ছে। অস্ত্র হাতে যাঁরা আসছেন তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করে দেশের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।" গোয়েন্দাদের মতে, আশ্রয়ের ভিড়ে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছে যাদের লক্ষ্য মণিপুরে অস্থিরতা বজায় রাখা। তাদের চিহ্নিত করাই প্রশাসনের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ। সেনাপ্রধান জানান, লাদাখ সীমান্ত স্পর্শকাতর হলেও, স্থিতিশীল। সেখানে পশুপালকদের গতিবিধি শুরু হয়েছে। তবে আর এক সীমান্তে জম্মু ও কাশ্মীর দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ যে চলেছে, তা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন তিনি।

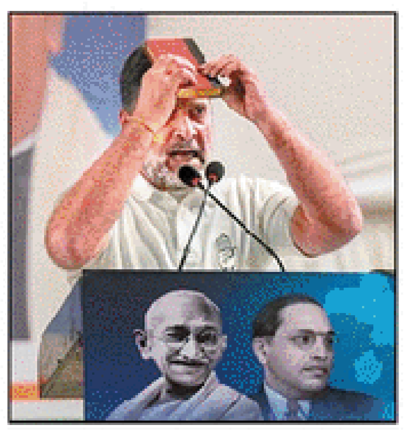
# রাহুলের নিশানায় মোদী, কেজরী-ও

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** নরেন্দ্র মোদীকে যে নিশানা করবেন, তা জানাই ছিল। কৌতূহল ছিল, অরবিন্দ কেজরীওয়াল সম্পর্কে তিনি কী বলেন!

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম প্রচারে নেমে রাহুল গান্ধী একই সুরে নরেন্দ্র মোদী ও কেজরীওয়ালকে নিশানা করলেন। উত্তর-পূর্ব দিল্লির সীলমপুরে জনসভায় রাহুলের অভিযোগ, মোদী ও কেজরীর মধ্যে কোনও ফারাক নেই। দু'জনেই একই রকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। মিথ্যা প্রচার করেন। তবে রাহুল অবশ্য বিজেপির সুরে কেজরীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির প্রসঙ্গ তোলেননি। রাহুলের আজকের প্রচার প্রসঙ্গে কেজরীওয়াল পরে বলেন, "আজ রাহুল গান্ধী দিল্লি এসেছিলেন। আমাকে অনেক গালিগালাজ করেছেন। কিন্তু আমি ওঁর বক্তব্য নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। ওঁর লড়াই কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য। আমার লড়াই দেশকে বাঁচানোর জন্য।"

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল বিরোধীদের ইন্ডিয়া মঞ্চের শরিক অরবিন্দ কেজরীকে সরাসরি নিশানা করায় বিরোধী শিবিরের মধ্যে ফাটল আরও বেড়েছে। তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা দিল্লির ভোটে কংগ্রেসের বদলে ইন্ডিয়া-র অন্য শরিক আম আদমি পার্টিকে সমর্থন করেছিল। আপ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দিল্লির ভোটে নেমে বিজেপিকে সাহায্য করার অভিযোগ তুললেও, কংগ্রেস নিজের জমি ছাড়বে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল।



সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধী। সোমবার নয়াদিল্লিতে। *পিটিআই*

আজ রাহুল সেই নীতি মেনেই দিল্লির ভোটে একইসঙ্গে বিজেপি ও আম আদমি পার্টির শীর্ষনেতৃত্বকে নিশানা করেছেন। দিল্লির কনকনে ঠান্ডাতেও সাদা টি-শার্ট গায়ে মুসলিম, অনগ্রসর জনসংখ্যা বহুল সীলমপুরের জনসভায় পাখির চোখ করেছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির মুসলিম ভোট এবং দলিত-ওবিসি ভোটব্যাঙ্ককে। রাহুল বলেন, "শীলা দীক্ষিতের সময়ে কেজরীওয়াল বিরাট প্রচার করেছিলেন। বলেছিলেন, দিল্লিকে সাফসুতরো করবেন। দুর্নীতি শেষ করবেন। দিল্লিকে প্যারিস বানিয়ে দেবেন। এখন দিল্লিতে ভয়ঙ্কর দূষণ। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ক্যান্সার বাড়ছে। যেভাবে মোদীজি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেন, মিথ্যে প্রচার করেন, একইরকম মিথ্যে প্রতিশ্রুতি কেজরীওয়াল দেন। এই দু'জনের কোনও ফারাক নেই।" রাহুলের অভিযোগ, দু'জনেই জাতিগণনাকে সমর্থন করেন না। দু'জনেই মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরাতে ব্যর্থ।

দেশে ধনী-গরিবের অসাম্য বাড়ছে, সব সম্পত্তি আদানি-অম্বানীদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে আজও রাহুল সরব হয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, "কেজরীওয়াল আদানির সম্পর্কে কোনও দিন কিছু বলেন না। আপনারা শুনেছেন? শোনেননি। জাতিগণনা নিয়ে কিছু বলেননি। জিজ্ঞাসা করুন উনি জাতিগণনা করাতে চান কি না? উনি অনগ্রসরদের প্রতিনিধিত্ব, সংরক্ষণ চান কি না?"

মহাত্মা গান্ধী, বি আর অম্বেডকরের ছবিকে সামনে রেখে, হাতে সংবিধান নিয়ে রাহুলের জনসভার মূল মন্ত্র ছিল—'জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান'। সোমবার সন্ধ্যায় জনসভা শুরুর আগে থেকেই ভিড় উপচে পড়েছিল। বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজন ও জাতপাতের বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে রাহুল বলেন, কংগ্রেসের কাছে দেশের সব মানুষ সমান। রাহুল বলেন, "আমি যতদিন বেঁচে আছি, লিখে নিন, যে কোনও ভারতীয়ের উপরে হামলা হলে, যে যে ধর্ম বা জাতেরই হোক না কেন, রাহুল গান্ধীকে সেখানে তাঁর রক্ষায় দেখা যাবে।"

# মহাকুম্ভে বাণিজ্যের স্বপ্ন ২ লক্ষ কোটি টাকার

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** আস্থাই বাড়াচ্ছে অর্থ লাভের স্বপ্ন।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আজ থেকে শুরু হওয়া মহাকুম্ভ মেলায় ধর্মীয় আস্থা-ভক্তির যে ঢল নেমেছে, তা থেকে অর্থনীতিতে ২ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একটি হিসাব বলছে, ৪৫ দিন ধরে চলা মেলায় ৪০ কোটি মানুষ যোগ দিতে পারেন। কুম্ভ মেলায় আসা প্রতিটি ভক্ত গড়ে যদি ৫ হাজার টাকা করে খরচ করেন, তা হলে ব্যবসা হবে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার। খরচের গড় নিয়ে শিল্প মহলের আশা আরও বেশি। তাদের মতে, ভক্তদের গড় খরচের অঙ্কটা এ বার দশ হাজার টাকাতেও পৌঁছতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যবসা একলাফে দ্বিগুণ!

প্রয়াগে এ বার মহাকুম্ভের আয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই আজ গভীর রাত থেকে স্নানের জন্য পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল। সোমবার সকালের মধ্যেই সঙ্গমে পুণ্যস্নান সেরেছেন ৫০ লক্ষ মানুষ। দুনিয়ার সব থেকে বড় জমায়েত হিসেবে দেখা হয় কুম্ভমেলাকে। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আশা, ২০২৫-এর মহাকুম্ভে হাজির হবেন প্রায় ৪০ কোটি মানুষ। যা আমেরিকা কিংবা রাশিয়ার জনসংখ্যা থেকেও বেশি। ৪০০০ হেক্টর এলাকায় ছড়ানো এই মেলা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ৪৫ দিনের মহাকুম্ভ মেলার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার ৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে প্রয়াগরাজে অর্ধ কুম্ভ মেলা রাজ্যের অর্থনীতিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার জোগান দিয়েছিল। সে বার ওই মেলায় ২৪ কোটি ভক্ত যোগ দিয়েছিলেন। যোগীর আশা, পুণ্যার্থীর সংখ্যা এ বার ৪০ কোটিতে পৌঁছবে। ফলে অঙ্কের হিসাব বেড়ে ২ লক্ষ কোটিতে পৌঁছতে পারে। ভক্তদের কী না লাগে! ব্যবসায়ীদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন 'কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স'-এর মতে, খাবার, জল, জুস, বিস্কুট বিক্রি করেই প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে। এ ছাড়াও রয়েছে পুজোর উপকরণ। তেল, বাতি, সঙ্গমের জল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পাত্র, ধর্মীয় বই— বিক্রি হবে সবই। সেই বাণিজ্যের অঙ্কটাও কম নয়— তা-ও প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। যাতায়াত থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন যাঁরা, তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসার। পর্যটন ক্ষেত্রেও একই অঙ্কের টাকার লেনদেনের আশা। আয়ুর্বেদ নিয়ে আসতে পারে ৩ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা। ডিজিটাল পেমেন্ট, ওয়াইফাই, মোবাইল চার্জিং স্টেশনের লেনদেনের অঙ্কটাও কম নয়— ব্যবসায়ী সংগঠনটির মতে, তা-ও প্রায় ১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছবে।

ধর্ম ও অর্থনীতির এই মেলবন্ধনকে সামনে রেখেই প্রয়াগরাজে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। ভিড় করেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। সঙ্গমের জলে স্নান করতে বহু বিদেশিও পৌঁছে গিয়েছেন। সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত জানিয়েছেন, মহাকুম্ভে যোগ দিতে ১৫ লক্ষ বিদেশি প্রয়াগরাজে আসতে চলেছেন। সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাকুম্ভের শুরুর দিনটিকে একটি বিশেষ দিন হিসেবে তুলে ধরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারও এই মেলার সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে খুবই আশাবাদী।

এত মানুষের জমায়েত যেখানে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপত্তার বিষয়টিকে জোর দিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু আকাশেই নয়, এ বার জলের তলাতেও নজরদারি করতে রাখা হয়েছে ড্রোন। ৪০ কোটি মানুষের ভিড় সামলাতে ৪০ হাজার পুলিশ আধিকারিকের ঠিকানা এখন প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। *সংবাদ সংস্থা*



গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের স্নান। সোমবার। *পিটিআই*

## এক নজরে

### জামিন চিন্ময়ের আইনজীবীদের

▸▸ চট্টগ্রাম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিলেন বাংলাদেশের সনাতনী ধর্মগুরু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের ৬৩ জন আইনজীবী। এঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খুন, বিস্ফোরণ ও সরকারি কর্মীদের উপরে হামলার মতো অভিযোগে মামলা করেছিল পুলিশ। এই সব মামলার অনেকগুলিই ছিল জামিন অযোগ্য ধারায়। এর ফলে এই আইনজীবীরা চিন্ময়কৃষ্ণর পক্ষে আদালতে যেতে পারছিলেন না। সোমবার তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন বলে চট্টগ্রামের আদালতে কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ঢাকা থেকে আসা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী বিচারককে বলেন, ২৬ নভেম্বর আদালতে গোলমালের দিনে এঁরা ছিলেন না। অভিযোগকারীও সে কথা বলেনি। এর পরে বিচারক এঁদের জামিন মঞ্জুর করেন।

### ‘একটাই প্রশ্ন’

▸▸ অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে দুই তরুণীকে বাধ্য করা হয়েছিল নিজেদের কবর খুঁড়তে। জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত কুয়োয় ফেলে গুলি করা হয় তাঁদের। মৃত্যু হয় পাসকোর। বন্ধুর দেহের নীচে লুকিয়ে মড়ার ভান করে প্রাণে বাঁচেন মেলিসা পিউ নামে আমেরিকার মিসৌরির অন্য তরুণী। ঘটনা ২০২০ সালের। ন'জন অভিযুক্তের মধ্যে বিচার বাকি থাকা শেষ জনের বিরুদ্ধে মেলিসা সম্প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছেন। কোর্টে তিনি বলেন, স্টিভেন চেজ় ক্যালভেলি নামে ওই অভিযুক্তকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুধু একটাই প্রশ্ন, প্রাক্তন সেনাকর্মী ও বীরত্বের খেতাব পাওয়া স্টিভেন কেন তখন মূল চক্রী গ্রে হান্টার জুনিয়রকে নিরস্ত করেননি? গ্রে স্টিভেনের বন্ধু। ২০২২ সালেই তার ৪০ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। স্টিভেন কোর্টে বলেন, তিনি ক্ষমা চাইছেন না, শুধু বলতে চান, তিনি দুঃখিত।

# দূতকে জবাবি তলব

▸ পৃঃ ১-এর পর

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সহ ৫টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ঢাকায় সাক্ষাৎ শেষে প্রণয় বর্মা বলেছিলেন, নয়াদিল্লি ও ঢাকা 'নিরাপত্তা বজায় রাখতে সীমান্তে বেড়ার বিষয়ে একটি বোঝাপড়ার মধ্যে রয়েছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, বিজিবি এবং বিএসএফ এই নিয়ে কথা বলছে।

অন্য দিকে, আজ ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী মন্তব্য করেন, কোনও দেশের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক নিয়ে তখনই আলোচনা করি যখন সে দেশে নির্বাচিত সরকার থাকে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সামরিক সম্পর্ক 'চমৎকার' এ কথা জানিয়ে উপেন্দ্র বক্তব্য, "সম্প্রতি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান বলেছেন ভারত কৌশলগত ভাবে তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও মনে করি, বাংলাদেশ রণকৌশলগত ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে, পরস্পরকে বুঝতে হবে। বিবাদ কারও জন্যই ভাল নয়। তবে এখনও পরস্পর পরস্পরের বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। ঢাকায় পটপরিবর্তনের সময় থেকেই আমি বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলছি। নভেম্বরে আমাদের ভিডিয়ো সম্মেলনও হয়েছে। সামরিক সহযোগিতা আগের মতোই চলছে।" তবে তিনি জানান, পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে যৌথ মহড়া স্থগিত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে আবার তা শুরু হবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত ভারতীয় সেনার থাকলেও বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে বিএসএফের হাতে। যদিও সেনাপ্রধান আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন।

ঘন কুয়াশার সুযোগে রবিবার মধ্যরাতে কাঁটাতারের বেড়া কেটে কোচবিহারের মাথাভাঙার গোপালপুর সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল জনা দশেক বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। বিএসএফ বাধা দিলে ওই সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা পাল্টা হামলা চালায়। মুহূর্তে তেতে ওঠে পরিস্থিতি। বিএসএফ জানিয়েছে, এক জওয়ান হামলায় জখম হয়েছেন। এর পরে রবার বুলেট ও গুলি এবং 'স্টান গ্রেনেড' ছোড়ে তারা। এক দুষ্কৃতী আহত হয়। তাকে নিয়েই ও পারে পালিয়ে যায় বাকিরা। ঘটনাস্থল থেকে দু'টি লোহার দা, একটি বেড়া কাটার যন্ত্র, একটি টুপি ও জুতো উদ্ধার হয়েছে। মাথাভাঙা থানায় এ নিয়ে অভিযোগ করেছে তারা।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর একটি বক্তব্যের 'ভিডিয়ো-ক্লিপিং' (সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার) ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যেখানে তিনি মেনেছেন, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে আঙ্গরপোতা-দহগ্রামের সীমান্তে ভারত বেড়া দিতে চাইলে, বাংলাদেশ আইনত বাধা দিতে পারে না। কারণ, ২০১০ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তিতে স্থির হয়— তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখবে ভারত, পরিবর্তে আঙ্গরপোতা-দহগ্রামে জ়িরো লাইনের উপরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারবে তারা।



■ পরিবেশ বাঁচাতে বিশেষ বার্তা। আধুনিক বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের সমাধিতে স্প্রে পেন্ট করছেন পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা। সোমবার লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে। *রয়টার্স*

# দাবানল কমার লক্ষণ নেই, মৃত বেড়ে ২৪

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জানুয়ারি:** এক সপ্তাহ হতে চলল বিধ্বংসী দাবানলে বিপর্যস্ত লস অ্যাঞ্জেলেসের আশপাশের একাংশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই আগুন কমার কোনও আভাসই নেই। বিপর্যয়ের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি। ক্রমাগত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় রয়েছে চোদ্দোশোরও বেশি দমকলের গাড়ি। ঘরছাড়াদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে সাধারণ নাগরিক। এরই মধ্যে, সম্প্রতি ঘরছাড়া মানুষদের জন্য আয়োজিত একটি খাবার বিতরণ কেন্দ্রে ব্রিটেনের রাজকুমার হ্যারি এবং তাঁর স্ত্রী মেগান পৌঁছলে তাঁদের নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। বহু নেটিজ়েন সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, শুধুমাত্র প্রচারের লোভেই তাঁরা এ ভাবে আচমকা ওই কেন্দ্রে গিয়েছিলেন।

দাবানলের জেরে গত কাল বাড়ি ছাড়তে হয়েছে হলিউড অভিনেতা জোশুয়া জ্যাকসনকে। আগুনে নিজের বিলাসবহুল বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেলেও সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জোশুয়া জানিয়েছেন, প্রিয়জনেরা সুস্থ রয়েছেন, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তবে বাড়ি বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ভিক্টর শ নামে এক বৃদ্ধের। নিজের বাড়ির পাশের রাস্তা থেকে ভিক্টরের দেহ উদ্ধার হয়। হাতে ধরা ছিল একটি হোজ় পাইপ। গত ৫৫ বছর ধরে যে বাড়িতে থেকেছেন, সেটি বাঁচাতে গিয়েই যে ভিক্টরের মৃত্যু হয়েছে, তা নিশ্চিত করেছে তাঁর পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দা রডনি নিকার্সন (৮৩)-এর মতো অনেকে আবার বাড়ি ছেড়ে যেতেই চাইছেন না। পরিবারের আর কোনও সদস্য বাড়িতে না থাকায় বিপদের সময়ে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ারও কেউ ছিলেন না। ফলে যখন বিধ্বংসী আগুন তাঁদের ঘরবাড়ি গ্রাস করে, তখন মৃত্যু হয় বাড়িতে থাকা ওই মানুষদেরও।

গৃহহীনদের সাহায্যে অবশ্য অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। ‘ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন’-এর মতো বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বহু রেস্তরাঁ বিনামূল্যে খাবার দিচ্ছে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের। বিনামূল্যে খাবার বিতরণের শিবিরও তৈরি করা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস জুড়ে। তবে সম্প্রতি পাসাডেনা কনভেনশন সেন্টারে খাবার বিতরণের সময়ে আচমকা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন হ্যারি এবং মেগান। অনেকেই এতে বিরক্ত। নেট-নাগরিকদের এক জন লিখেছেন, ‘এখানে আপনারা রাজ পরিবারের সদস্য নন!...সাহায্য করলে এমনিই করুন’। তবে হ্যারি এবং মেগানের এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েও পোস্ট করেছেন অনেকে।

আগুনে বিধ্বস্ত এলাকাগুলি থেকে লুটপাটের খবরও আসছে। দমকল কর্মী সেজে বাড়ি বাড়ি চুরি করার অভিযোগে ম্যালিবুতে গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে। প্রশাসনের কাছে খবর যেতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসের বেশ কিছু ধনী পরিবার আবার ব্যক্তিগত খরচের বিনিময়ে নিজেদের বাড়ি আগুনের গ্রাস থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করছেন বলেও খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, এমন কয়েকটি পরিবার দু'হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা) প্রতি ঘণ্টার বিনিময়ে ব্যক্তিগত দমকল পরিষেবার সাহায্য নিচ্ছেন। সেই সংস্থাগুলির আশ্বাস, আগুনের শিখা বাড়ির দিকে এগিয়ে আসলেই তা ঠেকিয়ে দেবে দমকল। বিপদ-বিপর্যের সময়েও কেন এমন বিভেদ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এর নিন্দা করেছেন অনেকে।

এর মধ্যেই আশঙ্কার বাণী শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহবিদদের আশঙ্কা, আগামিকাল থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড, গ্লেনডেল, সান বার্নার্ডিনো এবং আরভিনে। এই সব এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার গতি থাকতে পারে ৭০ থেকে ১১২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত। হাওয়ার গতি এ রকম থাকলে আগুন আরও দ্রুত নতুন নতুন এলাকায় ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছে দমকল। *সংবাদ সংস্থা*

# উদ্ধব ‘একলা চলো’ বললেও ভোটে একা লড়বে না এমভিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** মহারাষ্ট্রের পুরনির্বাচনে ‘একলা লড়াইয়ের’ ইঙ্গিত দিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। তবে রাজনৈতিক সূত্রের মতে, পশ্চিমবঙ্গে যে ভাবে সর্বস্তরে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একা লড়ছে তৃণমূল, মহারাষ্ট্রে তেমনটা করার কোনও সম্ভাবনাই নেই মহাবিকাশ আঘাড়ী (এমভিএ)-র শরিক দলগুলির। উদ্ধবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছিলেন, কর্মীরা নির্বাচনে একলা লড়াই করতে চাইছেন।

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক শিবির বলছে, নেহাতই দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এমনটা বলা। আসলে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের পরে বিরোধীদের এমনই ছত্রভঙ্গ অবস্থা যে, আলাদা ভাবে লড়াইয়ের শক্তিই নেই তাদের।

রাজনৈতিক শিবিরের বক্তব্য, এনসিপি-র প্রবীণ নেতা শরদ পওয়ার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, তাঁরা সমস্ত বিরোধী দল (কংগ্রেস-সহ) এক সঙ্গেই লড়বেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁর দলের নেতা, বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বলে সূত্রের খবর। পুরনিগম, পঞ্চায়েতের ভোটে লড়তে গেলে এক একটি দলকে যে পরিমাণ প্রার্থী (৮ থেকে ৭ হাজার) দাঁড় করাতে হয়, তা একক ভাবে দেওয়ার ক্ষমতা নেই উদ্ধবপন্থী শিবসেনা বা শরদ-গোষ্ঠীর হাতে থাকা এনসিপি-র। স্থানীয় রাজনৈতিক শিবির মনে করছে, তাদের একে অন্যের হাত তো ধরতে হবেই, কংগ্রেসও লাগবে সমস্ত আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে হলে। তবে এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিজেরা কিছু বাছাই করা আসনে একলা লড়াই করতে চাইবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়।

উদ্ধবের তরফে ভোটপ্রস্তুতি শুরু করা, প্রতিটি এলাকায় গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করা, কর্মীদের মনোবল বাড়ানো— এক কথায় বিধানসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পরে ফের উঠে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা শুরু হয়ে গেলেও শরদ পওয়ারকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মাঝে শরদ এবং অজিত পওয়ারের এনসিপি মিলে যেতে চলেছে বলে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু আপাতত তার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। পওয়ার শিবিরকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের হাওয়ায় বিভিন্ন তত্ত্ব ভাসছে। একাংশ মনে করছে, শরদ চুপ করে অপেক্ষা করছেন, সুযোগ এলে কেন্দ্রে এনডিএ সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য। জেডিএস নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার কেন্দ্রের মোদী সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলে তবেই অবশ্য সে সুযোগ আসবে। সূত্রের খবর, নীতীশ নিজে এনডিএ-র ভিতরে থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নীতীশের কাছে এমন খবরও এসেছে যে, তাঁর দলের বিধায়কদের ভাঙিয়ে নিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে বিজেপি। তাঁর অবস্থা হতে পারে উদ্ধব ঠাকরের মতো। নীতীশের সাংসদ সংখ্যা ১২, শরদের ৯। ফলে নীতীশের গদি টলোমলো হলে বা তিনি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে পওয়ার দর কষাকষি করে মন্ত্রিত্বের বিনিময়ে এনডিএ-কে সমর্থন করতে পারেন বলে মনে করছে একাংশ।

সূত্রের খবর, অজিত পওয়ারের এনসিপি-র সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন শরদের কন্যা সুপ্রিয় সুলে। তিনি দলীয় সাংসদ-বিধায়কদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, এমনটা হলে আখেরে শক্তি বাড়বে অজিতেরই। দুর্বল হয়ে যাবে শরদ পওয়ারপন্থীদের অস্তিত্ব।

# চার সন্তানে ১ লক্ষ! ঘোষণা ঘিরে বিতর্ক

**ভোপাল, ১৩ জানুয়ারি:** ‘চারটে করে সন্তানের জন্ম দিন, এক লক্ষ টাকা জিতুন!’ শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য এমন ‘পুরস্কার’ ঘোষণা করেছেন বিষ্ণু রাজোরিয়া নামে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী পদমর্যাদার এক ব্যক্তি। বিতর্ক শুরু হয়েছে তা নিয়ে। বিষ্ণু সরকারি ব্রাহ্মণ-কল্যাণ বোর্ডের শীর্ষ পদাধিকারী। সম্প্রতি তিনি বলেন, ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কমছে। তরুণ প্রজন্ম একটির বেশি সন্তানে উৎসাহই দেখায় না। বিষ্ণুর মতে, সেটা খুব সমস্যার। দম্পতিপিছু নিদেনপক্ষে চারটি সন্তান প্রয়োজন। তাঁর ঘোষণা, সেটা যাঁরা করবেন, সেই দম্পতিদের ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে পরশুরাম কল্যাণ বোর্ড। এ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। বিষ্ণুর মত ব্যক্তিগত বলে দাবি করে বিষয়টি থেকে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করছে রাজ্য বিজেপি।

গত কয়েক মাস ধরেই হিন্দুদের জনসংখ্যা বাড়ানোর দাবি তুলে বিভিন্ন সভায় সওয়াল করছেন সঙ্ঘের একাধিক নেতা। বিষয়টিতে সায় দিয়ে দিন কয়েক আগে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুও জন্মহার বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। অর্থনীতিবিদেরা অবশ্য বলছেন, নতুন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নের পথে বাধা তো তৈরি করবেই, একই সঙ্গে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, এই দুই ক্ষেত্রে নবজাতকেরা অবহেলিত হবে।" *সংবাদ সংস্থা*

## এক নজরে

### কর সংগ্রহ বৃদ্ধি

▸▸ গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে গত রবিবার পর্যন্ত নিট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ ১৫.৮৮% বেড়ে হয়েছে ১৬.৯০ লক্ষ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিডিটি) জানিয়েছে, এর মধ্যে আয়করের পরিমাণ প্রায় ৮.৭৪ লক্ষ কোটি। এই অর্থবর্ষে প্রত্যক্ষ কর খাতে ২২.০৭ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র।

### সিয়াচেনে পরিষেবা

▸▸ বিশ্বের উচ্চতম ও দুর্গম যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে প্রথম টেলিকম সংস্থা হিসেবে ৪জি ও ৫জি পরিষেবা চালু করল রিলায়্যান্স জিয়ো। সেনাবাহিনীর পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে এই পরিষেবা দিচ্ছে মুকেশ অম্বানীর সংস্থা। আজ, মঙ্গলবার সেনা দিবসে এই পরিষেবার সূচনা হচ্ছে।

### প্রযুক্তি বিনিয়োগ

▸▸ বিশ্ব বাজারের মন্থরতার কারণে ২০২৪ সালে ভারতে আর্থিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমেছে। লগ্নি বিশ্লেষণকারী সংস্থা ট্র্যাকশনের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২৮০ কোটি ডলার থেকে ৩৩% নেমে তা হয়েছে ১৯০ কোটি ডলার। তা সত্ত্বেও অবশ্য বিনিয়োগের নিরিখে বিশ্বে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে ভারত।

### বিকল্প বিদ্যুৎ

▸▸ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে বিকল্প বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতাকে ৫০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যেতে চায় কেন্দ্র। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত বছর ২৮.৬৪ গিগাওয়াট বেড়ে তা পৌঁছেছে ২০৯.৪৪ গিগাওয়াটে। এখন পর্যন্ত এই বৃদ্ধি বৃহত্তম।

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৭৮,৫৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৭৮,৯৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৭৫,০৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯১,০৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯১,১৫০ |

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

### শেয়ার সূচক

সেনসেক্স: ........ ৭৬,৩৩০.০১ (↓১০৪৮.৯০)

বিএসই ১০০: ........ ২৪,১৩১.৬০ (↓৪৯৮.০১)

নিফ্‌টি: ........ ২৩,০৮৫.৯৫ (↓৩৪৫.৫৫)

# উদ্বেগ বাড়ল শেয়ার ও টাকার বিপুল পতনে

নিজস্ব প্রতিবেদন

এক দিকে টাকা, অন্য দিকে শেয়ার। সোমবার ধস নামল দু'ক্ষেত্রেই। টাকা নতুন তলানি ছুঁল। একলপ্তে ডলার ৬৬ পয়সা বেড়ে এই প্রথম হল ৮৬.৭০ টাকা। এ বার তা দ্রুত ৮৭ টাকা হবে কি না, সেই প্রশ্ন দুশ্চিন্তা বাড়াল গোটা দেশে। গত দু'বছরে এক দিনে এতটা পড়েনি টাকা। এ দিন হুড়মুড়িয়ে পড়েছে শেয়ার বাজারও। সেনসেক্স ১০৪৯.৯০ পয়েন্ট নেমে ফিরেছে ৭৬ হাজারের ঘরে। থিতু হয়েছে ৭৬,৩৩০.০১ অঙ্কে। টানা চারটি লেনদেনে সূচক মোট ১৮৬৯ পড়েছে। লগ্নিকারীরা হারিয়েছেন ২৪.৬৯ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার সম্পদ।

বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, ২০ জানুয়ারি আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলির আশঙ্কা, ট্রাম্পের নীতি বাণিজ্যে পাঁচিল তুলে রফতানি-সহ ভারতের অর্থনীতির জন্য প্রতিকূলতা তৈরি করতে পারে। তাই তাদের মধ্যে শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়েছে। সূচকের পতনের অন্যতম কারণ এটি। তাতে বিদেশি লগ্নিকারীদের মধ্যে ডলারের চাহিদা বাড়ায় নজিরবিহীন তলানি ছুঁয়েছে টাকাও। তার উপর বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়ছে। আমদানিকারীদের ডলার লাগছে বেশি। অনেকে অনিশ্চয়তার আবহে লগ্নির জন্য ডলারকে বেছে নিচ্ছেন। এত দিক দিয়ে চাহিদা দাম বাড়াচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলেন, "বহু পণ্য তৈরিতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। টাকার দাম কমায় সেগুলি আমদানির খরচ বাড়বে। ফলে বাড়বে তা দিয়ে তৈরি পণ্যের দামও। ভারত বিদেশ থেকে ভোজ্য তেলও কেনে।" রফতানি সংগঠন ইইপিসির পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাকেশ শাহ-র বক্তব্য, "আরবিআইয়ের পক্ষেও ডলার ছেড়ে টাকার পতন রোখা মুশকিল। কারণ, তাতে বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার দুর্বল হয়। আশঙ্কা থাকে মূল্যবৃদ্ধির মাথাচাড়া দেওয়ার।"

রফতানি সংগঠন ফিয়ো-র ডিরেক্টর জেনারেল অজয় সহায়ের অবশ্য দাবি, "ডলারের সাপেক্ষে মুদ্রার পতনের হার অনেক দেশে আরও বেশি। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত টাকার দাম কমেছে ২.৪%। মালয়েশিয়ার রিঙ্গিটের দাম কমেছে ৩.১%, ফিলিপিনসের পেসোর ৩.৮%, সিঙ্গাপুর ডলারের ৪.১% এবং জাপানি ইয়েনের ৮%।" সূত্রের দাবি, শীর্ষ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করছিল বলেই অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা পড়ছিল কম। সোমবার থেকে তারা ডলার বিক্রি কমিয়েছে।

বিশেষজ্ঞ আশিস নন্দী বলেন, "ট্রাম্প-নীতি ভারতের ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কাতেই বিদেশি লগ্নি সরছে। তার উপর আমেরিকায় কর্মসংস্থানের ভাল হার অর্থনীতির উন্নতির বার্তা দেওয়ায় সুদ কমার সম্ভাবনা কমছে সেখানে। দেশে শিল্প সংস্থাগুলির আর্থিক ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। সব মিলিয়ে বাজার দুর্বল।" এ দিন ভারতে প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের পতনও।

# দুশ্চিন্তায় অর্থ মন্ত্রক, সুদ ছাঁটাই নিয়ে সংশয়

নিজস্ব সংবাদদাতা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** টাকার দাম রোজই নামছে। তার সঙ্গে বাজেটের আগে মোদী সরকারের অর্থ মন্ত্রকের চিন্তাও বাড়ছে। তাদের আশা ছিল, আর্থিক বৃদ্ধির হারে গতি আনতে অর্থমন্ত্রী ১ ফেব্রুয়ারি বাজেটে বেশ কিছু ঘোষণা করবেন। তার পরে একই লক্ষ্যে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমাবে। কিন্তু টাকা যে ভাবে পড়ছে, তাতে সুদ কমানো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

সরকারি সূত্রের দাবি, পতন রুখতে আরবিআই ডলার বিক্রি করছিল। ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় টাকা পড়ছিল কম। কিন্তু তাতে রফতানির বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। অর্থ মন্ত্রকের কর্তারা বলছেন, সোমবার থেকে আরবিআই হস্তক্ষেপ কমিয়েছে। অথচ অনেকেই ডলার মজুত করছেন। ফলে টাকা আরও তলিয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রকের আশঙ্কার কারণ, এতে আমদানির খরচ বাড়ছে। চড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি, অর্থাৎ আমদানি-রফতানির ফারাক। গত নভেম্বরে যা ৩৭৮০ কোটি ডলার ছুঁয়ে নজির গড়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি চিন্তা, তেল-গ্যাস, ভোজ্য তেল, ডালের আমদানির খরচ বৃদ্ধি। এতে মূল্যবৃদ্ধি চড়ার আশঙ্কা। ফলে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানো কঠিন হবে। অথচ সেটা হলে ব্যাঙ্কগুলি ঋণে সুদ কমায়। ফলে অর্থনীতিতে গতি আসে। এই অবস্থায় কেন্দ্রের একমাত্র স্বস্তি, ডিসেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির ৫.২ শতাংশে নেমে আসা। এতে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে সুদ কমানোর সুযোগ খুললেও টাকার পতন তাতে জল ঢালতে পারে।

ইউপিএ জমানায় টাকার দাম পড়ার সময় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের বয়সের সঙ্গে ডলারের দামের তুলনা করে কটাক্ষ করতেন। আজ কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ সেই ইঙ্গিত করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় মোদীর বয়স ছিল ৬৪ বছর। ডলার ছিল ৫৮.৫৮ টাকা। তিনি টাকাকে আরও মজবুত করার কথা বলেন। তাঁর পূর্বসূরির বয়স তুলে কটাক্ষ করেন। এখন মোদীর বয়স ৭৫ হতে চলেছে। ডলার ৮৬ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। মোদী নিজের তৈরি বোমার আঘাতে নিজেই উড়ে যাচ্ছেন।" কংগ্রেসের কটাক্ষ, টাকার দামের সঙ্গে মোদীর ভাবমূর্তিরও পতন হচ্ছে। কেন্দ্র অর্থনীতিতে যে অব্যবস্থা তৈরি করেছে, তারই ফল দেখা যাচ্ছে।

অর্থ মন্ত্রক সূত্রের অবশ্য যুক্তি, টাকা নামছে ডলারের দাম বাড়ছে বলে। যার কারণ, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হওয়া। সে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক সুদের হার সামান্য কমাবে, এই আশায় বন্ডে আয় বৃদ্ধি। তাই লগ্নি শেয়ার থেকে সেখানে সরছে।

# লাগবে ব্যাখ্যা

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** গ্রেফতারির সময়ে শুধু কারণ জানালেই চলবে না, সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে হবে গ্রেফতারের ভিত্তি। এই গোটা প্রক্রিয়ার স্বীকৃতিও লিখিয়ে নিতে হবে অভিযুক্তের থেকে। দিল্লি হাই কোর্টের একটি রায়ের প্রেক্ষিতে জিএসটি অফিসারদের এমনই নির্দেশ দিয়েছে পরোক্ষ কর ও শুল্ক পর্ষদ (সিবিআইসি)।

জিএসটি বিধিতে বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং জামিনের নিয়ম ২০২২ সালের অগস্টে কার্যকর হয়েছিল। সম্প্রতি সেই নির্দেশিকায় কিছু বদল আনা হয়েছে। আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গ্রেফতারির কারণ ব্যাখ্যাই যথেষ্ট ছিল। তা থাকতে হত গ্রেফতারির নথিতে। এ বার সিবিআইসি জানিয়েছে, গ্রেফতারের ভিত্তির ব্যাখ্যা দিতে হবে। নথির শেষে তা থাকতে হবে লিখিত অবস্থায়। *সংবাদ সংস্থা*

# ব্যবস্থার আর্জি

**নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি:** জ়োম্যাটো, সুইগির মতো খাবার পৌঁছে দেওয়ার সংস্থাগুলি ব্যবসার পরিবেশ নষ্ট করছে বলে অভিযোগ করল হোটেল ও রেস্তরাঁগুলির সংগঠন এফএইচআরএআই। তাদের বক্তব্য, অ্যাপ সংস্থাগুলি বাজারে এসেছিল অর্ডারের ভিত্তিতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবসায়। এখন তারা নিজেদের ব্র্যান্ডের খাবার বিক্রি করতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রকদের ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে সংগঠনটি। *সংবাদ সংস্থা*

# একটু নামল মূল্যবৃদ্ধির হার

নিজস্ব সংবাদদাতা

দাম বৃদ্ধির গতি আরও একটু কমল। তবে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরল না খুচরো বাজারে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধির হার সেখানে সেই সেপ্টেম্বর থেকে ৫ শতাংশের উপরে। অক্টোবরে পেরোয় ৬%। পরের দু'মাসে একটু করে কমেছে বটে। কিন্তু ৫ শতাংশের নীচে নামেনি। সোমবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বরের মূল্যবৃদ্ধি ৫.২২%। যা চার মাসে সবচেয়ে কম। কিছুটা নেমেছে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও। হয়েছে ৮.৩৯%। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দাম বৃদ্ধির গতি কমলেও এখনও তা নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো কমেনি। গত মাসে আনাজের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ২৬.৫৬%, ভোজ্যতেল ১৪.৬০%, ফল ৮.৪৯%।।

বন্ধন ব্যাঙ্কের মুখ্য অর্থনীতিবিদ সিদ্ধার্থ সান্যাল বলেন, "মূল্যবৃদ্ধির মাথা নামানো ভাল লক্ষণ। তবে এখনও হার বেশ উঁচু। তবে আর্থিক বৃদ্ধির শ্লথ হওয়াকে উপেক্ষা করার নয়। ফলে টাকার দাম আর না পড়লে আগামী মাসে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।" পটনা আইআইটির অর্থনীতির অধ্যাপক রাজেন্দ্র পরামানিকের দাবি, "মূল্যবৃদ্ধির হার কমাকে স্বাগত জানিয়েও এটা নিশ্চিত বলা কঠিন যে, সুদ কমবে। কারণ, সেই সিদ্ধান্তের আগে আরবিআই খতিয়ে দেখবে বিশ্ব বাজারের আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা, সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকিও।"

# রুশ তেলে নিষেধাজ্ঞায় বাড়ছে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

গত শুক্রবার রাশিয়ার অশোধিত তেল এবং সেই তেলবাহী ১৮৩টি জাহাজের উপরে নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। শেষ প্রহরে জো বাইডেন প্রশাসনের এই পদক্ষেপ বিশ্ব বাজারে কী প্রভাব ফেলবে, সেই প্রশ্নে আশঙ্কা চড়ছে বিভিন্ন মহলে। সোমবার রাতে ব্রেন্ট ক্রুডের ব্যারেল এক সময়ে ৮১.২৫ ডলার ছোঁয়। তা আরও বাড়ে কি না, সে দিকেই এখন নজর। বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি মানে সমস্ত পণ্যের খরচ বৃদ্ধি এবং ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাড়তি দোলাচল। যার প্রাথমিক লক্ষণ এ দিন দেখা গিয়েছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের ঝাঁকুনিতে।

২০২২-এ ইউক্রেন আক্রমণের পরে প্রথম বার রাশিয়ার তেলের দামে ঊর্ধ্বসীমা চাপায় আমেরিকা-সহ উন্নত বিশ্বের কিছু দেশ। এ দফায় রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা গাজ়প্রম নেফ্ট এবং সারগাস্টনেফ্টগাজ়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। তাদের দাবি, তেল ও গ্যাসের মুনাফাই রাশিয়াকে ইউক্রেনে আক্রমণের রসদ জোগাচ্ছে। তবে সূত্রের খবর, ভারত এখনই রাশিয়ার তেলের জোগান কমার আশঙ্কা দেখছে না। কারণ, মার্চ পর্যন্ত জাহাজগুলি নির্বিঘ্নে তা সরবরাহ করতে পারবে। যদিও পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ব্রাজ়িল-সহ জ্বালানির বিকল্প উৎসের সন্ধান শুরু করেছে দিল্লি। সেই সঙ্গে আরও দু'দিকে নজর সংশ্লিষ্ট মহলের। প্রথমত, ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরে জ্বালানি সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ করেন কি না। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞাকে চিন স্বীকৃতি দেয় কি না।

**ভিতরে:** বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের ৯ তৃণমূল নেতাকে খুনে ধৃত আরও এক ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা
# কলকাতা
কলকাতা মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ XXCE



**১৪.০১.১৯৪৯**
কলকাতা পুরসভায় মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধীর তৈলচিত্রের উন্মোচন করছেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

## এক নজরে

### শব্দবাজি উদ্ধার, গ্রেফতার

▸▸ ৯২০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি-সহ এক জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতের নাম আলম শেখ। তার বাড়ি মালদহের মানিকচকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে বিভিন্ন বাক্সে নিষিদ্ধ বাজি মজুত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সেখান থেকেই ধরা হয় আলমকে। কী উদ্দেশ্যে ওই বাজি মজুত করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

### আহত কিশোরী

▸▸ বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় আহত হল এক কিশোরী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকার বেলেঘাটা মেন রোডে। আহত কিশোরীর নাম নন্দিনী চৌধুরী (১৫)। তার বাড়ি গড়িয়ার অশোক রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, এ দিন বেলেঘাটা মেন রোডে খন্না হাই স্কুলের কাছে ট্যাক্সিটি ওই কিশোরীকে ধাক্কা মারে। এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

## আজ

### বিবিধ

**রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি (নরেন্দ্রপুর):** ২টো (অন্য দিন ১০—৬-৩০)। ৬৬তম বার্ষিক প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান। ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। **মায়া আর্ট স্পেস:** ২-৮টা। শমিতা বসুর আঁকা ছবি। **শ্রীঅরবিন্দ ভবন:** ৬টা। 'হাউ টু ডু মেডিটেশন' প্রসঙ্গে ইউ কে মুখোপাধ্যায়। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার:** ৬টা। সন্তোষকুমার বসু-অরবিন্দ বসু ও সতী রায় স্মারক বক্তৃতায় দিবাকর আচার্য। **উত্তম মঞ্চ:** সকাল ৯-৩০। দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যাপীঠের ৭৫তম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
*aaj@abp.in*

**এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।**
**যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234**
**এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।**

# ২১টি সেলাই, স্কুলের জানলার কাচ ভেঙে পড়ে জখম ছাত্র



■ প্রিয়ম দাস



■ সৃঞ্জয় রায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

স্কুলে প্রার্থনার জায়গায় তখন জড়ো হচ্ছিল পড়ুয়ারা। আচমকাই জানলার কাচ ভেঙে পড়ায় জখম হল তাদের মধ্যে দু'জন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের নব নালন্দা স্কুলে। গুরুতর জখম এক পড়ুয়ার নাম প্রিয়ম দাস। তাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে, পরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয়। নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার মাথায় এবং ঘাড়ে গুরুতর চোট লেগেছে। তার মাথায় ১২টি এবং ঘাড়ে ন'টি সেলাই পড়েছে। আহত নবম শ্রেণির আর এক ছাত্রের নাম সৃঞ্জয় রায়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দিন উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলের সামনে। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে দীর্ঘদিন সংস্কারের কাজ হয় না। যদিও স্কুলের তরফে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, কয়েক জন পড়ুয়া খেলার ছলে জানলায় ধাক্কা দেওয়ায় এই বিপত্তি। এর পরেই অভিভাবকেরা দাবি করেন, পড়ুয়াদের উপরে দায় চাপাতে চাইছে স্কুল। গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এর জেরে ছুটির পরেও ছাত্রদের আটকে পড়তে হয়। পৌঁছয় টালিগঞ্জ থানার পুলিশ।

অভিভাবকেরা জানান, সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ প্রার্থনা চলার সময়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পাঁচতলা থেকে কাচ-সহ একটি জানলার আস্ত ফ্রেম ভেঙে পড়ে। সৃঞ্জয় বলে, "প্রার্থনা শুরুর আগে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রিয়ম। হঠাৎ দেখি, উপর থেকে জানলার কাচ ভেঙে পড়ছে। সরে যেতে পারিনি। জানলার কাচ প্রিয়মের মাথায় পড়তেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে। জানলার ফ্রেমের কিছুটা আমার মাথা ও হাতেও এসে পড়ে। হাত কেটে যায়। টুপি পরেছিলাম বলে মাথায় সে ভাবে আঘাত লাগেনি।"

অভিভাবকদের অভিযোগ, এক মাস আগেও এক বার কাচ ভেঙে পড়েছিল। এ দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের চাতালের একাংশ প্রায় অনাবৃত। সেই জায়গাতেই কাচ ভেঙে পড়েছে। অভিভাবকেরা জানান, স্কুলের দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। তার জন্য প্রতি মাসে পড়ুয়াদের থেকে টাকা নেয় স্কুল। অথচ এ দিন দুর্ঘটনার পরে সেই অ্যাম্বুল্যান্সই পাওয়া যায়নি। রাস্তা থেকে গাড়ি ধরে পড়ুয়াদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। আহত সৃঞ্জয়ের মা বর্ণালী রায় বলেন, "ছেলের কাচে হাত কেটেছে, অথচ শুধু মলম লাগিয়ে ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। টিটেনাস দেয়নি। ছেলে খুবই আতঙ্কিত।"

যেখানে জানলা ভেঙে পড়েছে, সেই জায়গাটি ঘিরে দেয় পুলিশ। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার দাবি তুলে পড়ুয়াদের যাতায়াতের গেটের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। স্কুলের অধ্যক্ষ অরিজিৎ মিত্র সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। অ্যাম্বুল্যান্সের চালককে সাসপেন্ড করার কথাও জানান। তিনি বলেন, "স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকই আছে। কেন এমন ঘটল, খতিয়ে দেখা হবে।" যদিও এক অভিভাবকের দাবি, "রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এমন ঘটেছে। ঝড়-বৃষ্টি নেই। হঠাৎ করে এ ভাবে কাচ ভেঙে পড়বে কেন?" ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, "টালিগঞ্জ থানা ও নব নালন্দা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। আমাদের দাবি, এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে দোষীদের আইনানুগ শাস্তি দিতে হবে। আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসার ব্যয়ভার স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।"

কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, স্কুলের থেকে তার লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে শিক্ষা দফতর। ভবিষ্যতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের সুরক্ষার কথা ভেবে দুর্ঘটনাস্থলে জাল লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।



■ কাচ ভেঙে দুই ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনার পরে অধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের। সোমবার, নব নালন্দা স্কুলে। ছবি: সুমন বল্লভ



■ **তীর্থমুখী:** গঙ্গাসাগর যাচ্ছেন ভিন্ রাজ্যের পুণ্যার্থীরা। সোমবার, হাওড়া সেতুতে। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

# হাওড়ায় বেআইনি বহুতল রুখতে নকশা ওয়েবসাইটে

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

হাওড়া শহরে বেআইনি বহুতলের রমরমা রুখতে এ বার বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে যে সব বাড়ি বা বহুতলের নকশা পুরসভা অনুমোদন করবে, সেগুলি বিস্তারিত ভাবে দিয়ে দেওয়া হবে পুরসভার ওয়েবসাইটে। শহরের নাগরিকেরা সেই ওয়েবসাইট খুললে সংশ্লিষ্ট বাড়ি বা বহুতলের অনুমোদিত নকশা দেখতে পাবেন। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, এর ফলে এক দিকে যেমন বেআইনি বহুতল তৈরির প্রবণতা আটকানো যাবে, তেমনই বাড়ির নকশা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রতিফলিত হবে মানুষের কাছে।

হাওড়া পুরসভার দেওয়া হিসাবই বলছে, বর্তমানে শহরে বেআইনি বহুতলের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই প্রবণতা ঠেকাতে গত বছর পুরসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, সমস্ত নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনে নোটিস বোর্ড করে সেখানে পুরসভার অনুমোদিত নকশা টাঙিয়ে রাখতে হবে। যাতে সকলে জানতে পারেন, কত দূর পর্যন্ত সেই বহুতলটির অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সেই নির্দেশের পরেও দেখা গিয়েছে, অনেকেই নির্মাণকাজ চলাকালীন পুর অনুমোদিত নকশা টাঙিয়ে রাখার পরোয়া করেননি। শুধু তা-ই নয়, দোতলা পর্যন্ত তৈরির অনুমোদন নিয়ে পাঁচ থেকে ছ'তলা পর্যন্ত নির্মাণও অবলীলায় হয়ে গিয়েছে।

পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী সোমবার বলেন, "অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে পাঁচ-ছ'তলা যত বহুতল তৈরি হয়েছে, আমরা ইতিমধ্যেই সেগুলির তালিকা তৈরি করেছি। এখনও পর্যন্ত ১৫টি এমন বহুতলের সন্ধান মিলেছে। সেগুলির বেআইনি অংশ অবিলম্বে ভাঙা শুরু হবে।" তিনি জানান, বার বার বলা সত্ত্বেও বহুতলের নির্মাণকারীরা বাড়ির সামনে নোটিস বোর্ডে অনুমোদিত নকশা টাঙাচ্ছেন না। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন থেকে যে সব বহুতলের নকশা পুরসভা অনুমোদন করবে, সেগুলি পুরসভার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর থেকে অনলাইনে বাড়ির নকশার অনুমোদন দেওয়া শুরু হওয়ার পরে অনুমোদনের সংখ্যা আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে। ২০২৩-২৪ সালে অনলাইনে যেখানে ৯৪টি নকশা অনুমোদন করা হয়েছিল, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৮১টি।

একই সঙ্গে চেয়ারপার্সনের দাবি, ২০২১ সালের পরে বর্তমান বছর পর্যন্ত বহুতল নির্মাণে বিচ্যুতির (ডিভিয়েশন) সংখ্যাও অনেক কমেছে। ২০২১-২২ সালে পুরসভা অনুমোদিত নকশা থেকে বিচ্যুতির সংখ্যা ছিল ৪৪৯টি। চলতি অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫৭টিতে। তিনি বলেন, "বেআইনি বহুতল ভাঙার সংখ্যা বর্তমান বছরে বেড়েছে। ২০২৩-২৪ সালে পুরসভা ১০৭টি অবৈধ বহুতল ভেঙে দিয়েছিল। ২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ১৪০টি অবৈধ বহুতল। এই সংখ্যা যাতে আরও বাড়ানো যায়, তার জন্য বাড়ি ভাঙার দলের (ডেমোলিশন স্কোয়াড) সংখ্যা দুই থেকে বাড়ানো হবে।"

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গেলে পুর প্রশাসনের অর্থব্যয় হয়। তাই ঠিক হয়েছে, এ বার থেকে অবৈধ বহুতল ভাঙার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বহুতলের কতটা অংশ ভাঙা হল, বর্গফুট হিসাবে সেই মাপ পুরসভায় জমা দিতে হবে। তবেই ওই নির্মাণ ভাঙার জন্য যে খরচ হয়েছে, সেই টাকা সংশ্লিষ্ট দলকে দেওয়া হবে।

# আইআইটিতে ছাত্র-মৃত্যুর তদন্তে ফরেন্সিক দল

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

**খড়্গপুর:** বছর আড়াই আগে হস্টেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল তৃতীয় বর্ষের বি টেক এক ছাত্রের পচাগলা দেহ। খুনের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় অসমের বাসিন্দা ওই ছাত্রটির পরিবার। দ্বিতীয় বার ময়না তদন্তে সামনে আসে খুনের তত্ত্ব। ফের সেই খড়্গপুর আইআইটি-র হস্টেলেই মিলেছে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। এ ক্ষেত্রে পরিবার অভিযোগ না করলেও আগাম তৎপর হয়েছে পুলিশ। পুলিশের ডাকে সোমবার ক্যাম্পাসে এল রাজ্যের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দল।

এ দিন খড়্গপুর আইআইটি-র আজাদ হলে (হস্টেল) বালির বস্তা নিয়ে তদন্তে নামেন দুই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। সেখানেই রবিবার উদ্ধার হয়েছিল শাওন মালিক (২১) নামে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। কলকাতার কসবা রাজডাঙার বাসিন্দা শাওনের বাবা স্বরূপকুমার মালিক রাজ্যের এক মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক। তবে তিনি ছেলের মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পরিবারের তরফেও অভিযোগ হয়নি। তবে, রবিবারই আইআইটিতে পুলিশ কুকুর নিয়ে তদন্ত চলে। সোমবার পৌঁছয় ফরেন্সিক দল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন চিত্তকর্ষক সরকার। সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশের একাধিক আধিকারিক।

পুলিশ সূত্রের খবর, হস্টেলের তেতলায় শাওনের ৩০২ নম্বর ঘরে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা বালির বস্তা নিয়ে আসেন। জানলা থেকে বেরিয়ে থাকা লোহার রডে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ওই ছাত্রকে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা শাওনের সমান ওজনের প্রায় ৮০ কেজির বালির বস্তা ওই রডে ঝুলিয়ে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেন। সংগ্রহ করেন বিভিন্ন নমুনা। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখতেই ফরেন্সিক দলকে ডাকা হয়েছিল।

আগেও একাধিক পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে আইআইটি-র হস্টেলে। ২০২২ সালের ১৪ অক্টোবর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ফয়জ়ান আহমেদের পচাগলা দেহ উদ্ধারে আদালতে ধাক্কা খেয়েছে আইআইটি ও পুলিশ। ২০২৩-এর জুনেও গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপে আসা তিরুঅনন্তপুরমের এক পড়ুয়ার রহস্য-মৃত্যু হয়। দিন তিনেক আগে আইআইটি-র কর্মী আবাসন থেকে উদ্ধার হয় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক কর্মীর ঝুলন্ত দেহ।

# শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় সেতু সারাতে ১০০ ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

সি সি আর-১৫ সেতুর গার্ডার বদলের কাজের জন্য আগামী ২৩ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে ২৭ জানুয়ারি ভোর ৪টে পর্যন্ত টানা ১০০ ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় ট্রেন চলাচল। শিয়ালদহ থেকে দমদম এবং ডানকুনি হয়ে যে সব লোকাল ট্রেন চলে, ওই সময়ে সেগুলি সবই বন্ধ থাকবে। যে সব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে ছ'টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দু'টি ট্রেন হাওড়া থেকে চলবে। অবশিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন ওই সময়ে নৈহাটি, ব্যান্ডেল হয়ে চলাচল করবে।

রেল সূত্রের খবর, শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখার বালিঘাট এবং বালি হল্ট স্টেশনের মধ্যে সি সি আর-১৫ সেতুটি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ১৯৩১ সালে তৈরি ২২০ মিটার দীর্ঘ ওই সেতুর গার্ডার জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ওই পথে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হত। গার্ডার বদল করার পাশাপাশি ওই অংশে রেললাইনের গুণগত মান উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যালাস্টবিহীন ট্রাক পাতা হবে বলে জানিয়েছেন শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম।

এই কাজ চলাকালীন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে চলবে। শিয়ালদহ-সিউড়ি, শিয়ালদহ-জঙ্গিপুর রোড, আসানসোলগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, কলকাতা-পটনা গরিব রথ, তেভাগা, ডিব্রুগড়-কলকাতা, কলকাতা-বালুরঘাট এবং কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে ডানকুনি পর্যন্ত চলে, এমন ২০ জোড়া লোকাল ট্রেন ছাড়াও শিয়ালদহ-বারুইপাড়া এবং শিয়ালদহ-বর্ধমান লোকাল বাতিল থাকবে। দূরপাল্লার গুরুত্বপূর্ণ ১৭ জোড়া মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন ওই সময়ে শিয়ালদহ থেকে দমদম এবং নৈহাটি হয়ে চলাচল করবে। ওই সব ট্রেনের মধ্যে রাজধানী, বিকানের দুরন্ত, জম্মু-তাওয়াই, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট, দার্জিলিং মেল, পদাতিক, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, শিয়ালদহ-অজমের, আনন্দবিহার এবং সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসের মতো একাধিক ট্রেন রয়েছে। কাজ চলার সময়ে কাঞ্চনকন্যা এবং জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস কামারকুণ্ডু স্টেশনের পরিবর্তে নৈহাটি স্টেশনে থামবে। অন্য ১২টি ট্রেন দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের পরিবর্তে বেলঘরিয়ায় থামবে। ওই সময়ে শিয়ালদহ মেন এবং উত্তর শাখার নিয়মিত লোকাল ট্রেন ছাড়াও ডানকুনি শাখার একাধিক এক্সপ্রেস নৈহাটি, ব্যান্ডেল হয়ে চলার কারণে কর্ড শাখায় ট্রেনের চাপ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। ফলে, ওই শাখায় ট্রেন কিছুটা দেরিতে চলতে পারে বলে রেল সূত্রের খবর।

সোমবার শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বলেন, "যাত্রী-সুরক্ষা ছাড়াও পরিষেবা উন্নয়নের প্রয়োজনে ওই কাজ খুব জরুরি ছিল। যাত্রীদের হয়রানি কমাতে জাতীয় ছুটির সময়কে কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।" বাতিল ট্রেনের সংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটের ভাড়া যাত্রীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে রেল সূত্রের খবর।

# সোনারপুরে ভাড়া বাড়ি থেকে ধৃত ৫ বাংলাদেশি

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

সোনারপুর: অবৈধ ভাবে ভারতে থাকার অভিযোগে রবিবার রাতে সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর এলাকা থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম তুষার আহমেদ, ইসমাইল হোসেন, সামিদুল ইসলাম, মহম্মদ শামিম ও মহম্মদ জলিল। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও লক্ষ্মীপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে চার জন টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এ দেশে এসেছিল। কিন্তু সেই ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। জলিল এসেছিল অবৈধ ভাবে। ভারতে এসে সে জাল আধার কার্ড বানিয়েছিল বলেও অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রের খবর, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাঁচ জন এ দেশে আসে। সকলে অবশ্য একসঙ্গে আসেনি। এখানে এসে একটি গেঞ্জি কারখানায় কাজ নেয় তারা। সেই সূত্রে তাদের পরিচয় হয়। এর পরেই বৈকুণ্ঠপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে পাঁচ জন। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পাঁচ জনের কেউই পাড়ায় খুব একটা মেলামেশা করত না। ফলে, তাদের ব্যাপারে প্রতিবেশীরা প্রায় কিছুই জানতেন না।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সোমবার তুষার আহমেদ-সহ পাঁচ জনকে ধরে। সকলের কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে বাংলাদেশি সিম কার্ড। এ দিন ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, কী ভাবে এই পাঁচ জন ভারতে এল, কেন তারা ভিসার মেয়াদ পেরোনোর পরেও থেকে গিয়েছিল, কী ভাবে জাল পরিচয়পত্র পেল, কোনও দুষ্কর্মে জড়িত কিনা— সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ দিকে, বৈকুণ্ঠপুরে যে বাড়িতে পাঁচ জন ভাড়া থাকত, সেই বাড়ির মালিক পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর খোঁজ চলছে।

# শিশুকে ধর্ষণ-মামলায় দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

বড়তলা থানা এলাকায় ফুটপাতবাসী সাত মাসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের মামলায় সোমবার কলকাতা নগর দায়রা আদালতের বিশেষ পকসো কোর্টে দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। পাঁচ পাতার এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের সঙ্গে ফরেন্সিক রিপোর্টও জমা করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রের খবর।

এ দিন আদালতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারক ইন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায় মিত্রের এজলাসে দুই পুলিশকর্মী-সহ চার জন সাক্ষ্য দেন। তাঁদের নিয়ে এই মামলায় সাক্ষ্য দিলেন সাত জন। মোট সাক্ষী ২২ জন। নভেম্বরের ওই ঘটনার তদন্তে নেমে ৪ ডিসেম্বর রাতে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর থেকে অভিযুক্ত রাজীব ঘোষকে ধরে পুলিশ। ৩০ ডিসেম্বর তার বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট দেওয়া হয়। গত শুক্রবার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়। এ দিনও জেল হেফাজত থেকে রাজীবকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। তার হাতে চার্জশিটের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয়। রাজীবকে ফের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক। বিচার ভবনের মুখ্য সরকারি আইনজীবী দীপঙ্কর কুণ্ডু বলেন, "মঙ্গলবার এই মামলার ফের শুনানি। সাক্ষ্য দেওয়ার কথা চার চিকিৎসকের। দ্রুত এই মামলা নিষ্পত্তির পথে এগোচ্ছে।"

## সুরক্ষিত গণপরিসর ও কাজের জায়গার জন্য দাবিসনদ নিয়ে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

আর জি কর-কাণ্ডের জেরে প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন পেশার মানুষ। আন্দোলন থেকে সুরক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র এবং গণপরিসরের দাবি উঠেছে। আর জি কর-কাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া এখন চলছে। তার পাশাপাশি, আদৌ থেমে নেই ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন প্রান্তিক লিঙ্গ-যৌনতার (ট্রান্স ও কুয়্যার) মানুষেরাও। তাঁদের জন্য নেই আলাদা শৌচাগার, হাসপাতালের শয্যা। এমনকি, তাঁদের উপরে ঘটা অপরাধের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আইনও অস্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে আর জি কর আন্দোলনের রেশ টেনেই তৈরি হয়েছে রাত দখল (নারী, ট্রান্স, ক্যুয়ার) ঐক্য মঞ্চ। গত ডিসেম্বরে সেই মঞ্চের এক সমাবেশে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষিত বিশ্রামাগার, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি ও লোকাল কমপ্লেন্টস কমিটি তৈরি, প্রান্তিক লিঙ্গ-যৌনতার মানুষদের জন্য শৌচাগার তৈরির মতো একগুচ্ছ দাবি তোলা হয়। তার পরেও বিভিন্ন পেশার মেয়েরা জানিয়েছেন, কী কী পদক্ষেপ করা হলে তাঁরা সুরক্ষিত বোধ করবেন।

সেই দাবিসনদ প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐক্য মঞ্চের তরফে আগামী ১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হয়ে এই পদযাত্রা যাবে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। ঐক্য মঞ্চের তরফে শতাব্দী দাস জানান, পদযাত্রা শেষে মঞ্চের সদস্যদের কয়েক জন প্রতিনিধি শান্তিপূর্ণ ভাবে দাবিসনদ তুলে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। ইতিমধ্যে এই মিছিলের উদ্দেশ্য এবং কারা আয়োজক, তা জানতে চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। সেটির শুনানি আগামী ১৮ তারিখ। তবে ঐক্য মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল করতে চান। আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত দিন ও সময়েই মিছিল করবেন তাঁরা।

## এক নজরে

### রক্ষীদের থেকে টাকা ছিনতাই

শপিং মল থেকে অফিসে ফেরত যাওয়ার সময়ে একটি বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কড়েয়া থানা এলাকার একটি শপিং মলের কাছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এ দিন ওই বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীরা মলের একটি বিপণি থেকে তাঁদের টাকা সংগ্রহ করে অফিসে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। একটি ব্যাগে ১২ লক্ষ টাকা ভরে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আচমকা পিছন থেকে বাইকে চেপে এসে দুই দুষ্কৃতী টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পার্ক সার্কাসের দিকে পালায়। বাইকচালক ও আরোহীর হেলমেট পরা ছিল। পুলিশের অনুমান, ওই নিরাপত্তারক্ষীরা যে টাকা নিয়ে যাবেন, সেই খবর আগাম ছিল দুষ্কৃতীদের কাছে। তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বাইকটি চিহ্নিত করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে ফাঁকা ব্যাগটি।

### ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চিনার পার্ক এলাকার একটি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে সোমবার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল বাগুইআটি থানার পুলিশ। এ দিন সকাল ১০টা নাগাদ আবাসনের দোতলার ফ্ল্যাটে ঠাকুরঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম দেবব্রত সরকার (৪৮)। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক দাবি, পারিবারিক কিছু সমস্যা ঘিরে ইদানীং ওই ব্যক্তি অবসাদে ভুগছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই দেবব্রত আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে।

### চাবি হস্তান্তর

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণের কাজে সম্প্রতি জটিলতা দেখা গিয়েছিল। কারণ, যে জমি ধরে রাস্তা হবে, সেখানে একাধিক পরিবারের বসবাস ছিল। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন। সেই মতো সোমবার উত্তর দমদমে এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস-সহ পুরপ্রতিনিধিরা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও ব্যারাকপুর মহকুমা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। মোট ৬৬টি পরিবারের জন্য ফতুল্লাপুর মৌজায় ঘর তৈরি করা হয়েছে।

### ভাঙল ছাদের অংশ

একটি বাড়ির একাংশ ভেঙে আহত হলেন এক যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ শেক্সপিয়র সরণি থানার জওহরলাল নেহরু রোডে একটি সাততলা বাড়ির ছাদের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। বাড়িটির নীচে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি গাড়ির উপরে ভেঙে পড়ে ওই অংশ। এর ফলে গাড়ির মধ্যে থাকা এক যুবক স্বতেশ পাণ্ডে আহত হন। তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দফতরের কর্মীরা এসে বাড়ির ভাঙা অংশ সরিয়ে দেন।

## বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে বেপরোয়া একটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল মোটরবাইক চালকের। রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার হাওড়া-আমতা রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শেখ নাসির (৩২)। বাড়ি ডোমজুড়ের ডাঁসি দাসপাড়ায়। পুলিশ জানায়, যে বাসের ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়, সেটি পিকনিকের পরে হাওড়ার দিকে ফিরছিল। এর পরে উত্তেজিত জনতা বাসটিতে ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে এবং চালককে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই রাতে কারখানায় কাজ সেরে নিজের মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন নাসির। তিনি যখন বাঁকড়ার কাছে হাওড়া-আমতা রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা, রামরাজাতলা–হাওড়া ৫২ নম্বর রুটের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় ওই যুবক ছিটকে পড়েন। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ আবির বলেন, "এই দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয়েরা বাসটিকে ঘিরে ফেলে ভাঙচুর শুরু করে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই রাস্তা অবরোধ করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় আমরাই ওঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটা স্থানীয় নার্সিংহোম ও পরে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানেই উনি মারা যান।"

## তৃণমূল নেতাকে খুনে ধৃত আরও এক

নিজস্ব সংবাদদাতা

তৃণমূল নেতা অশোক সাউ খুনে অন্যতম অভিযুক্ত সুমিত পাসোয়ান ওরফে ভূতকে সোমবার জগদ্দল থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত বছরের ১৩ নভেম্বর জগদ্দল থানার কাছে একটি চায়ের দোকানে খুন হন অশোক। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুজল প্রসাদকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তার সঙ্গী সুমিতের খোঁজ পেতে বাড়ির আশপাশে নজর রাখছিলেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানান, কখনও হাওড়া, কখনও বা শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিংয়ে রাখা গাড়ি ধোয়া-মোছার কাজ করতে দেখা গিয়েছিল সুমিতকে। কিন্তু ধরতে গিয়েও সে হাতছাড়া হয় একাধিক বার। রবিবার পুলিশ খবর পায়, বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে সুমিত। সেই খবর পেয়ে রাতভর নজর রাখা হয় জগদ্দলে তার বাড়ির এলাকায়। ব্যারাকপুরের উপ-নগরপাল (উত্তর) গণেশ বিশ্বাস বলেন, "এ দিন ভোরে সূত্র মারফত খবর পেয়ে আমরা জানতে পারি, সুমিত বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু ধরতে গেলে সে আবার পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জগদ্দল স্টেশনের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

# আনন্দ প্লাস

XXCE কলকাতা মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

# সৃজিতের ছবির নায়িকা কৌশানী

**পরিচালকের আগামী থ্রিলার 'কিলবিল সোসাইটি'-র খবর দিচ্ছে আনন্দ প্লাস**

এ কশো দিনের পথে তার ছবি 'বহুরূপী'। এই সাফল্যের মধ্যেই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির নায়িকা হলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। সৃজিতের আগামী থ্রিলার 'কিলবিল সোসাইটি'তে থাকছেন কৌশানী। এটি 'হেমলক সোসাইটি'র সিকুয়েল বলা হচ্ছে। 'হেমলক...'-এর মতো এই ছবিতেও প্রধান চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন। তাঁর বিপরীতেই এ বার দেখা যাবে কৌশানীকে। নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'বহুরূপী'তে কৌশানীর অভিনয় নজর কেড়েছে। তার আগে রাজ চক্রবর্তীর ওয়েব সিরিজ় 'প্রলয়'-এও অভিনেত্রীর কাজ প্রশংসিত হয়েছিল। সৃজিত দুটো কাজই দেখেছেন। তিনি মনে করেন, ভাল চরিত্র ফুটিয়ে তোলার মতো ক্ষমতা রয়েছে কৌশানীর। তবে 'কিলবিল সোসাইটি'র জন্য সৃজিত প্রথমে মিমি চক্রবর্তীকে নায়িকা হিসেবে ভেবেছিলেন। কিন্তু ছবিতে একটি চুমুর দৃশ্য রয়েছে, তাতে নাকি আপত্তি ছিল মিমির। অতীতেও নায়িকা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়ে আপত্তি জানিয়ে ছবি ছেড়েছেন। তবে সৃজিতের ছবির চিত্রনাট্য নাকি বেশ পছন্দ হয়েছিল মিমির। ভাবনাচিন্তার জন্য খানিক সময় চেয়েছিলেন পরিচালকের কাছে। কিন্তু এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অভিনেত্রীর দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে অন্য নায়িকাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন পরিচালক। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে জানা যাচ্ছে, মিমি নাকি শেষ পর্যন্ত রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু তত দিনে কৌশানীকে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন সৃজিত।


কৌশানী

এই ছবি দিয়ে অনেক দিন পর এসভিএফ-এর সঙ্গে কাজ করবেন কৌশানী। এই প্রযোজনা সংস্থা দিয়েই তাঁর কেরিয়ার শুরু হয়েছিল। পরমব্রত ও কৌশানী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতা চূড়ান্ত হওয়া বাকি আছে। শুটিংয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়নি। সৃজিতের 'উইন্ডো ট্রিলজি'-এর শুটিং সামান্য বাকি। সোমবারই পরিচালকের 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'-এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিটি মুক্তির পরে, ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ 'কিলবিল...'-এর শুটিং শুরু হতে পারে বলে খবর।


সৃজিত

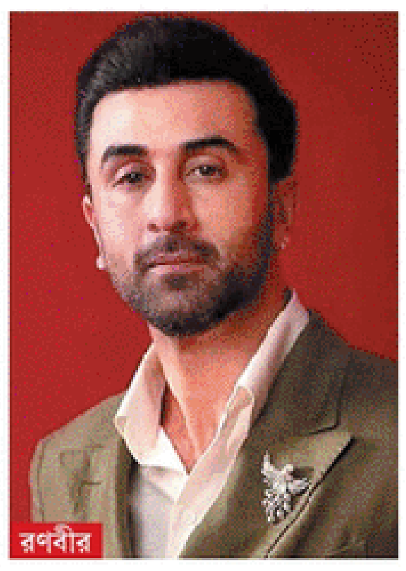
## বিধ্বংসী আগুনে কাজ থমকে হলিউডে

ফে ব্রুয়ারির শুরুতেই লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের বিধ্বংসী আগুনে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। তার সঙ্গে সামাজিক ভাবে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে পিছিয়ে যেতে পারে সেই অনুষ্ঠান। তবে শোনা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফান্ডরেজ়িং ইভেন্ট হিসেবে পুরো অনুষ্ঠান সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। অন্য দিকে ১৭ জানুয়ারি অস্কারের মনোনয়ন ঘোষণা করার কথা ছিল। সেটিও ১৯ জানুয়ারি অবধি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন ভোটিংয়ের সময়সীমাও। স্থগিত রাখা হয়েছে বাফটা টি পার্টি, প্রাক্-অস্কার পার্টি-সহ একাধিক ইভেন্ট।

পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে হলিউডের একাধিক ছবির প্রিমিয়ার, ওটিটিতে শো মুক্তির দিন। মঙ্গলবার ছিল জেনিফার লোপেজের ছবি 'আনস্টপেবল'-এর প্রিমিয়ার। ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে তা। এ ছাড়াও, 'উলফম্যান', 'দ্য পিট', 'বেটার ম্যান'... আরও বেশ কয়েকটি ছবির প্রিমিয়ারও বাতিল করা হয়েছে। ডাচেস অব সাসেক্স মেগান মার্কলের নতুন লাইফস্টাইল শো— 'উইথ লাভ, মেগান'-ও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির বদলে মার্চে মুক্তি পাবে সিরিজ়টি। সম্প্রতি আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রিন্স হ্যারি ও মেগান।

## নতুন লুকে

অ য়ন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ধুম ফোর'-এ যে রণবীর কপূর থাকবেন, সে কথা প্রকাশ্যে এসেছিল আগেই। শোনা যাচ্ছে, সেখানে রণবীরের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন লুক ভেবেছেন অয়ন। তাই তড়িঘড়ি হাতে থাকা অন্যান্য ছবির কাজ সারছেন অভিনেতা। ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে শুরু হবে 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির চতুর্থ পর্বের কাজ। রণবীরের হাতে রয়েছে নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর কাজ। 'রামায়ণ'-এর জন্য বডি ট্রান্সফর্ম করতে হয়েছে রণবীরকে। এর পরে রয়েছে সঞ্জয়লীলা ভন্সালীর 'লাভ অ্যান্ড ওয়র'। এই দুটো ছবি শেষ করে 'ধুম ফোর'-এর প্রস্তুতি শুরু করবেন অভিনেতা। রণবীরের সঙ্গে আরও দুই নারীচরিত্র থাকবে ছবিতে। সেই কাস্টিং এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে খলচরিত্রে কোনও দক্ষিণী অভিনেতা থাকতে পারেন বলে খবর।


রণবীর





## যা রটে

### স্বপ্ন হলেও সত্যি নয়

■ বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে যে যোজন ফারাক, তা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। দু'টি বাংলা ছবি নাকি বিশ্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার দাবিদার। তা নিয়ে কী ঢক্কানিনাদ, কী আস্ফালন! সেই দাবি যে কতটা ফাঁপা, তা মনোনয়ন সংক্রান্ত ন্যূনতম জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়। নির্মাতাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, যেনতেন প্রকারেন, নিজেদের হনু প্রমাণ করাটাই যুগধর্ম।

স্বপ্নের পোলাওয়ে যত খুশি ঘি তাঁরা একা ঢালছেন না। বাংলা ছবির বক্স অফিস কালেকশন যে ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে। বন্ধ থাকা সব সিনেমা হলগুলোও বোধহয় খুলে গিয়েছে। নয়তো ছবি প্রদর্শনের যা পরিকাঠামো, তাতে পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। আসল অঙ্কের খোঁজ সহজেই পাওয়া যায়। সেই সংখ্যাও মন্দ নয়, কিন্তু ওই যে স্বপ্নের পোলাও! বক্স অফিস সংখ্যা নিয়ে গরমিল করাটা ইন্ডাস্ট্রির দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বার কোনটা অর্গ্যানিক আর কোনটা ইনঅর্গ্যানিক আপনি ধরতে পারবেন না। কেউ ধরিয়েও দিতে যাবে না, পাছে যদি তার বেড়ালটাও ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে।



**আজ** | অস্ট্রেলীয় ওপেন টেনিস। ভোর ৫.৩০ থেকে। সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে সরাসরি সম্প্রচার।

**করুণের গড়: ৬৬৪**
অবিশ্বাস্য ছন্দে রয়েছেন করুণ নায়ার। বিজয় হজারে ট্রফিতে শেষ ছয় ইনিংসে অপরাজিত। রান ১১২, ৪৪, ১৬৩, ১১১, ১১২ এবং ১২২।

আনন্দবাজার পত্রিকা
# খেলা
XXCL
কলকাতা মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

## এক নজরে

### রঞ্জি ট্রফিতে অনিশ্চিত সুদীপ

রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার শেষ দুই ম্যাচের দল নির্বাচন আজ, মঙ্গলবার। হরিয়ানার বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে। বিজয় হজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্যাট করতে গিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন সুদীপ। বাংলা দলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের চোট এখনও সারেনি। আকাশ দীপ কোমরের চোটে এক মাসের জন্য বাইরে। কুঁচকিতে অস্ত্রোপচার হওয়ার ফলে খেলতে পারবেন না শাহবাজ় আহমেদও।

### বিদায় বাংলার

আমদাবাদে অনূর্ধ্ব-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির শেষ আটে লড়েও বিদায় বাংলার। প্রথম ইনিংসে বাংলার ২৬৪ রানের জবাবে মুম্বই করে ৩৫৫। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯০-৯ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে বাংলা। স্বস্তিক মাইতি করেন ৫৪ রান। জবাবে চতুর্থ দিনের শেষে মুম্বই ৫৬-১। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সৌজন্যে সেমিফাইনালে মুম্বই।

### জয়ী ইস্টবেঙ্গল

সিএবি আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ এক দিনের প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ২৮৮ রানে হারিয়েছে পাইকপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করে ইস্টবেঙ্গল করে ৩৫৫-৫। আর্যবীর শর্মা ১২৭ বলে ১৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন। আদর্শ শ ৮১ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ৬৭ রানে অলআউট হয়ে যায় পাইকপাড়া স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গলের এম বরুণ ছয় ওভারে চার মেডেন সহ তিন রান দিয়ে তিন উইকেট নেন।

### হার ওড়িশার

সোমবার আইএসএলে কেরল ব্লাস্টার্স ৩-২ গোলে হারিয়েছে ওড়িশা এফসি-কে। শুরুতেই ওড়িশাকে এগিয়ে দেন জেরি। দ্বিতীয়ার্ধে ৬০ মিনিটে সমতা ফেরান কেওয়ামে পেপরাহ্‌। ৭৩ মিনিটে ২-১ করেন জেসুস গিমেনেজ়। সাত মিনিট পরে সমতা ফেরান ডোরি। ৯০ মিনিটে ৩-২ করেন নোয়া সাদৌই। ১৬ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে আটে কেরল।

### আট গোল সিটির

এফএ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৮-০ হারিয়েছে সালফোর্ডকে। হ্যাটট্রিক করেন জেমস ম্যাকাটি। দু'টি গোল জেরেমি ডোকুর। খেলেননি আর্লিং হালান্ড। অন্য ম্যাচে দশ জনে খেলেও আর্সেনালকে হারিয়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ফল ছিল ১-১। ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালে ম্যান ইউ জেতে ৫-৩ গোলে।

# রিয়ালকে চূর্ণ করে সুপার কাপ বার্সেলোনার

**স্পেনীয় সুপার কাপ**
রিয়াল ২ ■ বার্সেলোনা ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন

**১৩ জানুয়ারি:** স্পেনীয় সুপার কাপে সাত গোলের রোমাঞ্চকর ফাইনাল। ৩৪ মিনিট দশ জনে খেলেও রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ চূর্ণ করে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

লা লিগার এল ক্লাসিকোয় গত বছরের অক্টোবরে ৪-০ জিতেছিল বার্সেলোনা। রবিবার সৌদি আরবের জেড্ডায় সুপার কাপ জিতে কিলিয়ান এমবাপে-রা 'মধুর' প্রতিশোধ নিতে পারেন কি না, তা নিয়েই আগ্রহ তুঙ্গে ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই লামিনে ইয়ামাল, রবার্ট লেয়নডস্কি-রা আক্রমণের ঝড় তোলেন। রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া-কে অতীতে কখনও এত কঠিন পরীক্ষার সামনে সম্ভবত পড়তে হয়নি। চার মিনিটের মধ্যে তিনি কর্নার করে দু'টি অবধারিত গোল বাঁচান। এর পরেই ধাক্কা খায় বার্সা। কর্নার থেকে আসা বল মার্ক কাসাদোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়র পাস দেন এমবাপেকে। ফরাসি তারকা বার্সার ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে ডান পায়ের শটে ১-০ করেন।

খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে যাওয়ায় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বার্সা। ১৭ মিনিটে রিয়াল সমর্থকদের উল্লাস থামিয়ে ইয়ামাল সমতা ফেরান। জুলস কুন্দের পাস রবার্ট লেয়নডস্কি দ্রুত ঠেলে দেন ইয়ামাল-কে। পেনাল্টি বক্সে ঢুকে দু'জনকে কাটিয়ে ১-১ করে দেন তিনি। ৩৪ মিনিটে ২-১ করেন লেয়নডস্কি স্বয়ং। নিজেদের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গাভি-কে ফাউল করেন রিয়ালের এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। ৩৬ মিনিটে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন লেয়নডস্কি। তিন মিনিটের মধ্যে ফের বিপর্যয় নেমে আসে রিয়াল শিবিরে। কুন্দের সেন্টার অসাধারণ হেডে জালে জড়িয়ে দেন রাফিনহা। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে (৪৫+১০ মিনিট) ব্যবধান বাড়ান আলেজান্দ্রো বলদে। রিয়ালেরই একটা কর্নার থেকে বল পেয়ে প্রতি-আক্রমণে উঠে ইয়ামাল অসাধারণ পাস দেন। দুরন্ত শটে ৪-১ করেন তিনি। এই গোলের পরেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় রিয়ালকে চূর্ণ করে বার্সার স্পেনীয় সুপার কাপ জয়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে রিয়াল মরিয়া হয়ে ঝাঁপায়। রদ্রিগোর শট ধাক্কা খায় পোস্টে। এক মিনিটের মধ্যেই রাফিনহা ফের ঝলসে ওঠেন। মার্ক কাসাদোর কাছ থেকে বল পেয়ে আন্তোনিয়ো রুডিগার ওহেলিয়া চুয়োমেনি-কে কাটিয়ে ৫-১ করেন। আট মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বার্সার গোলরক্ষক ভয়চেক সেজ়নি-কে লাল কার্ড দেখানোর ঘটনায়। এমবাপে-কে আটকাতে গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে তিনি ফাউল করেন। ফাউল আদায়ের জন্য 'ডাইভ' দিয়েছেন ভেবে রেফারি প্রথমে এমবাপেকেই হলুদ কার্ড দেখান। তার পরে ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলান। সরাসরি লাল কার্ড দেখান বার্সার শেষ প্রহরীকেই। ফ্রি-কিক থেকে রদ্রিগো ব্যবধান কমালেও রিয়ালের হার বাঁচাতে পারেননি।

বার্সাকে ১৫তম সুপার কাপ জিতিয়ে উল্লসিত ম্যানেজার হান্সি ফ্লিক বলেছেন, "এ রকম একটা অসাধারণ দলের ম্যানেজার হতে পেরে আমি গর্বিত। দশ জন হয়ে যাওয়ার পরে পরিস্থিতি খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। কী ভাবে খেলা উচিত তা নিয়ে আমরা মাঠেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ছেলেরা যে ভাবে খেলেছে, তাতে অভিভূত।"

এল ক্লাসিকোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সার কাছে চূর্ণ হওয়ার পরে বিধ্বস্ত রিয়াল ম্যানেজার কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, "জিতব কী করে? আমরা তো ফুটবলটাই খেলিনি।" এখানেই শেষ নয়। আরও বলেছেন, "খুব খারাপ একটা রাত। সমর্থকদের মতো আমরাও হতাশ। অবশ্য ফুটবল এ রকমই। কখনও আমরা জিতব। কখনও হারব। তবে হার থেকে আমাদের শিখতে হবে। সবচেয়ে আগে বুঝতে হবে, ফুটবলটাই আমরা খেলতে পারিনি। আসলে প্রবল চাপের মুখে আমরা দিশাহীন হয়ে পড়েছিলাম।" যোগ করেছেন, "আমরা খুব বাজে ভাবে রক্ষণ সামলেছি বলে সহজেই গোল পেয়ে যায় ওরা। বিরতিতে ছেলেদের বলছিলাম, আগে ফুটবল খেলার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, প্রথমার্ধে আমরা খেলতেই পারিনি।"



■ **উৎসব:** সুপার কাপ জয়ের পরে ট্রফি নিয়ে উল্লাস বার্সার। *গেটি ইমেজেস*

ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ

# নিশেষের লড়াইয়ে মোহিত নোভাক: অনেক দূর যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**১৩ জানুয়ারি:** কোনও লড়াই হওয়ারই কথা ছিল না। কিন্তু হল। নোভাক জোকোভিচের সামনে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণের। কিন্তু নিশেষ বাসবরেড্ডি পাল্টা লড়াই করলেন। জিতে নিলেন প্রথম সেট। শেষ পর্যন্ত হার মানলেও জোকোভিচের মন জিতে নিলেন এই তরুণ।

সোমবার মরসুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলীয় ওপেনের প্রথম রাউন্ডে নিশেষের বিরুদ্ধে জোকোভিচ জিতলেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ ফলে। নিশেষের বাবা ভারতীয় হলেও আমেরিকার নাগরিক। নিশেষকে জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ওয়াইল্ড কার্ড দিয়ে। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হওয়ায়। প্রথম ম্যাচেই ১৯ বছরের তরুণ পড়ে যান সার্বিয়ার কিংবদন্তির সামনে।

তিনি যে এক লড়াকু প্রতিভার মুখোমুখি হলেন, তা সবার আগে স্বীকার করলেন জোকোভিচ স্বয়ং। ম্যাচের শেষে জোকোভিচের প্রতিক্রিয়া জুড়ে ছিল নিশেষকে নিয়ে আগাগোড়া বিস্ময়, "এই লড়াইয়ে দেড় সেটের মতো সময় ও আমার থেকে ভাল খেলেছে। সমস্ত অভিনন্দন প্রাপ্য ছেলেটারই।"

মুগ্ধ জোকোভিচ আরও বলেন, "সত্যি কথা বলতে আমি ওকে এই তিন-চার দিন আগে পর্যন্ত কখনও খেলতে দেখিনি। কিছুই জানতাম না ওর ব্যাপারে। এমনিতেও প্রতিদ্বন্দ্বী একেবারেই অচেনা কেউ হলে সব সময় আপনার কাজটা কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে যার বিরুদ্ধে খেলছেন, তার যদি হারানোর কিছু না থাকে।"

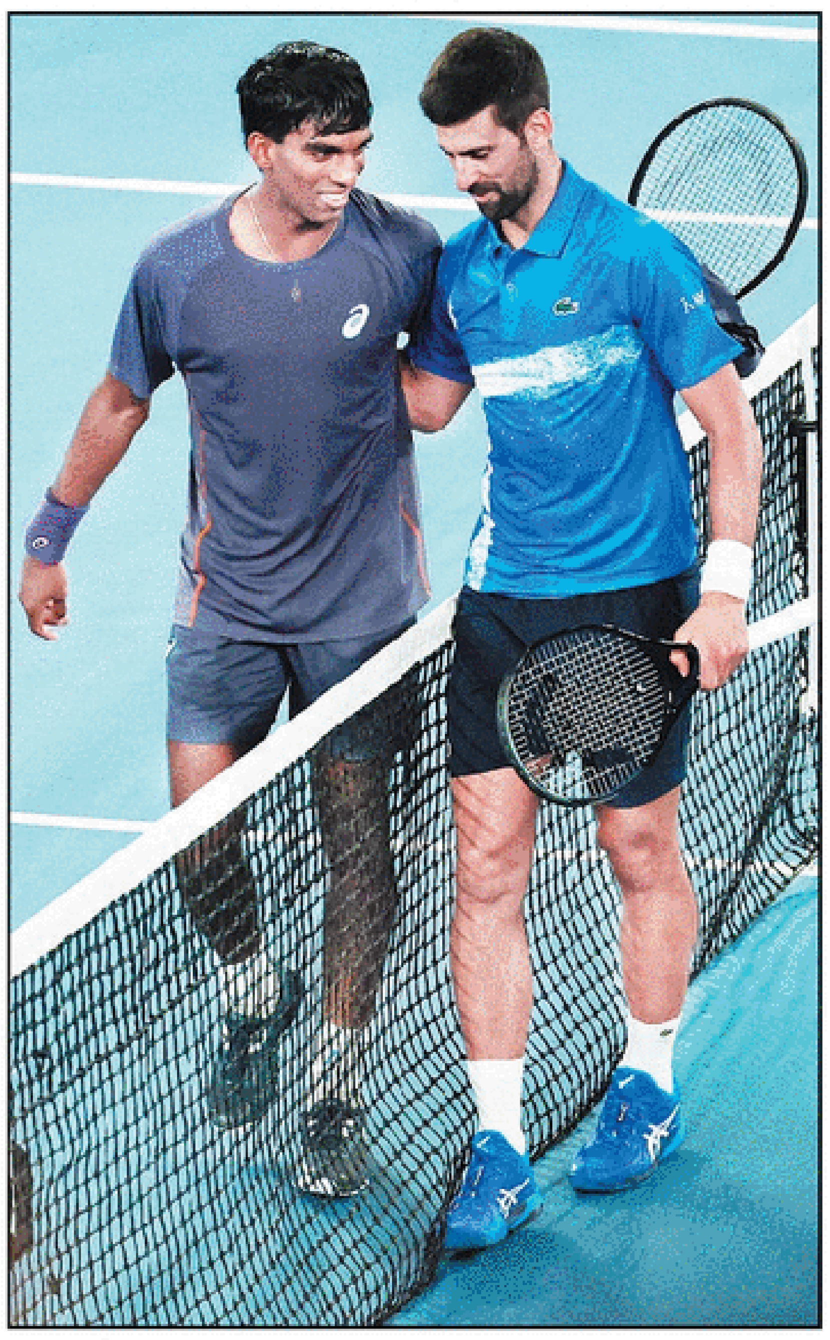
নিশেষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে জোকোভিচকে আরও বলতে শোনা যায়, "এটা ওর গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম ম্যাচ ছিল। ওর নানা ধরনের শট আমাকে অবাক করেছে। শেষ পর্যন্ত লড়াইও ছাড়েনি। আমি ওকে বাকি টেনিস জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই ভাবে যদি খেলে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে অনেক দূর যাবে।"

শুধু তো নোভাক নন, নিশেষকে দাঁড়িয়ে উঠে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্টেডিয়ামের প্রত্যেক দর্শক। নেল্লোরে আদিবাড়ি নিশেষদের। এই তরুণের ওয়াটস্যাপ স্টেটাসে সবসময় থাকে একটাই ছবি। সেটা জোকোভিচেরই। তাই দু'ঘণ্টা ৫৯ মিনিটের লড়াইয়ে নিজের গুরুকে মুগ্ধ করার কোনও সুযোগই কার্যত তিনি ছাড়েননি। কে বলবে, এই টেনিস-প্রতিভা পেশাদার হয়েছেন মাত্র এক মাস আগে। এবং, জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের শুরুর সেটেই বুঝিয়েছেন তাঁর উঠে আসাটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা। শুধু তাই নয়, তাঁর সার্ভিস আর শট খেলার শৈলীতেও ছিল সার্বিয়ান তারকার প্রভাব।

নিশেষের সার্ভিস জোকোভিচ প্রথম বার ভাঙতে পারেন দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি সময়। তবে দ্বিতীয় সেটেই পেশিতে টান ধরায় কিছুটা সমস্যায় পড়েন নিশেষ। তৃতীয় সেটে তাঁর নড়াচড়াও তাই ততটা সাবলীল ছিল না, যতটা দেখা গিয়েছে প্রথম সেটে। শুরুতে তো ৭২ শতাংশ প্রথম সার্ভিস থেকেই তিনি পয়েন্ট তুলে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে নিশেষের দ্বিতীয় সার্ভিসগুলোও ঠিকঠাক হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত ফল যাই হোক, টেনিস পণ্ডিতেরা স্বাগত জানিয়েছেন এই নতুন প্রতিভাকে।

জোকোভিচ জিতলেও মেলবোর্নে সোমবার অঘটনও কিন্তু ঘটেছে। হেরে গিয়েছেন স্টেফানোস চিচিপাস আর নিক কিরিয়স। প্রথম রাউন্ডেই। ২০ বছর বয়সি চিচিপাস মেলবোর্নে অস্ট্রেলীয় ওপেনের প্রাক্তন ফাইনালিস্ট। তাঁকে হারিয়ে চমকে দিলেন আমেরিকার অ্যালেক্স মিচেলসেন। ২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে গ্রিসের তারকা হেরে গেলেন চার সেটে। ফল ৫-৭, ৬-৩, ২-৬, ৪-৬।

একইসঙ্গে অনায়াসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং ডোপিং বিতর্কে জড়িয়ে পড়া ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাস। সিনার স্ট্রেট সেটে জিতেছেন নিকোলাস জেরির বিরুদ্ধে। আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কোর বিরুদ্ধে আলকারাসের পক্ষে ফল ৬-১, ৭-৫ ও ৬-১। মূলত চোটের জন্য স্বাভাবিক খেলা খেলতে না পারা স্থানীয় তারকা কিরিয়স স্ট্রেট সেটে হেরেছেন জেকব ফ্রার্নলের কাছে। মেয়েদের মধ্যে কোকো গফ আর ইগা শিয়নটেক জিতেছেন। সফিয়া কেনিনকে হারিয়েছেন কোকো। ৬-৩, ৬-৩। কাতেজিনা সিনিয়াকোবার বিরুদ্ধে ইগা জিতেছেন ৬-৩, ৬-৩ ফলে।



■ **গুরু-শিষ্য:** জেতার পরে নিশেষের সঙ্গে নোভাক। সোমবার। *রয়টার্স*

**কে এই নিশেষ?**

■ **জন্ম:** ক্যালিফোর্নিয়ার নিউ পোর্টে ২০০৫ সালের ২ মে।

■ **পরিবার:** অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের বাসিন্দা ছিলেন নিশেষের বাবা-মা। ১৯৯৯ সালে কর্মসূত্রে তাঁরা প্রথমে যান সান ফ্রান্সিসকো। তার পরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়।

■ **টেনিসে হাতেখড়ি:** গুরু ব্রায়ান স্মিথের কাছে। তাঁর মেন্টর এখন ডাবলসে প্রাক্তন এক নম্বর ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজীব রাম।

■ **পেশাদার টেনিস:** ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।

■ **সাফল্য:** যুব পর্যায়ে বিশ্বের তিন নম্বর হয়েছিলেন। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ডাবলসে যুব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন।

■ **এটিপি র‍্যাঙ্কিং:** ১০৭।

# যোগরাজ সিংহ কে? উড়িয়ে দিলেন কপিল

নিজস্ব প্রতিবেদন



■ **তির:** যোগরাজ নিয়ে মনোভাব বোঝালেন কপিল। *ফাইল চিত্র*

**১৩ জানুয়ারি:** আগের দিন কপিল দেবকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন যোগরাজ সিংহ। বলেছিলেন, তিনি নাকি পিস্তল নিয়ে কপিলকে খুন করতে গিয়েছিলেন।

নয়াদিল্লিতে সোমবার সাংবাদিকরা কপিলকে প্রাক্তন পেসার যোগরাজের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করেন। কপিল যার জবাবে বলেন, "যোগরাজ সিংহ কে?" সাংবাদিকেরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, যুবরাজ সিংহের বাবা। যা শোনার পরেও কপিলের তির্যক মন্তব্য, "যোগরাজ সিংহ কে?" তার পরে চলে যান তিনি। যোগরাজের অভিযোগ ছিল, কপিল তাঁর ক্রিকেটজীবন শেষ করে দিয়েছেন।

তার আগে আলোচনায় উঠে এসেছিল বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অবসরের প্রসঙ্গ। যা নিয়ে কপিল বলেন, "অন্যদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কেন মন্তব্য করতে যাব?" যোগ করেন, "নির্বাচকেরা এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু ভেবে রেখেছেন।" কিংবদন্তি প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মন্তব্য, "ওদের নিয়ে আমি কিছু বলা মানেই মনে হবে সমালোচনা করছি। ওদের মতো বড় মাপের ক্রিকেটারদের নিয়ে সমালোচনা করতে যাব কেন? ওরা যে দিন বুঝবে আর খেলতে পারছে না, নিশ্চয়ই সরে দাঁড়াবে।"

ভারতের আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিংহ মনে করেন, বিরাট-রোহিতকে বড় রান করে সমালোচনার জবাব দিতে হবে। একটি চ্যানেলে হরভজন বলেছেন, "রোহিত, বিরাট, দু'জনেই এই প্রজন্মের অসাধারণ ক্রিকেটার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক জন ক্রিকেটার নিজের ভাগ্য ঠিক করে না। তার ফর্ম এবং নির্বাচকেরা ক্রিকেটারের ভাগ্য ঠিক করে দেয়।" যোগ করেন, "সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে গেলে ওদের দু'জনকে বড় রান করতে হবে।"

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একই ভাবে বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে খোঁচা মেরে আউট হয়েছেন বিরাট। যার পরেই সমালোচনা হতে থাকে। কিন্তু প্রাক্তন পাক পেসার শোয়েব আখতার মনে করেন, ভারত-পাক ম্যাচের কথা শুনলেই জেগে উঠবেন বিরাট!

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে শোয়েব বলেছেন, "বিরাটকে যদি পুরনো ছন্দে দেখতে চান, তা হলে বলুন সামনেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ আছে। ও ঘুম থেকে উঠে পড়বে।" যোগ করেন, "আমরা অনেক বার দেখেছি। পাকিস্তানকে দেখলেই ও জ্বলে ওঠে। মেলবোর্নে ও যে ইনিংসটা খেলেছিল, তা ভয়ঙ্কর।"

# মুম্বইয়ের রঞ্জি দলের নেটে নামবেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন



■ **চর্চায়:** রঞ্জিতে খেলার সম্ভাবনা রোহিতের। *ফাইল চিত্র*

**১৩ জানুয়ারি:** রঞ্জি ট্রফি খেলা হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ় শুরু ৬ ফেব্রুয়ারি। রঞ্জির দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে মুম্বই রঞ্জি ট্রফি দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন তিনি। তা হলে কি জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে রোহিত খেলবেন?

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে তিন টেস্টে মাত্র ৩১ রান করেছেন রোহিত। সিডনি টেস্টের পরে তিনি অবসর ঘোষণা করবেন কি না, ছিল প্রশ্ন। রোহিত যদিও নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আপাতত খেলে যেতে চান।

মুম্বই রঞ্জি দলের এক কর্তা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "রোহিত, অজিঙ্ক রাহানে ও শ্রেয়স আয়ার মুম্বইয়ের রঞ্জি দলের সঙ্গে অনুশীলন করবে। সোমবারই রোহিত এই বিষয়ে জানায় মুম্বই দলকে। এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ও খেলবে।"

জাতীয় দলে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন শ্রেয়স আয়ারও। তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় দলে যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে তৈরি।

একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে শ্রেয়স বলেছেন, "ব্যাটিং অর্ডারে যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে তৈরি আমি। বিশ্বকাপের সময় আমি আর কে এল রাহুল মাঝের সারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলাম। দারুণ মরসুম গিয়েছিল আমাদের জন্য। শুধু ফাইনালে প্রত্যাশা মতো খেলতে পারিনি।" এর পরেই শ্রেয়স বলেছেন, "যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পাই, সেটা আমার জন্য গর্বের ব্যাপার হবে।" তিন থেকে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শ্রেয়সের।

# কঠিন সময়ে অতীতের সাফল্য প্রেরণা দিয়েছে, বলছেন সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন

**১৩ জানুয়ারি:** একটা সময় পরপর প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হচ্ছিলেন পি ভি সিন্ধু। প্রায় আড়াই বছর পরে ২০২৪ সালে সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জিতে তিনি ট্রফি খরা কাটিয়েছেন। কঠিন সময়ে তিনি কী মন্ত্রে নিজেকে প্রেরণা দিতেন?

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে ২৯ বছরের ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা বলেছেন, "যখন অতীতের সাফল্যের দিনগুলির কথা মনে করতাম, সেই ট্রফিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম এক অদ্ভুত খুশিতে মন ভরে উঠত। সেই স্মৃতিচারণ আমাকে কঠিন সময়ে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় নামার আগে সেই একই ট্রফি জয়ের খিদে নিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।"

সিন্ধু আরও জানিয়েছেন তিনি জীবনে অনেক সংগ্রাম করলেও কোনও দিন আশা ছেড়ে দেননি। তাঁর কথায়, "ক্রীড়াজগতে আমি অনেক কিছু দেখেছি। খারাপ সময়েও নিজের উপর থেকে আস্থা হারাইনি। চোটের কবলে পড়ার সময়ে জানতামও না, যে পরের প্রতিযোগিতায় নিজের ১০০ শতাংশ দিতে পারব কি না। ২০১৫ সালে যেমন চোটের কবলে পড়া সত্ত্বেও পরের বছর রিয়ো অলিম্পিক্সে রুপো জিতে প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রেখেছিলাম।"

অপ্রাপ্তি নিয়ে কোনও আক্ষেপ করতে চান না সিন্ধু। বলেছেন, "শুরুর দিন থেকে এখনও পর্যন্ত আমি প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান পেয়েছি। যা আমাকে পরের প্রতিযোগিতার জন্য আরও কয়েকগুণ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সব কিছুর জন্য আমি গর্বিত। পিছন ফিরে তাকালে অন্তত দিনের শেষে নিজেকে বলতে পারব, কিছু করে দেখিয়েছি।"

এত সাফল্য পাওয়ার পরেও হার এখনও তাঁকে কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়। তাই তিনি অকপটে বলতে পারেন, "নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার না থাকলেও যে কোনও প্রতিযোগিতায় হার আমাকে কষ্ট দেয়। এখনও মনে করি, আমি আরও ট্রফি জিততে পারি। এখনও অনেক বছর খেলতে পারি। যদি সুস্থ এবং চোটমুক্ত থাকতে পারি, খেলার প্রতি টানই আমাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।"



■ **আশাবাদী:** এখনও ট্রফি জেতার জন্য মরিয়া সিন্ধু। *পিটিআই*

আজ থেকে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় নামছেন সিন্ধু। নতুন কোচ ইরওয়ানসিয়া আদি প্রতমের তত্ত্বাবধানে তিনি ফের জ্বলে উঠতে চান। ম্যাচের আগের দিন বললেন, "বেঙ্গালুরুতে নতুন কোচের সঙ্গে অনুশীলন করছি। ওঁর পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে।"

পাঁচটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পদক, দু'টি অলিম্পিক্সের পদক, দু'টি এশিয়ান গেমসের পদক জয়ী সিন্ধু বিশ্বাস করছেন তাঁর এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। সিন্ধুর কথায়, "আমার এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। সেই বিশ্বাস আমার রয়েছে। শুধু ছন্দ ধরে রাখতে হবে।" আরও বলেন, "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয় করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।"

চোট আঘাত দীর্ঘদিন ভুগিয়েছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকাকে। ফলে চলতি বছর নিজেকে চোটমুক্ত রাখার জন্য বাছাই করা কিছু প্রতিযোগিতাতেই নামবেন সিন্ধু। সেই মতো নিজেকে তৈরিও করেছেন। তাঁর কথায়, "প্রত্যেক মাসে অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় খেলতে হয়। চোটমুক্ত রাখার জন্য বাছাই করা কয়েকটি প্রতিযোগিতাতেই খেলব। তাতে প্রত্যেকটিতেই নিজের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দিতে পারব।"

শুধু সিন্ধুই নয়, ইন্ডিয়ান ওপেনে নজরে থাকবেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি জুটিও।

# কামিন্সই অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়ার, পাক দলে ইমাম

নিজস্ব প্রতিবেদন

**১৩ জানুয়ারি:** কাটল প্যাট কামিন্সকে নিয়ে সংশয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনিই অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়ার। গোড়ালি ফুলে থাকায় অধিনায়কের না খেলার সম্ভাবনা রয়েছে মনে করা হয়েছিল। তেমন কিছু শেষ পর্যন্ত হয়নি।

এমনকি পেশির চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ়ে অনিয়মিত হয়ে পড়া জশ হেজ়লউডও আছেন অস্ট্রেলিয়া দলে। প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। কামিন্সদের গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

অস্ট্রেলিয়ার ঘোষিত ১৫ জনের দলের প্রথম বার আইসিসি প্রতিযোগিতায় খেলবেন ম্যাট শর্ট ও অ্যারন হার্ডি।

অস্ট্রেলিয়া এই দলেও পেসারদের উপরই ভরসা রাখছে। কামিন্স, হেজ়লউড ছাড়াও খেলবেন মিচেল স্টার্ক ও নেথান এলিস। স্পিনার অ্যাডাম জ়াম্পা।

অন্য দিকে পাকিস্তান তাদের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল সোমবার। ফেরানো হয়েছে ইমাম-উল-হক ও ফখর জ়মানকে। ২০১৭ সালে ভারতের বিরুদ্ধে ফখরের ব্যাটই জিতিয়েছিল পাকিস্তানকে। এ বার দলে জায়গা ধরে রাখার পরীক্ষা তাঁর।

**অস্ট্রেলিয়া দল:** প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, জস হেজ়লউড, ট্রাভিস হেড, জস ইংলিশ, মার্নাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জ়াম্পা।

**পাক প্রাথমিক দল:** মহম্মদ রিজ়ওয়ান (অধিনায়ক), বাবর আজ়ম, তায়াব তাহির, ইরফান খান নিয়াজ়ি, সুফিয়ান মুকিম, মহম্মদ হাসনেইন, আবদুল্লা শফিক, নাসিম শাহ, উসমান খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ, আব্রার আহমেদ, কামরান গুলাম, সলমন আলি আঘা, ইমাম উল হক, ফখর জ়মান, হাসিবুল্লা ও আব্বাস আফ্রিদি।

# 'হ্যান্ডবল নয়', রেফারির পাশেই দাঁড়াচ্ছেন ট্রেভর

নিজস্ব সংবাদদাতা

শনিবারের ডার্বির ফলাফলকে ছাপিয়ে শিরোনামে চলে এসেছিল বিতর্কিত রেফারিং। মোহনবাগান বক্সের মধ্যে পিভি বিষ্ণুর নেওয়া শট আপুইয়ার হাতে লাগলেও তা পেনাল্টি দেননি রেফারি আর. বেঙ্কটেশ। তাঁর সিদ্ধান্তকেই সোমবার সিলমোহর দিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিং বিভাগের প্রধান ট্রেভর কেটল। যা নিয়ে বিতর্ক এখনও কাটছে না।

ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে কেটল বলেন, "ডার্বির ওই ঘটনা হ্যান্ডবল ছিল না। ম্যাচের পরে ৫ জন সদস্য ওই ঘটনার ফুটেজটি খতিয়ে দেখে। তার মধ্যে তিন জন এএফসির রেফারি অ্যাসেসরও ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির ফুটেজ নিয়ম করে পর্যবেক্ষণ করে। প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওটা কোনও মতেই হ্যান্ডবল ছিল না। ওই ফুটবলারের হাত ঠিক জায়গাতেই ছিল।"

আরও বলেন, "হ্যান্ডবল নিয়ে আমাদের ভুল ধারণা রয়েছে। বল হাতে লেগেছে, না কি হাত বলে লেগেছে সেই বিষয়টা দেখা দরকার। পেনাল্টি বক্সের ভিতরে বল হাতে লাগলে সবার আগে রেফারির মনে প্রশ্ন জাগে, সেই ফুটবলারের হাত কি ঠিক জায়গায় ছিল? যদি তা ঠিক জায়গায় থাকে, তবে কোনওমতেই তা হ্যান্ডবল হয় না। যদি ঠিক জায়গায় না থাকে তখনই তা হ্যান্ডবল হয়।" এর পরে আপুইয়ার প্রসঙ্গে টেনে বলেন, "আমি থাকলেও এ ক্ষেত্রে হ্যান্ডবল দিতাম না। কারণ ওর হাত ঠিক জায়গাতেই ছিল। বিষ্ণুর শটের সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে ও হাত দিয়ে বল আটকানোর চেষ্টা করেনি।"

নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও কেন ভারতীয় ফুটবলে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভার) আনা হচ্ছে না? সেই বিষয়ে কেটলের উত্তর, "২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ভারের খরচ সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়। গত বছর মার্চে ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি তা জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে আর সেই বিষয়ে আলোচনা হয়নি।"

এ দিকে সোমবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান। মূলত রিকভারি সেরেছেন প্রথম একাদশের ফুটবলাররা। উপস্থিত ছিলেন না অনিরুদ্ধ থাপা। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল আপুইয়াকে। আজ, মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে নামবে ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি সম্ভবত এ দিন থেকেই দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করবেন।



■ **চর্চায়:** আপুইয়ার হাতে বল লাগার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে বিতর্ক। *এক্স*

# ইডেনে আজ টিকিট বিক্রি শুরু কাউন্টারে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে আদৌ কতটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা কিছুটা হলেও বোঝা যাবে মঙ্গলবার। ইডেনের চার নম্বর গেটের টিকিট কাউন্টার থেকে সমর্থকদের টিকিট দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন ৮০০ টাকার টিকিট কাটতে পারবেন দর্শকেরা।

অফলাইন টিকিট বিক্রির পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট দেওয়া শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে। 'পেটিএম ইনসাইডার' অ্যাপে পাওয়া যাবে অনলাইন টিকিট। ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চার নম্বর গেট থেকেই টিকিট পাওয়া যাবে। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট নিতে পারবেন সমর্থকেরা।

সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, "মহমেডান মাঠের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির পরিকল্পনাই ছিল। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি সেই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে সেনাবাহিনীর থেকে।"

২২ জানুয়ারি ঝুলন গোস্বামী নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডও উদ্বোধন করা হবে। সিএবির পরিকল্পনা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সূর্যকুমার যাদব ও জস বাটলারকে দিয়ে সেই স্ট্যান্ড উদ্বোধন করানোর। ম্যাচের মধ্যে যদি তাঁরা সময় দিতে পারেন, তা হলে দুই অধিনায়ককে দিয়েই স্ট্যান্ড উদ্বোধন করানো হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কী হয় সেটাই দেখার।


এমন একটি
উপহার যা সবসময়ই
কাজে লাগে
Prestige
75 Years of Prestige
NEW YEAR BO-NAN-ZA
নতুন বছরের বোনাঞ্জা
21 ডিসেম্বর 2024 থেকে 26 জানুয়ারী 2025
চিমনি কিনুন
@ সর্বনিম্ন 45% ডিসকাউন্ট
পান স্বচ্ছ এফিশিয়া কনভার্টিবল হব
3 বার্নার যার দাম ₹17 495.00
@ ₹10 995.00-তে 1টি ইউনিট
কিনুন যেকোনো OTG
@ 30% ডিস্কাউন্টে
পান PHM 2.0 হ্যান্ড মিক্সার
যার দাম ₹2 395.00 @ ₹1 495.00-তে 1টি ইউনিট
কিনুন যেকোনো এয়ার ফ্রায়ার
@ 30% ডিস্কাউন্টে
পান এস হ্যান্ড ব্লেন্ডার
যার দাম ₹1 295.00
@ ₹695.00-তে 1টি ইউনিট
যেকোনো ইন্ডাকশন কুকটপ কিনুন
@ 30% ডিস্কাউন্টে
পান SS নক্ষত্র এসেনশিয়াল
প্রেশার কুকার (3লিঃ) যার মূল্য ₹2 650.00
@ ₹2 095.00-তে 1টি ইউনিট
কিনুন মিক্সার গ্রাইন্ডার
@ সর্বনিম্ন 30% ডিসকাউন্ট
750W অথবা 1000W এবং
পান PGMFB স্যান্ডউইচ মেকার
যার দাম ₹1 795.00
@ ₹1 095.00-তে 1টি ইউনিট
গ্যাস স্টোভ কিনুন
@ 25% ডিস্কাউন্টে
পান হোস পাইপ, চাকু এবং লাইটার
যার মূল্য ₹390.00
@ ₹95.00-তে 1টি ইউনিট
অন্যান্য শ্রেণীতে দেওয়া ডিল্স
মিস করবেন না।
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ওপরে নির্দেশিত মূল্য হল প্রোডাক্টের এমআরপি (সকল কর সহ)। ডিস্কাউন্ট কেবল এমআরপি-র ওপর দেওয়া হচ্ছে। দুইটি ভিন্ন অফার একসাথে করা যাবে না। চিমনি এবং গ্যাস স্টোভের অফার শুধুমাত্র নির্বাচিত মডেলগুলিতে প্রযোজ্য। এমআরপি এবং অন্যান্য শর্তাবলী সম্পর্কে বিশদে জানতে, আপনার নিকটতম প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডিলার আউটলেট-এ আসুন।
MADE WITH PRIDE IN INDIA
CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411
Store Locator
Scan to Connect
Shop Online on shop.ttkprestige.com
ttk
Prestige
Prestige Xclusive
প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ অথবা অগ্রণী ডিলার আউটলেটে উপলব্ধ।
পরিবারের প্রতি ভালবাসা যার,
প্রেস্টিজকে সে করে কি অস্বীকার
PRASA-2025